উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮৩,২৩৯.৪৭ (-১৭০.২২)

নিফটি : ২৫,৪০৫.৩০ (-৪৮.১০)

অপমানে স্বেচ্ছাবসর

অনুব্রত কাণ্ডের ছায়া কর্ণাটকে। ভরা সভায় বেলাগাভির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এনভি বরামণিকে চড় মারতে উদ্যত হন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। অপমানে স্বেচ্ছাবসর নেন ওই পুলিশকর্তা। » ৯

শা-কে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

সমাজমাধ্যমে ভুয়ো ও উসকানিমূলক কনটেন্ট এবং ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল প্রতারণার ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২৫°	৩২°	২৬°	৩৩°	২৭°	৩২°	২৬°

দীপিকার মাথায় নয়া মুকুট » ৯

১৯ আষাঢ় ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 4 July 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 47

উত্তরের খোঁজে

লাগে রহো ম্যাংগোভাই বার অ্যাট ল’

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

মঙ্গলগ্রহের নয়, কিউবা বা কেরল বা চিনেরও নয়। এই বাংলার এক ছাত্র নেতার কথা দিয়েই শুরু করা যাক।

ছোটবেলায় হাঁসের ডিম ঝুড়িতে নিয়ে যেতেন গ্রামে রবিবারের হাটে। ১৬টা ডিম বিক্রি করে জুটত এক টাকা। হাইস্কুলে টিফিনে চানাচুর বা নাড়ু খেয়ে খরচ হত এক আনা। বাকি পয়সা বাঁচত। ডিম না থাকলে? শনিবার বিকেলে পেঁয়াজকলি কাটতেন, রবিবার সকালে হাটে যেতেন। সঙ্গে ফুলকপি ও বেগুন। বিক্রির টাকায় কেনা হত খাতা-পেন্সিল।

আগেকার দিনে এই গল্পগুলো খুব সহজ মনে হত। এখন রূপকথার গল্প শোনায়। ওই কাহিনীর মূল চরিত্র সন্তোষ রানা। ফিজিক্সে এমএসসি-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র গবেষণা করতে করতেই নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ‘গ্রামে চলো’র ডাকে চলে গেলেন মানুষের পাশে দাঁড়াতে।

তখন এমন সাধারণ হয়ে অসাধারণ ছাত্র নেতা অনেকেই ছিলেন। মালদায় যেমন ছিলেন কুলদীপ মিশ্র। অসুস্থ মানুষদের ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যেতেন কলকাতায়। সমাজসেবা করে বেড়াতেন। ওয়াগন ব্রেকারদের দাপট বন্ধ করতে গিয়ে নিজেই খুন হয়ে যান একদিন।

বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার কসবা আইন কলেজের সামনে দেখি, ফুটপাথের মন্দিরের গায়ে বট গাছের ছায়ায় টিভি বুম হাতে অপেক্ষায় চ্যানেলের সাংবাদিকরা। কখন কে আসে? বাইরে ব্যারিকেড। ভিতরে তিন পোশাকের পুলিশ— সাদা, হলুদ, চকরাবকরা। শুধু কলেজটা খুলবে কবে, কেউ জানেন না।

সেখানে দাঁড়িয়ে আগাপাশতলা ভাবতে ভাবতে সন্তোষ-কুলদীপদের জমানা মনে পড়ল। এখনকার কোনও ছাত্র নেতার ক্ষেত্রে এ কথা ভাবা যাবে? আজ আখের গোছাতে ওস্তাদ সব ছাত্র নেতা। নির্বাচনহীন ক্ষমতায় থেকে শুধু ভোগ এবং ভোগ। কলকাতার ম্যাংগো থেকে শিলিগুড়ির মার্ডার

এরপর দশের পাতায়

উচ্চশিক্ষা নিয়ে ছেলেখেলা

শিক্ষা দপ্তরের উদাসীনতা ও চূড়ান্ত অবহেলায় ভেঙে পড়ার মুখে উত্তরবঙ্গের উচ্চশিক্ষার কাঠামো। প্রশাসনিক অচলাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বাড়ছে। আজ তৃতীয় কিস্তি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : ক্লাস করার সুযোগই পাচ্ছেন না ছাত্রছাত্রীরা, পাঠক্রম শেষ হওয়ার আগেই বাধ্যতামূলকভাবে পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে তাঁদের। যার দরুন স্নাতক স্তরে ফি বছর ফেলের হারে রেকর্ড গড়ছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়। কলেজের আঙিনায় পা দিয়েই জোর ধাক্কা লাগছে পড়ুয়াদের মনে। নতুন শিক্ষানীতি চালু হলেও বাস্তবে আজ পর্যন্ত কোনও সুনির্দিষ্ট ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করতে পারেনি রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। উচ্চশিক্ষার নামে কার্যত ছেলেখেলা চলছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। ফলে দিশাহীন হয়ে পড়ছেন ছাত্রছাত্রীরা। উত্তরবঙ্গের মতো আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা এলাকায় সমস্যা আরও বাড়ছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, বিষয় বা পাঠক্রম সম্পর্কে কোনও ধারণাই তৈরি হচ্ছে না ছাত্রছাত্রীদের। ভর্তির আবেদন করতে গিয়ে কিছু না বুঝেই ক্যাফেওয়ালাদের পছন্দমতো বিষয় নির্বাচন করে হাবুডুবু খাচ্ছেন তাঁরা।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

৭ মে উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। আর অনলাইনে কেন্দ্রীয় পোর্টালে কলেজগুলিতে স্নাতক স্তরের ভর্তির আবেদন জমা দেওয়া শুরু হয়েছে তার চল্লিশ দিন পর ১৭ জুন থেকে। ইতিমধ্যেই ভর্তির আবেদনের সময়সীমা বাড়িয়ে ১৫ জুলাই করা হয়েছে। বিগত বছরগুলির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষকরা মোটামুটি নিশ্চিত যে, সেই সময়সীমা আরও কয়েক দফায় বাড়তে পারে। আবেদনের পর ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করতে করতেই পুজোর ছুটির ঘণ্টা বাজবে। আর ছুটি শেষ হলেই শুরু হবে প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা। সেক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসের জন্য বড়জোর মাসখানেক সময় পাবেন বলেই জানিয়েছেন বেশিরভাগ শিক্ষক।

উত্তরের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দু’চারদিন বেশি সময় পেলেও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা ৪৯টি কলেজে সময় মেলে আরও কম। কারণ ২৫ ডিসেম্বর থেকে পাহাড়ের কলেজগুলিতে

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

কসবা কাণ্ডে আস্থা পুলিশেই

» পাঁচের পাতায়

‘ডাল লেকের মা’

» নয়ের পাতায়

হঠাৎ বাইসনের আক্রমণ

টহলে বেরিয়ে বনকর্মীর মৃত্যু

নীহাররঞ্জন ঘোষ ও সুভাষ বর্মন

মাদারিহাট ও ফালাকাটা, ৩ জুলাই : কুনকির পিঠে চেপে জঙ্গলে টহলদারিতে বেরিয়েছিলেন দুলাল। সেই টহলদারির মাঝে কাল হল প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাওয়া। আবার জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে বন্যপ্রাণীর আক্রমণে বনকর্মীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। বৃহস্পতিবার বেলা ১১ নাগাদ বাইসনের আক্রমণে দুলাল রাভা (৫৫) নামের এক অস্থায়ী কর্মীর মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটেছে জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জের মালঙ্গি বিটের ১ নম্বর কম্পার্টমেন্টে।

এদিন দুলাল হাতির পিঠে চেপে ডিউটি করছিলেন। হাতির পিঠে তাঁর সঙ্গে মাহুতও ছিলেন। একসময় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হাতির পিঠ থেকে নামেন তিনি। আশপাশেই যে বাইসন ঘাপটি মেরে ছিল, তা কেউই ঘুণাক্ষরে টের পাননি। দুলাল নেমে পাশের ঝোপে যেতেই বাইসন আক্রমণ করে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। জানিয়েছেন, সরকারি নিয়মে যা করার সব করা হবে। কাশোয়ান বলেন, ‘হাতির পিঠ থেকে নামতেই মুহূর্তের মধ্যে বাইসন আক্রমণ করে বসে। দুলালকে বাঁচানোর কোনও সুযোগ পায়নি কুনকি ও মাহুত।’

দুলাল শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জের মালঙ্গি বিটে বনকর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে দুটো কুনকি হাতি নিয়ে জঙ্গলের ভেতর টহলদারি করছিলেন বনকর্মীরা। তাঁদের সঙ্গে দুলালও ছিলেন। হঠাৎ তিনি হাতির পিঠ থেকে নীচে নামেন। আর বাইসন তাঁকে আক্রমণ করে। জলদাপাড়া বন দপ্তরের গাড়িতেই তড়িঘড়ি তাঁকে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বনকর্মীকে।

যা ঘটেছে

- এদিন দুলাল হাতির পিঠে চেপে ডিউটি করছিলেন
- একসময় হাতির পিঠ থেকে নামেন তিনি
- আশপাশেই বাইসন ঘাপটি মেরে ছিল
- দুলাল পাশের ঝোপে যেতেই আক্রমণ করে
- ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়

দুলালের বাড়ি মথুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের চিলাপাতার অ্যান্ড্রু বস্তিতে। পরিবারের তিনিই ছিলেন একমাত্র রোজগেরে সদস্য। এক ছেলে, এক মেয়ে ও স্ত্রী রয়েছে পরিবারে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তাঁর পরিজনরা হাসপাতালে আসেন। দুলালের স্ত্রী গীতা রাভা কোনও কথাই বলতে পারছিলেন না। তাঁর মেয়ে রাখি রাভার বিয়ে হয়েছে মথুরায়। খবর পেয়ে তিনিও ফালাকাটায় আসেন। শোকে তিনিও বাকরুদ্ধ। মৃতের ভাইপো অশোক রাভা বলেন, ‘পরিবারের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেল। এখন কী করব বুঝতে পারছি না।’ এদিকে, পুলিশ এদিনই ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মথুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দেবেন্দ্র রাভা বলেছেন, ‘আমরা চাই যত দ্রুত সম্ভব মৃত ব্যক্তির পরিবারের একজনকে চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক।’

এরপর দশের পাতায়

একই মঞ্চে হিন্দুত্ব বনাম বহুত্ববাদ

সহনশীলতার বার্তায় শমীক-যুগ শুরু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩ জুলাই : শমীক ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে বঙ্গ বিজেপিতে কি ভিন্ন লাইনের সূচনা হল? পদে অভিষেকের পর তাঁর ভাষণ শুনে সে কথা কারও মনে হতেই পারে। কলকাতার সায়েন্স সিটিতে বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে রাজ্য সভাপতি পদে বরণ করে নেওয়া হয় বিজেপিতে। তাঁকে স্বাগত জানাতে গিয়ে ‘বাংলার হিন্দু এক হও’ স্লোগান দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

কিন্তু রাজ্য সভাপতি হিসাবে তাঁর প্রথম ভাষণে শমীকের মুখে শোনা গেল বহুত্ববাদের কথা। তিনি বলেন, ‘আমরা চাই দুর্গাপুজোয় বিজয়ার মিছিল ও মহরমের মিছিল একই সময়ে একই রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাবে কোনও সংঘর্ষ ছাড়া। কোনও দাঙ্গা নেই, কোনও রাজনৈতিক বিভাজন নেই। পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হবে, বহুত্ববাদকে বাঁচাতে হবে। এই মাটিকে রক্ষা করতে হবে।’

অথচ তাঁর ভাষণের আগে মালদা, মুর্শিদাবাদ, মহেশতলার প্রসঙ্গ টেনে বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘আমাদের দায়িত্ব হিন্দু বাঁচাও, মমতা ভাগাও। স্বাধীনতার পর এই প্রথম বাংলায় হয়েছে ধুলিয়ান। সামশেরগঞ্জ থেকে হিন্দুরা মালদার স্কুলবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। এই জিনিস মানা যায় না। হিন্দু জাগো, হিন্দু জাগো, হিন্দু জাগো। বদলা আমাদের নিতেই হবে।’

বঙ্গ বিজেপির ব্যাটন যাঁর হাতে গেল, তাঁর মুখে কিন্তু বদলা নয়, শোনা গেল সহাবস্থানের বার্তা। শমীকের কথায়, ‘বিজেপির লড়াই সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নয়, মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়। সংখ্যালঘুর ঘরে যে ছেলেটা হাতে পাথর নিয়ে ঘুরছে, তার পাথরটা কেড়ে নিয়ে ওই হাতে বই ধরিয়ে দিতে চাই। যারা তলোয়ার হাতে নিয়ে রাস্তায় নেমেছে, সেই তলোয়ার কেড়ে কলম ধরিয়ে দিতে চাই। এটাই বিজেপির লড়াই, এটাই পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি করে দেখাবে।’

শমীক ভট্টাচার্যকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন লকেট চট্টোপাধ্যায়।

এরপর দশের পাতায়

কোর্টের নির্দেশে তালা ইউনিয়ন রুমে

রিমি শীল

ছাড় যতটুকু

- জরুরি প্রয়োজনে শুধু ইউনিয়ন রুমে যাওয়া যাবে
- সেজন্য নির্দিষ্ট কারণ দেখিয়ে আবেদন জানাতে হবে
- অনুমতি দেবেন শুধু রেজিস্ট্রার অথবা অধ্যক্ষ
- আবেদন জানাতে পারবেন যে কোনও পড়ুয়া

কলকাতা, ৩ জুলাই : যত নষ্টের গোড়া যেন ইউনিয়ন রুম। তাই আপাতত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের কার্যালয় তালাবন্ধ থাকবে। গত কয়েক বছরে নানা অশান্তিতে বারবার জড়িয়ে গিয়েছে ইউনিয়ন রুমের নাম। অথচ বহু বছর ভোট হয় না বলে ছাত্র সংসদ নেই কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে। হাইকোর্ট তাই নানা দুষ্কর্মের ঘটনাস্থল হয়ে ওঠা ছাত্র সংসদের কার্যালয় বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে বুধবার। এজন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা দিতে বলা হয়েছে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে।

সদ্য কলকাতার একটি আইন কলেজে গণধর্ষণের মতো মারাত্মক অপরাধে ছাত্র সংসদের কার্যালয়কে ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দায়ের হওয়া এক জনস্বার্থ মামলায় বৃহস্পতিবার নির্দেশটি দিয়েছে হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ। পড়ুয়া বা ছাত্র নেতা, যিনিই হোন না কেন, ছাত্র সংসদে ঢোকার অধিকার কারও রইল না।

ডিভিশন বেঞ্চ অবশ্য জানিয়ে দিয়েছে, জরুরি প্রয়োজনে যদি কাউকে ইউনিয়ন রুমে যেতেই হয়, তাহলে নির্দিষ্ট কারণ দেখিয়ে লিখিত আবেদন করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে। যথাক্রমে শুধু রেজিস্ট্রার বা অধ্যক্ষ ওই অনুমতি দেওয়ার অধিকারী হবেন। মামলাকারীর বক্তব্য ছিল, নিবাচিত ছাত্র সংসদই যেখানে নেই, সেখানে ইউনিয়ন রুমের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? তাঁর সেই প্রশ্নই বৈধতা পেয়েছে হাইকোর্টের নির্দেশে।

এরপর দশের পাতায়

স্কুলে শাস্তিদানের জল গড়াল বহুদূর

পাঁচকোলগুড়ি প্রমোদিনী হাইস্কুলে সেই পড়ুয়া ও প্রাক্তনীদের ধাক্কাধাক্কি

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ৩ জুলাই : বুধবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাঁচকোলগুড়ি প্রমোদিনী হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণির এক পড়ুয়াকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। সেদিন বিকেলেই দলবল নিয়ে এসে স্কুলে একপ্রস্থ হাঙ্গামা করেছে সেই পড়ুয়া। স্কুলের টিআইসি, শিক্ষকরা ভেবেছিলেন, হয়তো বিষয়টি সেখানেই শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে বৃহস্পতিবার তার জল গড়াল অনেকদূর। এদিন দফায় দফায় স্কুলে অশান্তি বাধে। কখনও সেই পড়ুয়ার দিদা এসে হট্টগোল করেন। কখনও সেই ছেলেটিই আবার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এসে ঝামেলা পাকায়। কখনও স্কুলের প্রাক্তনীরা এসে পালটা অশান্তি করেন। ঘটনার খবর করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হয় সাংবাদিককেও। তাঁকে হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ।

এই ঘটনায় স্কুলের ভূমিকা প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ছে। স্কুলের নিরাপত্তা নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এত কিছুর পরেও স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছে, সমস্যা মিটে গিয়েছে। স্কুলের টিচার ইনচার্জ দেবকুমার দাস বলেন, ‘স্কুলের যে সমস্যা ছিল তা মিটিয়ে নেওয়া হয়েছে। আপাতত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।’ তবে তাঁর এই আশ্বাসের পরেও স্কুলের পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত অনেক অভিভাবক ও অভিভাবিকা। এমনকি উদ্বিগ্ন প্রাক্তনীরাও।

যে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াকে শাস্তিদান নিয়ে এত কাণ্ড, তার সহপাঠী ও স্কুলের শিক্ষকরা বলছেন, তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় সহপাঠীদের সঙ্গে বিবাদ-দুর্ব্যবহারের নানা অভিযোগ উঠেছে। বুধবারও তেমন অভিযোগ উঠলে তাকে স্কুলের এক শিক্ষক শাস্তি দেন। তারপর স্কুলের একাদশ শ্রেণির কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে ওই অষ্টম শ্রেণির ছাত্রের স্কুলের বাইরে বিবাদ হয় বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার ওই ছাত্রের দিদা এসে স্কুলে হইচই শুরু করে দেন। ‘কেন নাতিকে মারা হয়েছে?’ সেই প্রশ্ন তোলেন। এদিন বৃদ্ধা বলেন, ‘আমাকে তো কিছু জানানো হয়নি। খারাপ কাজ করলে স্কুল আমাকে জানাতে পারত।’ তার কিছুক্ষণ পর ওই ছাত্র আবার তার বন্ধু ও প্রতিবেশী কয়েকজন তরুণকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলে আসে। শিক্ষকদের ঘেরাও করার পরিকল্পনা করে।

স্কুলের সামনে জমায়েত। বৃহস্পতিবার পাঁচকোলগুড়িতে।

আবার একাদশ শ্রেণির যে ছাত্রদের সঙ্গে তার বিবাদ ছিল, তারাও তক্কে তক্কে ছিল। তারাও দলবল নিয়ে এসে স্কুলের বাইরে জমায়েত করে। দু’পক্ষেরই একাধিক লোক নিজেদের সেই স্কুলের প্রাক্তনী বলে দাবি করেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আবার ভরদুপুরেই বেসামাল অবস্থায় ছিলেন। বিকেল ৪টে নাগাদ দু’পক্ষের মধ্যে বচসা বাধে। কয়েকজন শিক্ষক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। সেই সময় খবর সংগ্রহ করতে গেলে উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধিকে কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

ঘটনা নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ কিছু বলতে না চাইলেও অভিভাবক-অভিভাবিকা থেকে শুরু করে স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক ও পড়ুয়াদের মধ্যে নিন্দার ঝড় উঠেছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ কেন সমস্যা মেটাতে পুলিশের দ্বারস্থ হল না, সেই প্রশ্নও উঠছে। স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুদর্শন চক্রবর্তী বলেন, ‘এই রকম ঘটনা তো স্কুলের পক্ষে লজ্জাজনক। স্কুলের পরিবেশ এতে নষ্ট হয়। স্কুলে শিক্ষকরা ছাত্রদের শাসন করতেই পারেন। তাঁরাই তাদের মানুষ করবেন। তা বলে কি ছাত্ররা পালটা ঝামেলা করবে? আবার প্রাক্তনীরা তাতে নাক গলাবে? এটা ঠিক নয়।’

একই সুরে সমালোচনা করেছেন স্কুলের প্রাক্তনীদের একাংশ। ওই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র বর্তমানে সরকারি কর্মী অভিজিৎ সাহার কথায়, ‘স্কুলের শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঘটনার নিন্দা করছি। স্কুল ও স্কুলের শিক্ষকদের আমরা সম্মান করে আসছি। সেটা কেউ নষ্ট করবে, এটা মেনে নেব না।’

Mankind's
HealthOK™
MULTIVITAMIN TABLETS
বিশুদ্ধ ভেজিটেরিয়ান
Mankind
Serving Life
ক্লান্তিকে করো দূর
থাকো 24-ঘন্টা
এক্টিভ এনার্জী তে ভরপুর
স্বাস্থ্য সুবিধাগুলি ইনগ্রিডিয়েন্ট ভিত্তিক। এই প্রোডাক্ট যে কোনও রোগের জন্য ডায়াগ্নোসিস, চিকিৎসা বা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নয়।
বিশুদ্ধ ভেজিটেরিয়ান
ন্যাচরল জিনসিং X টরিন পাওয়ার
এনার্জী বজায় রাখতে সাহায্য করে
19 জরুরি ভিটামিন্স ও মিনের‍্যাল্‌স
সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যের উন্নতি করে
1 প্রতিদিন খাবারের পর ট্যাবলেট
Mankind's HealthOK™
12 Vitamins 7 Minerals
Helps Maintain Energy
For Overall Health
Helps Build Immunity
Natural Ginseng
Taurine
Zinc
Vitamin D
Vitamin C
10 Tablets
NUTRACEUTICAL FOR MEN
Mankind
আজই ট্রাই করুন
আপনার নিকটস্থ কেমিস্ট স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে।
কল করুন টোল ফ্রী নম্বর: 1800 103 4400
www.mankindhealthok.com

বিদ্যুতের ছেঁড়া তারে বিপদ রুখতে সমীক্ষা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৩ জুলাই : বর্ষাকালে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুতের তার ঝুলে থাকতে বা ছিঁড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ফলে সাধারণ মানুষের বা বন্যপ্রাণীদের যে কোনও সময়ে বিপদ হতে পারে। এই সমস্যার সমাধানে বক্সা টাইগার রিজার্ভে জয়েন্ট সমীক্ষা শুরু হয়েছিল। বুধবার বক্সা টাইগার রিজার্ভের পশ্চিম ডিভিশনে সমীক্ষার শেষ দিন ছিল। বন দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তর, ব্লক প্রশাসন এবং পুলিশ একত্রিত হয়ে বিভিন্ন এলাকায় প্রায় এক সপ্তাহ ধরে সমীক্ষা চালিয়েছে। এরপর পূর্ব ডিভিশনেও একইভাবে সমীক্ষা হবে বলে জানিয়েছে বন দপ্তর। এবিষয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি (পশ্চিম) হরিকৃষ্ণান পিজে বলেন, 'এই সমীক্ষা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন রয়েছে। বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যেন কোনও বন্যপ্রাণীর মৃত্যু না হয় তা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ। আগে থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

এক সপ্তাহ ধরে চলা সমীক্ষাতে কয়েকটি এলাকায় সমস্যার খোঁজ পেয়েছে পরিদর্শক দল। সেইমতো বিদ্যুৎ দপ্তরকে দ্রুত কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বন দপ্তর এই সমীক্ষা শুরু করার জন্য আগেই বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছিল। সেইমতো বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের পাঠানো হয়। জঙ্গল লাগোয়া বিদ্যুতের তার রয়েছে এমন জায়গা পরিদর্শন করা হয়েছে। ছিঁড়ে পড়া তার রয়েছে কি না তা দেখার পাশাপাশি ভবিষ্যতে কোনও তারে সমস্যা হবে কি না বা কোনও বিদ্যুতের খুঁটি বেঁকে গিয়েছে কি না তাও ওই দল খতিয়ে দেখে। এছাড়াও জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গেও আধিকারিকরা কথা বলেছেন। যে বনকর্মীরা জঙ্গল লাগোয়া এলাকাগুলিতে টহল দেন তাঁদের কাছ থেকেও তথ্য নেওয়া হয়। আলিপুরদুয়ারে বর্ষা ঢুকলেও লাগাতার ভারী বৃষ্টি এখনও শুরু হয়নি। বৃষ্টি বাড়লে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা নজরে আসে। সেই সময় বিদ্যুৎ দপ্তরের কাজ অনেকটাই বেড়ে যায়। সেই চাপ সামলাতেই দ্রুত সমীক্ষাতে পাওয়া সমস্যা মিটিয়ে নিতেই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

সচেতনতা

শামুকতলা ও পলাশবাড়ি, ৩ জুলাই : বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় উপভোক্তা সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতা শিবির হল যশোডাঙ্গা হাইস্কুলে। একইদিনে সাঁওতালপুর মিশন উচ্চবিদ্যালয়ে ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক শিবির হয়। উপস্থিত ছিলেন উপভোক্তা কল্যাণ আধিকারিক সৌভিক রায়, শিক্ষক রজত কর, মালতী মেরি মারান্ডি, সুব্রত সাহা, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা। অন্যদিকে, ক্রেতা সুরক্ষার বিষয়ে পড়ুয়াদেরও সচেতন রাখতে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট হাইস্কুলেও এক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। স্কুলের শিক্ষকরাই নানাভাবে পড়ুয়াদের ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ে সচেতন করেন।

ভ্যাকসিনেও আটকাচ্ছে না লাম্পি রোগ

মাদারিহাটে গোরুর মড়ক

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৩ জুলাই : লাম্পি স্কিন ডিজিজে (এলএসডি) আক্রান্ত মাদারিহাটের হাজার হাজার গোরু। একের পর এক গোরু ঢলে পড়ছে মৃত্যুর কোলে। ভ্যাকসিনেও মৃত্যু ঠেকানো যাচ্ছে না। এমনটাই খবর ব্লক প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর সূত্রে। দপ্তরে মাত্র একটি গাড়ি রয়েছে। ব্লকের ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের আনাচে-কানাচে ওই গাড়িতে ভ্যাকসিন সহ অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে মাসে ২০ দিন করে যাচ্ছেন কর্মীরা। তবে আক্রান্ত গোরুর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। সংক্রামিত হচ্ছে ছাগলও। তবে এখনও মৃত গবাদিপশুর মোট সংখ্যা জানা যায়নি।

একের পর এক গোরু আক্রান্ত হচ্ছে ওই রোগে। আক্রান্ত গোরুর মুখে ঘা হচ্ছে। ফেটে যাচ্ছে চামড়া। রোগে আক্রান্ত গোরু খেতেও চাইছে না। ফলে দ্রুত ওজন কমে যাচ্ছে। মাদারিহাটের ব্লক প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন আধিকারিক লালকৃষ্ণ ভৌমিক জানাচ্ছেন, এটি ভাইরাসঘটিত ছোঁয়াচে রোগ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় ওই রোগের প্রকোপ চলছে। মাদারিহাটে ওই রোগের প্রকোপ বেড়েছে মাস দুয়েক আগে থেকে। তিনি বলেন,

লাম্পি স্কিন ডিজিজে আক্রান্ত একটি গোরু।

রোগের লক্ষণ

- মাস দুয়েক থেকে একের পর এক গোরু আক্রান্ত হচ্ছে ওই রোগে
- আক্রান্ত গোরুর মুখে ঘা হচ্ছে, ফেটে যাচ্ছে চামড়া
- রোগে আক্রান্ত গোরু খেতেও চাইছে না, ফলে দ্রুত ওজন কমে যাচ্ছে
- পরিষেবা দিতে প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর থেকে ভ্রাম্যমাণ শিবির করা হচ্ছে

'আমরা পরিস্থিতি সামলাতে আপ্রাণ চেষ্টা করছি। মাস দুয়েক আগে প্রচুর গোরুকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। তবে একসময় ওই রোগে কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক গোরু আক্রান্ত হত। এখন অপেক্ষাকৃত কমবয়সি গোরু এমনকি বাছুরও আক্রান্ত হচ্ছে ওই রোগে। তবে প্রাণীবন্ধু কর্মীরা পরিষেবা দিতে যাচ্ছেন।'

ব্লকের এক প্রাণীবন্ধু সায়দার আলি জানালেন, দিনভর বিভিন্ন এলাকা থেকে খবর আসছে। বেশিরভাগ বাড়িতেই আক্রান্ত হয়েছে গোরু। দক্ষিণ খয়েরবাড়ির দেলোয়ার হোসেনের একটি, রাঙ্গালিবাজনার চাঁপাগুড়ির বাবুল হকের দুটি, আলিউল হকের একটি গোরু কয়েকদিন আগেই মারা গিয়েছে। চাঁপাগুড়ির বাবু হক বলেন, 'আমার দুটি গোরু ওই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। একটি গোরুর ওজন ছিল ১২৫ কেজি। কয়েকদিনের মধ্যে ওজন কমে হয়েছে ৪০ কেজি।' ব্লকে মোট তিনটি প্রাণী চিকিৎসাকেন্দ্র রয়েছে। এগুলিতে দিনভর আক্রান্ত গবাদি প্রাণী নিয়ে ভিড় করছেন স্থানীয়রা। শিশুবাড়ি এলাকার শামিম আখতার জানালেন, তাঁর একটি ছাগলও আক্রান্ত হয়েছে।

শিশুবাড়ির বাপি হকের কথায়, সরকারি ওষুধে কাজ হচ্ছে না। তাই তাঁরা ব্যক্তিগত খরচে ওষুধ কিনছেন। বেসরকারি পশু চিকিৎসকদের ডেকেও চিকিৎসা করাচ্ছেন। তবে বিশেষ লাভ হচ্ছে না। একই বক্তব্য দক্ষিণ খয়েরবাড়ির এমদাদুল হকেরও। তিনি জানান, আক্রান্ত পশুর মাংস ফুলে টিউমারের আকার নিচ্ছে। পশু মালিকদের বক্তব্য, চিকিৎসাকেন্দ্রে গোরু-ছাগল নিয়ে যাওয়ার বাড়তি খরচ রয়েছে। তাই প্রতিটি এলাকায় বিশেষ শিবির করার দাবি জানান তাঁরা। মাদারিহাটের প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর থেকে জানানো হচ্ছে, তাদের তরফে ভ্রাম্যমাণ শিবির করা হচ্ছে। গাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন দপ্তরের কর্মীরা, যোগাযোগ করলেই পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।

অপরাধ এড়াতে ফালাকাটা পুলিশের উদ্যোগ

মোবাইল কেনাবেচায় রাখতে হবে রেজিস্টার

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৩ জুলাই : ফালাকাটাতে মোবাইল কেনাবেচার ক্ষেত্রে রেজিস্টার রাখা বাধ্যতামূলক করছে পুলিশ। বিশেষ করে পুরোনো মোবাইল কেনাবেচার ক্ষেত্রে সতর্কতা নিতেই এই উদ্যোগ। মূলত অপরাধমূলক ঘটনা এড়াতেই এই উদ্যোগ। যদিও জেলার অন্য থানাতে এবিষয়ে এখনও কোনও পদক্ষেপের কথা জানা যায়নি।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্যর কথায়, 'এখন মোবাইলের মাধ্যমেই নানা ধরনের অপরাধ হচ্ছে। বিশেষ করে পুরোনো মোবাইল দিয়ে এসব বেশি হচ্ছে। আমরা তাই ঠিক করেছি শহরের প্রতিটি মোবাইলের দোকানেই ক্রেতা-বিক্রেতাদের যাবতীয় তথ্য রেজিস্টার করে রাখতে হবে। মাঝেমধ্যেই আমরা ওই খাতা চেক করে দেখব।' দোকানের মালিকদের সঙ্গে দ্রুত বৈঠক করে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

এবিষয়ে, ফালাকাটার একটি মোবাইলের দোকানের মালিক চন্দন সূত্রধর জানিয়েছেন, চেনাজানা ছাড়া কারও কোনও পুরোনো মোবাইল তাঁরা কেনেন না। আর কিনলেও তাঁদের সামনেই বিক্রেতাকে পুরোনো স্মার্টফোনের সমস্ত ব্যক্তিগত তথ্য, ব্যাংকের লেনদেনের তথ্য সব মুছে ফেলতে বলেন। এখন পুলিশ যে উদ্যোগ নিচ্ছে সেটাও তাঁরা মেনে চলবেন।

আর এমন পদক্ষেপের পেছনে কারণ হিসেবে উঠে আসছে স্মার্টফোন সংক্রান্ত একাধিক

বিশেষ সতর্কতা

- প্রতিটি মোবাইলের দোকানে রাখা থাকবে একটি খাতা
- সেখানে যাঁরা মোবাইল কিনছেন এবং বিক্রি করছেন তাঁদের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর লিখে রাখতে হবে
- পাশাপাশি দিতে হবে আধার কার্ডের ফোটোকপি
- সেইসঙ্গে রেজিস্টারে স্বাক্ষর থাকবে ক্রেতা-বিক্রেতার
- ফালাকাটা শহরের সব মোবাইলের দোকানেই এমন খাতা রাখা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে

অভিযোগ মাঝেমধ্যেই থানায় জমা পড়ে। এর মধ্যে রয়েছে মোবাইল চুরি, মোবাইল ব্যবহার করে হুমকি দেওয়া, মোবাইল হাতিয়ে টাকাপয়সা হাপিস করা। পুলিশ জানিয়েছে, অনেকে ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, নানা ধরনের কর্মকাণ্ড করে মোবাইলগুলি বিক্রি করে দেওয়া হয়। আর না হয় চুরি করা মোবাইল দিয়ে এসব করা হয়। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মোবাইলের আসল মালিকের কাছে পৌঁছাতে বেগ পেতে হয় পুলিশকে। আবার সাম্প্রতিক সময় বিভিন্ন জায়গায় নাগরিকদের পুরোনো মোবাইল ব্যবহার করে নানা নাশকতামূলক কাজ করার তথ্যও সামনে এসেছে। এসমস্ত কথা মাথায় রেখেই ফালাকাটা থানার পুলিশ আগাম সতর্ক হতে চাইছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মোবাইল দোকানগুলিতে একটি করে রেজিস্টার রাখতে হবে। সেখানে যাঁরা মোবাইল কিনছেন এবং বিক্রি করছেন তাঁদের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর লিখে রাখতে হবে। পাশাপাশি দিতে হবে আধার কার্ডের ফোটোকপি। সেইসঙ্গে রেজিস্টারে স্বাক্ষর থাকবে ক্রেতা-বিক্রেতার। ফালাকাটা শহরের সব মোবাইলের দোকানেই এমন খাতা রাখা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, মোবাইল সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ জমা পড়লে তার হদিসও দোকানগুলি থেকেই পাওয়া যাবে।

একটি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার কর্মী পলাশ দাসের কথায়, 'কেউ ফোন বিক্রি করতে চাইলে সবার আগে সেটিংস অপশনে গিয়ে সমস্ত ডেটা মুছে ফেলতে হবে। ইউপিআই অ্যাপ, ই-ব্যাংকিং থাকলে তাও ডিলিট করতে হবে। না হলে এইসব অন্য কারও হাতে গেলে লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে।' তার পরেও এমন ধরনের ঘটনা রুখতেই হয়তো পুলিশ রেজিস্টার চালু করছে। এতে ক্রেতা-বিক্রেতা সবারই সুবিধা হবে বলে তিনি মনে করেন।

সিসিটিভি বসানোর নির্দেশ পুলিশের

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ৩ জুলাই : জটেশ্বর বাজার লাগোয়া একটি গয়নার দোকানে কার্যত মালিকের সামনে থেকে বুধবার সোনা, রুপো ও নগদ টাকা সহ একটি ব্যাগ চুরি হয়ে যায়। এতবড় ঘটনা ঘটলেও ওই দোকানের ভিতরে বা বাইরে নিরাপত্তার জন্য কোনও সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। সেদিন দোকানের ভিতর থেকে কিছুক্ষণের অন্যমনস্কতায় চোখের নিমেষে গয়না ও টাকা ভর্তি ব্যাগ চুরি যায়। সেক্ষেত্রে সিসিটিভি ফুটেজ একটি বড় প্রমাণ হতে পারত এবং তা তদন্তকারীদের কাজে গতি আনতেও একটি বড় হাতিয়ার হিসাবে কাজ করতে পারে। কিন্তু জটেশ্বরের দোকানটির ক্ষেত্রে সেরকম কোনও প্রমাণই পাওয়া যায়নি। এই অবস্থায় কেবল জটেশ্বরই নয়, কাজলি হল্ট সহ আশপাশের এলাকায় থাকা গয়নার দোকানগুলিতে নিরাপত্তার স্বার্থে দ্রুত সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর নির্দেশ দিল জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ। এবিষয়ে ওসি জগৎজ্যোতি রায় বলেন, 'এলাকার প্রত্যেক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দোকানে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রতিদিন দুটি মোটর সাইকেল ও একটি ভ্যান নিয়ে গোটা জটেশ্বর টহল দেওয়া হয়। তবে বুধবার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীর

চুরি থেকে শিক্ষা

তরফে এখনও আমরা কোনও লিখিত অভিযোগ পাইনি।'

বুধবারের ঘটনায় পুলিশকে চোরের খোঁজে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে। গত ২২ জুন শিলিগুড়ির গয়নার দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনার দিন দশেকের মাথায় মূল অভিযুক্ত সহ বেশ কয়েকজনকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে শিলিগুড়ি পুলিশ। সেখানেও দোকানের বেশ কিছু সিসিটিভি ফুটেজ প্রমাণ হিসাবে পুলিশকে সাহায্য করেছে। যে কারণেই তারা বড় সাফল্য পেয়েছিল। কিন্তু জটেশ্বরের ক্ষেত্রে তা হয়নি। জটেশ্বর স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির আওতায় কাজলি হল্ট ও জটেশ্বর বাজার মিলিয়ে মোট ১৮ জন ব্যবসায়ী রয়েছেন। সেই দোকানগুলির বেশিরভাগ জায়গাতেই সিসিটিভি নেই। নামমাত্র কয়েকটি দোকানে রয়েছে। পুলিশের তরফে এর আগেও প্রায় সমস্ত দোকানদারকে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে কেউই তাতে কর্ণপাত করেননি।

এনিয়ে জটেশ্বর স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রসেনজিৎ সরকার বলেন, 'বুধবারের ঘটনায় আমরা প্রত্যেক স্বর্ণ ব্যবসায়ী আতঙ্কিত। তাই এই ঘটনার পর আমরা পুলিশি নিরাপত্তা আরও বাড়ানোর দাবি জানাই। এছাড়া আমাদের দাবি, পুলিশ যাতে শুধুমাত্র সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া গেল না, এই বলে বসে না থাকে। কারণ এর আগে চুরির ঘটনায় দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ দিয়েও কোনও কাজ হয়নি, এমন উদাহরণও আছে।'

নাটক, র‍্যালিতে প্লাস্টিক বিরোধিতা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন ও সমীর দাস

রাঙ্গালিবাজনা ও কালচিনি, ৩ জুলাই : সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকলেও হাটে-বাজারে রমরমিয়ে চলছে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ। পাশাপাশি প্লাস্টিকজাত পণ্যের ব্যবহারও বেড়ে চলেছে। প্লাস্টিকজাত সামগ্রী, বিশেষ করে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ বর্জনের আহ্বান জানিয়ে বৃহস্পতিবার পথনাটক এবং র‍্যালি করে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের শিশুবাড়ি হাইস্কুলের পড়ুয়ারা। অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের তরফে প্লাস্টিক পণ্য বর্জনকে গুরুত্ব দিয়ে মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছিল তিনদিনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি। আলিপুরদুয়ার জেলা এবং কালচিনি ব্লক প্রশাসনের তরফে ওই কর্মসূচি চলছে। পাশাপাশি, আলিপুরদুয়ার জেলা ও কালচিনি ব্লক কৃষি দপ্তরের তরফেও কৃষকদের প্লাস্টিকমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য সচেতন করা হয়।

প্ল্যাকার্ড হাতে র‍্যালিতে পা মেলায় শিশুবাড়ি হাইস্কুলের কন্যাশ্রী ক্লাব, সবুজসাথী ক্লাব, ইকো ক্লাব এবং এনসিসি সদস্যরা। আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক মুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে এদিনের কর্মসূচি বলে জানালেন প্রধান শিক্ষক মানস ভট্টাচার্য। এই উদ্যোগে তাদের

বীরপাড়ায় প্লাস্টিক নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে পড়ুয়াদের পদযাত্রা। বৃহস্পতিবার

সঙ্গে ছিল রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। ছিলেন রাঙ্গালিবাজনার পঞ্চায়েত প্রধান বাবলি রুসদা।

প্রধান শিক্ষক রচিত এবং নির্দেশিত 'প্লাস্টিক দানব- এ সাইলেন্ট কিলার' নাটকটি বিদ্যালয়ের মাঠে এদিন পরিবেশন করে পড়ুয়ারা। সেখানে পড়ুয়া মেঘাদ্রী ভোজের অভিনয় সবার নজর কাড়ে। জনগণকে প্লাস্টিকজাত সামগ্রী বিশেষ করে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগের পরিবর্তে পচনশীল কাপড়, চটের ব্যাগ, কাগজের ঠোঙা ব্যবহারের আহ্বান জানায় পড়ুয়ারা।

অন্যদিকে, বীরপাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় এদিন বীরপাড়া শ্রীমহাবীর হিন্দি হাইস্কুলের পড়ুয়ারাও র‍্যালি এবং সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চালায়।

এদিন রাজাভাতখাওয়া, চুয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কালচিনির বিডিও মিঠুন মজুমদার। এছাড়াও মেন্দাবাড়ি, সাতালি সহ ব্লকের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সাধারণ মানুষ এবং স্কুল পড়ুয়াদের প্লাস্টিক পণ্যের বর্জন নিয়ে সচেতন করা হয়। মেন্দাবাড়ির পঞ্চায়েত প্রধান চন্দ্রা নার্জিনারি

> পাট চাষ বৃদ্ধি করতে কৃষি দপ্তরের তরফে কৃষকদের পাট চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে।
>
> **প্রবোধকুমার মণ্ডল**
> *কালচিনি ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা*

জানিয়েছেন, ওই এলাকায় দ্রুত সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট তৈরির কাজ দ্রুত শেষ হবে। বাড়িতে বাড়িতে আবর্জনা ফেলার জন্য ডাস্টবিন দেওয়া হবে। পরে সেই বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য নির্ধারিত জায়গায় ফেলা হবে। একসময় মেন্দাবাড়িতে পাট চাষ করতেন। খাল, বিলের অভাব এবং প্লাস্টিকের ব্যবহার অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় পাটের চাহিদা কমেছে। পাশাপাশি হাতির হানাও কৃষকদের পাট চাষে অনীহার বড় কারণ, জানালেন ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের বিনয় নার্জিনারি। কালচিনি ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা প্রবোধকুমার মণ্ডল বলেন, 'পাট চাষ বৃদ্ধি পেলে মানুষ ব্যাগ সহ অন্য পাটজাত দ্রব্য পাবেন। সেজন্য কৃষি দপ্তরের তরফে কৃষকদের পাট চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে।'

জয়েন্ট সেতুর দাবি শামুকতলার

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৩ জুলাই : শামুকতলা বাজারের মাছহাটি সংলগ্ন ধারসি নদীর ছটপুজো ঘাটে জয়েন্ট সেতুর দাবি পূরণ হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে সেতু নির্মাণ না হওয়ায় গ্রামবাসীরা উদ্যোগী হয়ে কাঠ এবং বাঁশ দিয়ে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা খরচ করে সেতু নির্মাণ করেছেন। কিন্তু সেই সেতু এই বর্ষায় টিকবে কি না, সেই চিন্তায় রয়েছেন বাসিন্দারা। অবিলম্বে পাকা সেতু নির্মাণের দাবি তুলেছেন তাঁরা। সম্প্রতি সেই দাবিতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহকে স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

কোহিনুর চা বাগানের শ্রমিক বিশু মিঞ্জ বলেন, 'ওই নদীর ওপর পাকা সেতুর দাবি আমরা দীর্ঘদিন ধরে করে এসেছি। বাসিন্দারা নিজেরা টাকা দিয়ে এবং শ্রম দিয়ে ধারসি নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণ করেছেন। সেটার ওপর দিয়ে শামুকতলা হাটে যাতায়াত করতে হচ্ছে।' তাঁর আশঙ্কা, 'সামনেই বর্ষা। সেই সেতু যে কোনও সময় ভেসে যেতে পারে।'

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর বক্তব্য, 'কুমারগ্রাম বিধানসভা এলাকায় গত তিন বছরে ৫০ কোটি টাকার উপরে উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে। যে সমস্ত কাজ বিশেষ প্রয়োজন, সেই কাজগুলি আমরা পরবর্তী সময়ে করব। শামুকতলা মাছহাটি সংলগ্ন ঘাটে জয়েন্ট সেতু নির্মাণ করার ব্যাপারে এলাকার বাসিন্দারা দাবি জানিয়েছেন। ওই জয়েন্ট সেতুটি নির্মাণ করার বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, শামুকতলা মাছহাটি সংলগ্ন ঘাট দিয়ে উত্তর মহাকালগুড়ি, কোহিনুর ও ধওলাঝোরা চা বাগান, ডাঙ্গি এলাকার বাসিন্দারা যাতায়াত করেন। স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং কৃষিপণ্য আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রেও এই নদী পেরিয়ে আসতে হয় তাঁদের। প্রতি শুক্রবার শামুকতলায় সাপ্তাহিক হাট বসে। সেতু না থাকায় প্রচণ্ড সমস্যায় পড়তে হয় গোটা এলাকার বাসিন্দাদের।

উত্তর মহাকালগুড়ি এলাকার বাসিন্দা গোপাল বিশ্বাসের কথায়, 'পাকা সেতু না থাকায় প্রচণ্ড সমস্যার মধ্যেই যাতায়াত করতে হচ্ছে। বিপদ হাতে নিয়ে বাঁশের নড়বড়ে সাঁকো অথবা নৌকোতে নদী পারাপার করতে হয়।'

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়ন রুম তালাবন্ধ। বৃহস্পতিবার।

যত কাণ্ড ইউনিয়ন রুমে

বলছে বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলি

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৩ জুলাই : কলেজের ইউনিয়ন রুম নিয়ে কড়া নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। তারপর আলিপুরদুয়ারের ছাত্র মহল থেকে নানা প্রতিক্রিয়া ভেসে এসেছে। তবে এদিন দুপুরে আদালতের নির্দেশ জানাজানির পর শহরের বিভিন্ন কলেজের ইউনিয়নগুলিতে গিয়ে দেখা গেল, বেশিরভাগেরই দরজা বন্ধ। অথবা লোকজন বিশেষ নেই।

কলেজগুলির ইউনিয়ন নিয়ে তো বিভিন্ন সময় নানা অভিযোগ উঠেছে। ইউনিয়নে বহিরাগতদের আনাগোনা নিয়ে সরব হয়েছে বিভিন্ন বিরোধী ছাত্র সংগঠন। বিরোধী ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের হুমকি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে নিজেদের দলে টানার অভিযোগও উঠেছে শাসকদলের ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। কলেজের সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর রাতে ইউনিয়ন রুমে পিকনিক করার অভিযোগও উঠেছে। এবিভিপি'র রাজ্য সহ সম্পাদক শুভদীপ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আলিপুরদুয়ার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে তো বহিরাগতদের নিয়ন্ত্রণ চলে। দুই বছর আগে সংগঠনের এক সদস্যকে মারধর করে ও ভয় দেখিয়ে দলে টেনে নেওয়া হয়েছিল। বহিরাগতদের জন্য যে কোনও সময় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে।'

এদিন দুপুরে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেল, ইউনিয়ন রুম তালা মারা। আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজের ইউনিয়ন রুমও তালাবন্ধ ছিল। তবে বিবেকানন্দ কলেজের ইউনিয়ন রুমে অবশ্য দুজন ছাত্রীকে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। বেশি লোক ছিল না। সব কলেজে ইউনিয়ন রুম সিসিটিভির আওতায় নেই বলে অভিযোগ। বিশেষ করে ইউনিয়ন রুমের ভিতরে তো কার্যত কোনও কলেজেই সিসিটিভি নেই।

সাধারণত ইউনিয়ন রুমগুলি বিকাল পর্যন্ত খোলা থাকার কথা। কিন্তু কলেজ বন্ধ হওয়ার পরেও কলেজ ক্যাম্পাসে ইউনিয়নের সদস্যদের দেখা যায় বলে অভিযোগ। এদিন অধিকাংশ ইউনিয়ন রুম বন্ধ ছিল কেন? খোঁজ নিয়ে জানা গেল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলিতে বর্তমানে দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ সিমেস্টারের পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষা চলাকালীন ইউনিয়ন রুম বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। তাই কলেজে কলেজে ঘুরেও এদিন ইউনিয়ন রুমের চেনা দৃশ্য, লোকজনের ভিড় চোখে পড়েনি।

এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষের কথায়, 'কলেজ ইউনিয়নগুলি তো তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। সাংস্কৃতিক ও নবীনবরণের মতো অনুষ্ঠানের নামে ভুয়ো বিল দেখিয়ে টাকা হাতানো হয়। এছাড়াও ফাঁকা আসন বিপুল টাকায় বিক্রি করা হয়।'

এদিকে, হাইকোর্টের রায়ের কপি হাতে না পাওয়ায় এবং এব্যাপারে দলের কোনও নির্দেশিকা না আসায় কোনও মন্তব্য করতে চাননি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি সমীর ঘোষ। তবে বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলির সব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

অধিসূচনা

অধিসূচনা সংখ্যা. এএস/ওয়াকিং ইন্টারভিউ/২০১৫/পিটি-II তারিখঃ ৩০-০৬-২০২৫

শিক্ষা বর্ষ ২০২৫-২৬ এর জন্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ার জংশনে ঠিকাভিত্তিক অংশকালীন স্কুল শিক্ষকের নিযুক্তির জন্যে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার

(১) **শিক্ষাবর্ষ ২০২৫-২০২৬** এর জন্যে **সম্পূর্ণ ঠিকাভিত্তিক** উপযুক্ত প্রার্থীর নিযুক্তির দ্বারা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের **রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ার জংশন** নিম্নলিখিত শিক্ষকের খালি পদসমূহ পূরণ করার জন্যে **"প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার"** এর আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই নিযুক্তি অংশকালীন ভিত্তিতে ২০০ কর্মদিনের (দুইশো) অধিক না হওয়া এক সময়সীমার আধারে অথবা রেলওয়ে নিযুক্তি বোর্ড থেকে নিয়মিত চয়নিত প্রার্থীর নিযুক্তিরে অথবা নিয়মিত রেলওয়ে কর্মচারীর উপলব্ধতা যেটাই প্রথমে হবে, অথবা রেলওয়ে বোর্ড থেকে সময় সময় জারি করা পরবর্তী নির্দেশ অনুসারে নির্ধারিত একত্রিত মাসিক পারিশ্রমিকের আধারে হবে।
(২) **উপস্থিত হওয়ার সময়ঃ** সকাল ০৮.৩০ টায় এবং **সাক্ষাৎকারের সময়ঃ** সকাল ১০.৩০ ঘন্টা থেকে।
অধিক তথ্যের জন্যে **railwayhsschoolapdj.com** ওয়েবসাইটে অনুসরণ করুন।
(৩) ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকের অংশকালীন নিযুক্তির জন্যে খালি পদসমূহের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নঅনুসারে প্রদান করা হলঃ

ক্রম সং.	শিক্ষক এবং বিষয় শ্রেণী	সম্প্রদায় আধারিত বিভাজন: এসসি	এসটি	ওবিসি	ইউআর	ইডব্লিউএস	মোট খালি পদ	সাক্ষাৎকারের তারিখ, সময় এবং স্থান
	স্নাতকোত্তর শিক্ষক (পিজিটি)							
১	পিজিটি (জীব বিজ্ঞান)				১		৮	পিজিটি তারিখ: ১৫-০৭-২০২৫ উপস্থিত হওয়ার সময় সকাল ০৮:৩০ টায় সাক্ষাৎকারের স্থান রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জং. সাক্ষাৎকারের সময় সকাল ১০:৩০ ঘন্টা থেকে
২	পিজিটি (কম্পিউটার বিজ্ঞান)			১				
৩	পিজিটি (ইংরেজি)				১			
৪	পিজিটি (ভূগোল)		১					
৫	পিজিটি (হিন্দি)	১						
৬	পিজিটি (ইতিহাস)			১				
৭	পিজিটি (রাজনীতি বিজ্ঞান)					১		
৮	পিজিটি (সমাজ বিজ্ঞান)				১			
	প্রশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষক (টিজিটি)							
৯	টিজিটি (কম্পিউটার বিজ্ঞান)				১		১১	টিজিটি তারিখ: ১৬-০৭-২০২৫ উপস্থিত হওয়ার সময় সকাল ০৮:৩০ টায় সাক্ষাৎকারের স্থান রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জং. সাক্ষাৎকারের সময় সকাল ১০:৩০ ঘন্টা থেকে
১০	টিজিটি (ইংরেজি)				১			
১১	টিজিটি (ইংরেজি)			১				
১২	টিজিটি (হিন্দি)				১			
১৩	টিজিটি (হিন্দি)		১					
১৪	টিজিটি (প্যুর সাইন্স)			১				
১৫	টিজিটি (প্যুর সাইন্স)					১		
১৬	টিজিটি (সংস্কৃত)				১			
১৭	টিজিটি (সমাজ বিজ্ঞান)			১				
১৮	টিজিটি (সমাজ বিজ্ঞান)				১			
১৯	পিটিআই (মেল)	১						
	প্রাথমিক শিক্ষক (পিআরটি)							
২০	পিআরটি (ইংরেজি মাধ্যম)				১		৫	পিআরটি তারিখ: ১৭-০৭-২০২৫ উপস্থিত হওয়ার সময় সকাল ০৮:৩০ টায় সাক্ষাৎকারের স্থান রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জং. সাক্ষাৎকারের সময় সকাল ১০:৩০ ঘন্টা থেকে
২১	পিআরটি (ইংরেজি মাধ্যম)				১			
২২	পিআরটি (ইংরেজি মাধ্যম)			১				
২৩	পিআরটি (ইংরেজি মাধ্যম)				১			
২৪	পিআরটি (ইংরেজি মাধ্যম)		১					

টোকা: যদি প্রার্থীর সংখ্যা অধিক হয়, তা হলে প্রয়োজন অনুসারে সাক্ষাৎকারটি পরবর্তী দিন পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হইতে পারে।
নির্ধারিত অর্হতা পূরণ করা ইচ্ছুক প্রার্থীগণ ইহার সঙ্গে সংযোজিত আবেদন পত্রটিতে প্রার্থীর দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষর করার সঙ্গে পাসপোর্ট আকারের অনতিম রঙীন **ফটোগ্রাফ** এখানে পেষ্ট করে পূরণ করতে হবে। এই অধিসূচনাটির বিস্তৃত বিবরণ এবং আবেদন প্রপত্র নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট ঠিকানা থেকে ডাউনলোড করতে পারেন- **www.nfr.indianrailways.gov.in, https://railwayschools.nfreis.org/ and railwayhsschoolapdj.com**

জ্যেষ্ঠ মণ্ডল পার্সনেল আধিকারিক, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

গ্রাহকদের সেবায় হাসিমুখে

NOTICE

e-Tender are being invited from eligible and resourceful contractors/bidders for NIeT No. 1923/2025-26 dated 03-07-2025, for Repairing and Renovation of 10 nos. of Primary Schools under Mal Block, Jalpaiguri District.
For details, information will be available in https://wbtenders.gov.in. Date for submission of bids starts from 05-07-2025 at 12:00 P.M. Last date for submission of tender is 19-07-2025 upto 18:00 Hrs. Other relevant information will be available in the office of the undersigned during working hours.

Sd/-
Secretary
District Primary School Council
Jalpaiguri

হন্ডার উদ্যোগ

মেদিনীপুর, ৩ জুলাই : পথ নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে হন্ডা মোটর সাইকেল অ্যান্ড স্কুটার ইন্ডিয়া মেদিনীপুরে একটি রোড সেফটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের আয়োজন করল। সম্প্রতি এই উদ্যোগে আরএনএলকে উইমেন্স কলেজ এবং সরকারি শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০০০-এরও বেশি ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা অংশগ্রহণ করেন। এই আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল পড়ুয়াদের পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করা। এবিষয়ে সচেতনতার জন্য ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশন ও প্র্যাকটিক্যাল লার্নিংয়ের ব্যবস্থা ছিল। হেলমেট পরে বাইক বা স্কুটার চালানো, রাস্তার নিয়ম মানার বিষয়ে পড়ুয়াদের জানানো হয়।

বিক্রির রেকর্ড স্কোডার

নিউজ ব্যুরো

৩ জুলাই : ক্রেতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে স্কোডা অটো ইন্ডিয়া। ভারতে ২৫তম বর্ষপূর্তি করল সংস্থাটি। ২০২৫ সালের প্রথমার্ধেই ৩৬ হাজার ১৯৪টি ইউনিট বিক্রি করেছে স্কোডা অটো, যা দেশে গত ২৫ বছরের ইতিহাসে ষাণ্মাসিক বিক্রির রেকর্ড। এই সাফল্যে স্কোডা অটোর ইন্ডিয়া ব্র্যান্ড ডিরেক্টর আশিস গুপ্ত বলেন, 'আমাদের ষাণ্মাসিক বিক্রির সংখ্যা স্পষ্ট করছে, স্কোডার ওপর ক্রেতারা ভরসা রাখছেন। আমাদের লক্ষ্য, ক্রেতাদের আরও কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া। সামগ্রী, পরিষেবা এবং টাচপয়েন্টের মাধ্যমে।' ৩৬,১৯৪টি ইউনিট বিক্রির পর স্কোডা অটো ইন্ডিয়া ভারতের শীর্ষ সাত অটোমোটিভ ব্র্যান্ডের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। ২০২৪ সালের পর তিনটে ধাপ ওপরে উঠে রেকর্ড তৈরি করল সংস্থাটি। এর আগে স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার সেরা ষাণ্মাসিক বিক্রির রেকর্ড ছিল ২৮,৮৯৯টি (২০২২ সাল)।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

টেন্ডার নোটিশ

৩০শে জুন ২০২৫ তারিখে সংস্কৃতি মন্ত্রক কর্তৃক জ্ঞান ভারতম মিশনের জন্য পাণ্ডুলিপিগুলির ডিজিটাইজেশনের প্রস্তাবের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
আগ্রহী দরদাতারা eprocure.gov.in-এ বিস্তারিত দেখতে পারেন।
দর জমা দেওয়ার শেষ তারিখ :- ২১ শে জুলাই ২০২৫
CBC 09101/11/0008/2526

Tender Notice

Block Development Officer Sitalkuchi has invited online e-Tender NIQ No-02/BDO/SLK/2025-26 Dated 30.06.2025. Details are available at office Notice Board.

Sd/-
Block Development Officer
Sitalkuchi Dev. Block

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
OFFICE OF THE REGISTRAR
(Accredited by NAAC with Grade B++)

Applications are invited for the requirement of Technical Assistance (TA) in DAE-BRNS funded project (58/14/10/2025/BRNS/366). For details please visit at www.nbu.ac.in

Advt. No. 15-R-2025 Dated : 04.07.2025 Registrar (Acting)

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T. No. KMG/EO-ET/06/2025-26, DATED: 02/07/2025

Last date and time for bid submission- 11/07/2025 at 18.00 hours. For more information please visit: www.wbetenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Kumargram Panchayat Samity, Kumargram :: Alipurduar

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পার্কিং/মালদা/২০২৪ তারিখ ০২.০৭.২০২৫
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর- ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) কর্তৃক মালদা ডিভিশনের রামপুরহাট স্টেশনের পার্কিং লট পরিচালনার জন্য চুক্তির বণ্টনের উদ্দেশ্যে www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নং : পার্কিং-২৫-০৪; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় : ১৭.০৭.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। লট নং : পার্কিং-এমএলডিটি-আরপিএইচ-এমএল-৭০-২৫-৪; স্টেশন : রামপুরহাট (আরপিএইচ); সম্ভাব্য দরদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস-এ ই-অকশন মডিউল দেখতে বলা হচ্ছে। (MLD-105/2025-26)
ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

সামগ্রী যোগানের জন্যে ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এন/৬৬/০০২/২৫-২৬ তারিখঃ ০১-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।
টেন্ডার সংখ্যা. এনজেপি২৫৪১৫৮
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২১-০৭-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এইচএইচপি ডিজেল লোকোমোটিভের জন্যে এয়ার কম্প্রেসর (ওয়াটার কুলড)। কনসাইনি: এসএসই/আইসি/লোকো/শিলিগুড়ি জংশন, এনএফআর। পরিমাণ: ০৫ টি।
নোট: টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার ফ-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেন্ডারদাতাগণ (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারেন। প্রত্যাশিত ডাকদাতাগণ যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চান, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিকালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএস-এ পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি অ্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ায় ও সেবক রোডে অ্যাপার্টমেন্টের জন্য লোকাল গার্ড চাই। বেতন ১০,০০০/- M : 9679071524. (C/117281)
●
জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে স্কুল ও অ্যাপার্টমেন্টের জন্য সিকিউরিটি গার্ড লাগবে। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, বেতন -11,000/-(PF, ESI)। M : 9933119446. (C/117281)
●
শিলিগুড়ি/কুচবিহার/জলপাইগুড়িবাসীদের নিজের এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজে দারুণ আয়। 9474875922. (K)
●
Wanted maths, physical science and life science teacher for an English medium school, Siliguri. Call - 7908490493, 9434812168. (C/116873)

বিক্রয়

বিবেকানন্দপল্লিতে চার কাঠা জায়গার উপর দোতলা বাড়ি (আম গাছ ও বাগানসহ) সত্বর বিক্রয়। মিউটেশন এবং হোল্ডিং ট্যাক্স আপডেট রয়েছে। প্রকৃত ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। দালাল নহে। WApp/ফোন-8017728901. (C/116874)

অ্যাফিডেভিট

নিজ মেয়ের শিক্ষাগত ডকুমেন্টে ওর বাবার নাম Pritam Singh থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে 10.6.2025 তারিখে অ্যাফিডেভিট করে Peeetam Singh Tekam হইল। Kabita Singh Tekam, সাং-নগর সিতাই। (S/M)
●
ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 2005 0931575 বাবার নাম ভুল থাকায় গত 02.07.25, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে বাবা Kulin Barman এবং Kulin Ch. Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। - Uttam Barman, পশ্চিম ঘুঘুমারী, ঘুঘুমারী, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/115992)

Affidavit

I, Mahima Roy, spouse of GS No-182906K, Rank-DVRMT-2, Name-Lokesh Ch Roy resident of vill & P.O.- Pradhan Para, Dist. - Jalpaiguri, Pin-735212 (WB) have changed my name from Mahima Roy to Mahima Barman Roy vide affidavit dated 19.06.2025 before J.M. 1st class 3rd court Siliguri. (C/117273)

D.El.Ed ভর্তি

জলপাইগুড়ি জেলার স্বনামধন্য কলেজ ' Rabindranath Thakur Teachers Training Institute'-এ 2025-2027 শিক্ষাবর্ষে D.El. Ed কোর্সে স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। যোগাযোগ- 9832632235. (C/116651)

চিকিৎসা

চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ 'Dr. Saumya Sanyal'- MBBS (Cal), MS. (Cal) Gold Medalist Eye Surgeon, (Retina Specialist) প্রতি রবিবার সকাল ১০টা থেকে ১২.৩০টা পর্যন্ত রোগী দেখছেন। Mixture Eye Care, নৌকাঘাট, শিলিগুড়ি। ফোন : 9474873291 /9239222103. (C/116871)

মালদা প্রধান শাখা
জেলা : মালদা
পশ্চিমবঙ্গ

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
(Erstwhile Allahabad Bank)

আইএফএসসি কোড : আইডিআইবি ০০০ এম ৫৭৯
ই-মেল :- M579@indianbank.co.in

তথ্য সূত্র :- আইবি- মালদা/২০২৪-২৫/ বিক্রয় পুনরুদ্ধার নোটিশ/ গোপাল তারিখ :- ১৯.০৬.২০২৫

১) মেসার্স গোপাল কৃষ্ণ ইন্ডাস্ট্রি - (ঋণগ্রহীতা) ধুমডিঘি নারায়ণপুর, পোস্ট - মঙ্গলবাড়ি, থানা: মালদা ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, এয়ারসেল টাওয়ারের নিকট। পুরাতন মালদা ব্লক, মালদা- ৭৩২১২৮	২) রাজেশ চৌধুরী (মালিক/জামিনদাতা) টিকাইতুলি বাঙ্গাতুলি লেনের বসবাসরত এনএস রোড, থানা- ইংরেজবাজার। মালদা- ৭৩২১০১
৩) চন্দ্রিমা চৌধুরী (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা) টিকাইতুলি বাঙ্গাতুলি লেনের বসবাসরত এনএস রোড, থানা- ইংরেজবাজার, মালদা- ৭৩২১০১	

প্রিয়
মহাশয়/মহাশয়া
রেজিঃ- পূর্ব নিলাম বিক্রয় নোটিশ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) ২০০২ এর রুল ৮(৬)-এর অধীনে জারি করা হয়েছে।
মেসার্স গোপাল কৃষ্ণ ইন্ডাস্ট্রি (সিসি- ৫০০৩১৯১৫৫৫৪)-এর আমাদের ইন্ডিয়ান ব্যাংকের মালদা প্রধান শাখার কাছে এনপিএ অ্যাকাউন্ট।
এটি ব্যাংক কর্তৃক জারি করা হচ্ছে যে ২৩.০৯.২০২৪ তারিখে সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে ঋণগ্রহীতা (গণ)/এবং জামিনদাতা (গণ)/ প্রতিশ্রুতি বন্ধককারীদের নিম্নে উল্লেখিত স্থাবর সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলি যেগুলি বন্ধকরত/চার্জড অনুমোদিত আধিকারিকের অধীনে সেগুলির উপর ৬০ দিনের চাহিদা নোটিশ জারি করা হয়েছে। সুরক্ষিত ঋণগ্রহীতার অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর অন্তর্ভুক্ত সেকশন ১৩(৪) অধীনে ০৪.১২.২০২৪ তারিখে সম্পত্তিগুলির (প্রতীকী) দখল করা হয়েছে।
আপনি, উপরে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/ জামিনদাতা ২৩.০৯.২০২৪ তারিখে জারি হওয়া চাহিদা নোটিশ এবং ০৪.১২.২০২৪ তারিখে জারি হওয়া দখল নোটিশের পরও বকেয়া সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮ এবং ৯-এর সঙ্গে পঠিত অ্যাক্ট-এর হিসাবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে নিম্নের অনুসূচি অনুসারে সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি বিক্রয়ের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে।
উপরে উল্লেখিত অ্যাক্টের অধীনস্থ অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর ১৩(৮)-এর বিধান অনুসারে নিম্নের অনুসূচিতে বিবৃত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির আপনার পুনরুদ্ধারের অধিকার ব্যাংকের দ্বারা আর্থিক সুবিধার হিসেবে নোটিশের রিসিপ্ট প্রকাশিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে রয়েছে। অনুগ্রহ করে লক্ষ করবেন, নোটিশ জারির ৩০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২ এবং রুলস-এর সম্মতি অনুসারে নিম্নে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পত্তির উপর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর অধীনে সর্বসাধারণের উদ্দেশে একটি সর্বজনীন নোটিশ জারি করা হবে।
১৯.০৬.২০২৫-এর হিসেবে লোন অ্যাকাউন্টে বকেয়া অর্থমূল্য টাঃ- ৭১,১৫,০৪০/- (টাকা একাত্তর লক্ষ পনেরো হাজার চল্লিশ মাত্র) (টাঃ- ৫৯,৯৯,৮২৮.০০ প্রিন্সিপাল + টাঃ ১১,১৫,২১২.০০ সুদ এবং অন্যান্য চার্জ) এবং চুক্তিভিত্তিক দরের হিসাবে আরও সুদ, সাথে মূল্য/চার্জ যথাযোগ্য তারিখের হিসেবে পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক।
যদি আপনি উল্লেখিত ব্যাংকে বকেয়া প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় সম্পত্তিটি পুনরুদ্ধার না করতে পারেন তবে, সারফাইসি অ্যাক্টের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর হিসেবে বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য সম্পত্তিটি বিক্রয় করা হবে।

স্থাবর সম্পত্তির অনুসূচি

বন্ধকরত ২২৩৩ স্কোয়ারফিটের (৭২ কাঠা ৯ ছটাক ৩১ স্কোয়ারফিটের) জমির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ সঙ্গে ভবনটি দ্রষ্টব্য দলিল নং - I-৬১৭৩.০১/০৭/২০০৯ তারিখে এবং চুক্তিভিত্তিক বিক্রিত দলিল - I-৫০০৫ ২৯/০৫/২০০৯ তারিখে মৌজা- যদুপুর, জেএল নং- ২৮, এলআর খতিয়ান নং- ৮০৩ (নতুন) এলআর খতিয়ান নং- ৫৮০ (পুরাতন), এলআর প্লট নং- ১১১২/১১৯৩, আর এস খতিয়ান নং-২২৯/১২৫/৪৫৩-এ ধুমডাঙ্গি, এয়ারসেল টাওয়ারের নিকট, নারায়ণপুর, থানা- পুরাতন মালদা- ৭৩২১২৮-এ শ্রীমতী চন্দ্রিমা চৌধুরীর স্বত্বাধিকরণে রয়েছে।
উল্লেখিত সম্পত্তির সীমানা (শিরোনাম/বিক্রিত দলিল অনুসারে)
উত্তর : শংকর কর্মকার এবং অন্যান্য, পূর্ব : নন্দন কুমার সাহা, দক্ষিণ : কামাল আগরওয়াল, পশ্চিম : দিলীপ আগরওয়াল।

তারিখ : ১৯.০৬.২০২৫
স্থান : মালদা
অনুমোদিত আধিকারিক

মালদা প্রধান শাখা
জেলা মালদা
পশ্চিমবঙ্গ

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
(Erstwhile Allahabad Bank)

আইএফএসসি কোড : আইডিআইবি০০০এম৫৭৯
ই-মেল : M579@indianbank.co.in

তথ্যসূত্র : আইবি-মালদা/২০২৪-২৫/বিক্রয় পুনরুদ্ধার নোটিশ/মহাকালী তারিখ : ২০.০৬.২০২৫

১। মহাকালী ইন্ডাস্ট্রি (ঋণগ্রহীতা) মালিক : চন্দ্রিমা চৌধুরী নারায়ণপুর, পোস্ট : মঙ্গলবাড়ি, থানা-মালদা, ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, পুরাতন মালদা ব্লক, মালদা-৭৩২১২৮	২। শ্রীমতী চন্দ্রিমা চৌধুরী (মালিক/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) রাজেশ চৌধুরীর স্ত্রী বাঙ্গাতুলি লেনে বসবাসরত, এন. এস. রোড, থানা-ইংরেজবাজার, মালদা-৭৩২১০১

প্রিয় মহাশয়/মহাশয়া,
রেজি:- পূর্ব নিলাম বিক্রয় নোটিশটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অধীনে জারি করা হয়েছে।
মেসার্স মহাকালী ইন্ডাস্ট্রিজ (সিসি- ৫০১৪৯৩৫৫৪০৮৪, টিএল- ৭০০৬৫৬৭৭১২, টিএল- ৭১৪০৭৫০৫৪৩) এর আমাদের ইন্ডিয়ান ব্যাংকের মালদা প্রধান শাখার কাছে এনপিএ অ্যাকাউন্ট।
এটি ব্যাংক কর্তৃক জারি করা হচ্ছে যে, ১৫.০৬.২০২৪ তারিখে সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে ঋণগ্রহীতা (গণ)/ জামিনদাতা (গণ)/ প্রতিশ্রুতি বন্ধককারীদের নিম্নে উল্লেখিত স্থাবর সম্পত্তি / সম্পত্তিগুলি যেগুলি বন্ধকরত / চার্জড অনুমোদিত অধীনে সেগুলির উপর ৬০ দিনের চাহিদা নোটিশ জারি করা হয়েছে। সুরক্ষিত ঋণগ্রহীতার অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর অন্তর্ভুক্ত ১৩(৪) এর অধীনে ০৪.১২.২০২৪ তারিখে সম্পত্তিগুলির দখল (প্রতীকী) করা হয়েছে।
আপনি উপরে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা / জামিনদাতা ১৫.০৬.২০২৪ তারিখে জারি হওয়া চাহিদা নোটিশ এবং ০৪.১২.২০২৪ তারিখে জারি হওয়া দখল নোটিশের পরও বকেয়া সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮ এবং ৯ এর সঙ্গে পঠিত অ্যাক্টের হিসেবে, 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে নিম্নের অনুসূচি অনুসারে সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি বিক্রয়ের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে।
উপরে উল্লেখিত অ্যাক্টের অধীনস্থ অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর সেকশন ১৩(৮) এর বিধান অনুসারে নিম্নের অনুসূচিতে বিবৃত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির আপনার পুনরুদ্ধারের অধিকার ব্যাংকের দ্বারা আর্থিক সুবিধার হিসেবে নোটিশের রিসিপ্ট প্রকাশিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে রয়েছে। অনুগ্রহ করে লক্ষ করবেন, নোটিশ জারির ৩০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২ এবং রুলসের সম্মতি অনুসারে নিম্নে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পত্তির উপর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৯(১) এর অধীনে সর্বসাধারণের উদ্দেশে একটি সর্বজনীন নোটিশ জারি করা হবে।
২০.০৬.২০২৫ তারিখের হিসেবে লোন অ্যাকাউন্টে বকেয়ার পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হল :-

অ্যাকাউন্ট নং	প্রিন্সিপাল	সুদ এবং অন্যান্য চার্জ	২০.০৬.২০২৫ তারিখের হিসেবে মোট বকেয়া
৭০০৬৫৬৭৭১২	১৫,৩৯৮.০০	২,৬৫৯.০০	১৮,০৫৭.০০
৭১৪০৭৫০৫৪৩	৮৮,৯৫২.০০	৯,৭৮০.০০	৯৮,৭৩২.০০
৫০১৪৯৩৫৫৪০৮৪	৩৩,৬৬,৩৮৬.০০	৮,৭৫,৯৮৮.০০	৪২,৪২,৩৭৪.০০
মোট	৩৪,৭০,৭৩৬.০০	৮,৮৮,৪২৭.০০	৪৩,৫৯,১৬৩.০০

যদিও বা চুক্তিভিত্তিক দর সহিত আরও সুদ, সাথে মূল্য / চার্জ যথাযোগ্য তারিখের হিসেবে পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক।
যদি, আপনি উল্লেখিত ব্যাংকে বকেয়া প্রদানে ব্যর্থ হওয়ার কারণে সম্পত্তিটি পুনরুদ্ধার করতে না পারেন তবে, সাইফাইসি অ্যাক্টের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর হিসেবে বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য সম্পত্তিটি বিক্রয় করা হবে।

স্থাবর সম্পত্তির অনুসূচি

ন্যায়সঙ্গতভাবে বন্ধকরত ৪.০০ ডেসিমেল এলাকার জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ সঙ্গে ভবন দ্রষ্টব্য বিক্রিত দলিল I-২৫৮৩ ২৩.০২.২০১২ তারিখের হিসেবে মৌজা : যাদুপুর, থানা এবং জেলা : মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, জেএল নং- ২৮, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৮০ (সাবেক) ৭০২ (হাল) দলিল অনুসারে এল.আর. খতিয়ান নং ৮০৩ (পরচা অনুসারে), এল.আর. প্লট নং ১১১২/১১৯৩ শ্রেণি : কারখানা, শ্রীমতী চন্দ্রিমা চৌধুরীর স্বত্বাধিকরণে রয়েছে।
উল্লেখিত সম্পত্তিটির সীমানা :
উত্তর : অজয় কুমার সাহা, দক্ষিণে : কমল আগরওয়ালের সম্পত্তি,
পূর্ব : অজয় কুমার সাহার সম্পত্তি, পশ্চিম : কমল আগরওয়াল

তারিখ : ২০.০৬.২০২৫
স্থান : মালদা
অনুমোদিত আধিকারিক

E-Tender Notice

NIT No.: PBSSM/CoB/01/25-26 for Construction Works for Elementary and High & Higher Secondary School, Cooch Behar

The District Education Officer, PBSSM, Cooch Behar invites E-Tender. The details can be obtained from http://wbtender.gov.in.

Sd/-
District Education Officer
PBSSM, Cooch Behar

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri-734001
NIeT No-11-DE/SMP/2025-26

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.

Date & time Schedule of Bids of work
Start date of submission of bid : 03.07.2025 (server clock). Last date of submission of bid : 16.07.2025 (server clock).
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely-**http://wbtenders.gov.in** for further details.

Sd/-
DE, SMP

রঙিয়া ডিভিশনে পণ্য সঞ্চালন এলাকার উন্নয়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ২৭-ইএনজি-জি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬, তারিখ: ০২-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; ক্রম নং. : ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : নিউ বঙ্গাইগাঁও-এ পণ্য সঞ্চালন এলাকা, পণ্য সংযোগ সড়ক -এর উন্নয়ন, মার্চেন্ট রুম, পণ্য অফিস, ব্যারিকেডিং এবং ক্রেন -এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৫,২২,৯২,৬৬১.৭৯/-টাকা; বায়না মূল্য: ৪,১১,৫০০/-টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার তারিখ ২৩-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে গ্রাহকের সেবায়

রঙিয়া ডিভিশনে পি-ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ২৯-ইএনজি-জি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬, তারিখ: ০২-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং. : ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : (i) এসএসই/পি-ওয়ে/মাজবাটের অধীনে রঙিয়া-টেকিয়াজুলি রোডের মধ্যে এক বছরের জন্য পি-ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ। (ii) এসএসই/পি-ওয়ে/রাঙাপাড়া নর্থের অধীনে এক বছরের জন্য টেকিয়াজুলি রোড-বালিপাড়া, বালিপাড়া-ভালুকপং এবং রাঙাপাড়া নর্থ -ঢেকারগাঁওয়ের মধ্যে পি-ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্য: ২,৫৯,৪৬,৯৯৫.৮৬/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,৭৯,৭০০/-টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার তারিখ ২৩-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে গ্রাহকের সেবায়

VACANCY FOR MEDICAL OFFICERS IN BRO
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE
BORDER ROADS WING
BORDER ROADS ORGANISATION
GENERAL RESERVE ENGINEER FORCE
HEADQUARTERS CHIEF ENGINEER PROJECT SWASTIK
ADVT No- 17002/GEN/MO/HIRING/E1MED/JUN 2025
ADVERTISEMENT FOR HIRING MEDICAL OFFICERS ON CONTRACTUAL BASIS FOR ONE YEAR AND EXTENDABLE UPTO FIVE YEARS IN BORDER ROADS ORGANISATION
(Please read the instruction carefully before filling up the application form)

1. Applications are invited for filling up the vacancies of Medical Officer in Project Swastik and at the various locationsas mentioned below in Border Roads Organisation (BRO) from Indian Nationals Only.

Appointment	Minimum Qualification	No of vac	Fixed Remuneration Per month
Medical Officer	MBBS	02 (01 Vac at Central MI Room,764 Border Road Task Force (BRTF),Kalimpong (W.B) & 01 Vac at 834 Additional MI Room, 87 Road Construction Company(RCC),Melli (W.B.)	Rs 75,000/- PM (As per GOI letter No2D(19)/2017/WE/D(res)dated 16 Aug 2017(subject to revision by GOI)

2. **For Terms & Conditions, Application Form & Remuneration.** Kindly see recruitment section of our websites www.bro.gov.in&www.marvels.bro.gov.in for additional details.
3. **Last date of receipt of application as per format given at our website.** Application as per requisite format along withself-attested photocopies of testimonials in support of educational Qualifications, Work Experiences,Medical Certificate duly signed by SEMO/CMO, Character Certificate/Police Verification, in a sealed envelope will be dropped in a sealed letter box placed at **Central Medical Inspection Room (CMIR),Headquarters Chief Engineer ProjectSwastik by19 July 2025 (1200 hrs)** in duplicate. Alternatively, application may be fwd by speed post at the following address & heading:-
ADVT: HIRING OF MEDICAL OFFICER
Headquarters Chief Engineer Project Swastik
Upper Burtuk, Gangtok (Sikkim) Pincode- 737101
Official E-mail ID:-bro-swtk@nic.in Contact No:-03592295765
4. Any application received after **19 July 2025(1200hrs)** will not be accepted.
5. **Interview Date, Timing & Venue.** The location and timing of the interview will be intimated to each candidate after scrutiny of the application. No extension will be entertained. Candidates must bring all the original certificate/marks sheet/degree of 10thmatric, 10+2 & Graduation /Post-Graduation /Diploma/Course, Work Experience and (discharge book, PPO, service records for ESMonly) and 04PassportSize Colour photographs at the time of the interview. No TA/DA is admissible.Only candidates meeting the Qualitative Requirements may apply. The Candidates will be intimated about the time and venue of interview through post and email ID

কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন
শ্রম এবং রোজগার মন্ত্রালয় : ভারত সরকার
ক্ষেত্রীয় কার্যালয়, ভবিষ্য নিধি ভবন
দিনবাজার, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১
ই-মেল : ro.jalpaiguri@epfindia.gov.in ফোন নম্বর : ০৩৫৬১-২৩০২৭১/২৩০৭৩১

আবেদন

কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংস্থা আঞ্চলিক কার্যালয় জলপাইগুড়ির অধীনে তিনটি জেলা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের সমস্ত আবেদনকারীদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, নিজেদের আধার লিংক মোবাইল নংটি ইউএএন (UAN)-এর সাথে লিংক করার মাধ্যমে সক্রিয় করুন এবং তার সাথে আপনার কেওয়াইসি (KYC) পূর্ণ করুন এবং ই-নামাঙ্করণ (e-nomination) দাখিল করুন।
সকল নিয়োগকর্তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনাদের ভবিষ্য নিধি সদস্যদের এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন করুন এবং উনাদের এই বিষয়টিতে সহযোগিতা করুন যাতে তারা কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন (E.P.F.O) -দ্বারা প্রদত্ত ডিজিটাল পরিষেবাগুলির আরও সুগম এবং সহজভাবে লাভ উপভোগ করতে পারেন। এই সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যগুলি আমাদের ওয়েবসাইট epfindia.gov.in এবং https://www.youtube.com/watch?v=yuKJLbziu14-এ ভিডিও রূপে উপলব্ধ। কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন, শ্রম এবং রোজগার মন্ত্রণালয় ডিজিটাল পরিষেবাগুলি প্রচারের দ্বারা নিজেদের সদস্যদের জন্য এক নূতন দিকের সূচনা করেছে। এখন ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নম্বর (UAN) তৈরি এবং সক্রিয় করার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে সরল এবং সহজতর করে তোলা হয়েছে। কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন UMANG অ্যাপের দ্বারা মুখ প্রমাণীকরণ প্রযুক্তি (FAT) সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে এক নূতন সুবিধার সূচনা করেছে। মুখ প্রমাণীকরণ প্রযুক্তিটি চিরাচরিত OTP এর দ্বারা যাচাইকরণ পদ্ধতির থেকে অনেক বেশি সুরক্ষিত এবং নির্ভুল পদ্ধতি। এর ফলস্বরূপ EPFO সিস্টেমে নির্ভুল অংশগ্রহণকারী সদস্যদের সম্পূর্ণরূপে যাচাইকরণ হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে নিয়োগকর্তা অথবা EPFO এর কার্যালয়ের সাহায্য ছাড়াই সদস্যরা বহু পরিষেবা নিজের মোবাইলের দ্বারা উপভোগ করতে পারবেন। এই নতুন পদ্ধতির দ্বারা সদস্যরা সরাসরি নিজেদের মোবাইলের দ্বারা UAN তৈরি এবং সক্রিয় করতে পারবে এবং যেই সদস্যদের কাছে প্রথম থেকেই UAN আছে কিন্তু তারা সেটিকে সক্রিয় করেননি, তারা এখন 'UMANG' অ্যাপ এবং মুখ প্রমাণীকরণ প্রযুক্তির সাহায্যে খুব সহজভাবেই এটি সক্রিয় করতে পারবেন যাতে কোনওপ্রকার অতিরিক্ত নথিপত্র অথবা পদ্ধতি অনুসরণ করার প্রয়োজন পরবে না। অন্যান্য পরিষেবাগুলি নিয়োগকর্তাদের সাহায্য ছাড়াই উপভোগ করতে পারবেন। এই পদ্ধতিটিতে ডাটাগুলি সরাসরি আধার ডাটাবেস থেকে নেওয়া হয় তাই এক্ষেত্রে কোনওপ্রকার ভুলভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।
নিয়োগকর্তা, কর্মচারী, পেনশনভোগী এবং তাদের সমিতিগুলিকে অনুরোধ হচ্ছে তাদের নিজ নিজ জেলায় প্রত্যেক মাসের ২৭ তারিখে (২৭ তারিখ ছুটির দিন হলে পরবর্তী কর্মদিবসে) আয়োজিত নিধি আপনার নিকট কার্যক্রমে যোগদান করার জন্য যাতে তারা ইপিএফও-এর দ্বারা পরিচালিত প্রকল্পগুলির ভূমিকা/দায়িত্বগুলি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন এবং ইপিএফও দ্বারা শুরু করা নতুন উদ্যোগ এবং ওই উদ্যোগ সম্পর্কিত অভিযোগগুলির সমাধানের দ্বারা খুব দ্রুতগতিতে সাহায্যলাভ করতে পারেন।
ইপিএফও-এর দ্বারা সাম্প্রতিক কালে অটো ক্লেম সেটেলমেন্ট সুবিধার সীমা এক লাখ থেকে বাড়িয়ে ৫ লাখ টাকা করা হয়েছে। সঙ্গে ইপিএফও নিজের সকল অংশীদারদের অনুরোধ করছে যে অননুমোদিত এজেন্টদের সাথে সম্পর্ক এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এবং নিঃশুল্ক তথা নিরাপদ অনলাইন সেবাগুলির জন্য আধিকারিক পোর্টাল ব্যবহার করুন। যার বিস্তারিত তথ্য-https://www.plb.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID= 2136622 লিংকে উপলব্ধ।
ভারত সরকার ০১.০৭.২০২৫ তারিখে রোজগারের সাথে সম্পর্কিত প্রণোদনা প্রকল্পটি (ইএলআই) ঘোষণা করেছে। যারা বিস্তারিত তথ্য https://www.plb.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID = 2055708 লিংকে উপলব্ধ।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
SITAI PANCHAYAT SAMITY

E-tender are invited for scheme in different places of Sitai Panchayat Samity (Fund-Others) against the Tender Number is 04/EO/SITAI PS/2025-26. For details please visit http://etender.wb.nic.in the last date for submission of tender is 12/07/2025 (upto 11:00 A.M.).

Sd/-
Executive Officer
Sitai Panchayat Samity

Recruitment Notice

Applications are invited for the post of one Temporary Muslim Marriage Registrar (MMR) in the Dalkhola P.S. area, Uttar Dinajpur district. Eligibility criteria include residency in Dalkhola P.S. area, sufficient office space, age between 25-40 years as on the date of submission of application, Indian citizenship, and possession of a moral character certificate. Additionally, candidates must have a certificate of acquaintance with Arabic and Muhammadan Law of Marriage and Divorce. Applications must be sent by registered post or by hand at the office of the undersigned by 08th August 2025, 2:00 PM, along with required documents. Details and application format is available at this office Notice Board or district website or A.D.S.R. office of Dalkhola and http://wbregistration.gov.in.

Sd/-
DISTRICT REGISTRAR
UTTAR DINAJPUR, RAIGANJ

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali : Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/03/EO/MATIALI/2025-26. Last date of online bid submission: 09-07-2025 upto 17:00 hours. For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in

Executive Officer
Matiali Panchayat Samiti

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৮২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৮৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

Now showing at
BISWADEEP
AMIR KHAN IN
SITAARE ZAMEEN PAR
Time : 1.15, 4.15, 7.15

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েতে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

ঝারসুগুদা গুডস্ ইয়ার্ডে ইয়ার্ড পুনর্গঠন সংক্রান্ত কাজের জন্য দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের চক্রধরপুর ডিভিসনে ২৪ দিন প্রি নন-ইন্টারলকিং কাজ (১৬.০৮.২০২৫ থেকে ০৮.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) এবং ২৫তম দিনে (০৯.০৯.২০২৫ তারিখ) ০৬ ঘন্টার (১১:০০ ঘ: থেকে ১৭:০০ ঘ: পর্যন্ত) সম্পূর্ণ ট্রাফিক ব্লক তৎসহ ১ দিন পোস্ট নন-ইন্টারলকিং কাজ (১০.০৯.২০২৫ তারিখ) সম্পাদিত হবে। এর ফলে, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে: ● **বাতিল:** **(১) ১৭০০৭ চারলাপল্লী-দ্বারভাঙ্গা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ০৯.০৯.২০২৫) এবং **১৭০০৮ দ্বারভাঙ্গা-চারলাপল্লী এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৮.২০২৫ ও ১২.০৯.২০২৫)। **(২) ১৭০০৫ হায়দ্রাবাদ-রক্সৌল সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৮.০৮.২০২৫) এবং **১৭০০৬ রক্সৌল-হায়দ্রাবাদ সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮.২০২৫)। **(৩) ০৭০৫১ চারলাপল্লী-রক্সৌল এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮.২০২৫) এবং **০৭০৫২ রক্সৌল-চারলাপল্লী এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫)। **(৪) ০৭০০৫ চারলাপল্লী-রক্সৌল এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫) এবং **০৭০০৬ রক্সৌল-চারলাপল্লী এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৯.২০২৫)। **(৫) ১৩৪২৫ মালদা টাউন-সুরাট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫) এবং **১৩৪২৬ সুরাট-মালদা টাউন এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৮.০৯.২০২৫)। **(৬) ১৫০২৮ গোরখপুর-সম্বলপুর মৌর্য এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৮.০৯.২০২৫) এবং **১৫০২৭ সম্বলপুর-গোরখপুর মৌর্য এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০৯.২০২৫) ● **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ এবং সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু:** **১৩২৮৮ আরা-দুর্গ সাউথ বিহার এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০৮.২০২৫, ২৫.০৮.২০২৫ থেকে ০১.০৯.২০২৫, ০৮.০৯.২০২৫ ও ০৯.০৯.২০২৫) রাউরকেলা-তে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে ও **১৩২৮৭ দুর্গ-আরা সাউথ বিহার এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ থেকে ০২.০৯.২০২৫, ০৯.০৯.২০২৫ ও ১০.০৯.২০২৫) রাউরকেলা থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে এবং রাউরকেলা ও দুর্গের মধ্যে উভয় ট্রেনের পরিষেবা বাতিল থাকবে। **১৫০২৮ গোরখপুর-সম্বলপুর মৌর্য এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০৮.২০২৫, ২৫.০৮.২০২৫, ২৭.০৮.২০২৫, ২৯.০৮.২০২৫ ও ৩১.০৮.২০২৫) হাতিয়াতে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে ও **১৫০২৭ সম্বলপুর-গোরখপুর মৌর্য এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫, ২৮.০৮.২০২৫, ৩০.০৮.২০২৫ ও ০১.০৯.২০২৫) হাতিয়া থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে এবং হাতিয়া ও সম্বলপুরের মধ্যে উভয় ট্রেনের পরিষেবা বাতিল থাকবে। ● **পুনর্নির্ধারণ: ২২৮৪৪ পাটনা-বিলাসপুর সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০৮.২০২৫) পাটনা থেকে ০৩ ঘন্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। **১২৩৭৫ তাম্বরম-জসিডি সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮.২০২৫) তাম্বরম থেকে ০৬ ঘন্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। **১৩৪২৬ সুরাট-মালদা টাউন এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫) সুরাট থেকে ০৬ ঘন্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার পরামর্শে ব্যবসার জটিলতা কেটে যাবে। প্রেমে দোলাচল থাকবে। বৃষ : স্বনিযুক্তি প্রকল্পে সাফল্য পাবেন। সাংসারিক কাজে দূরে যেতে হতে পারে। প্রেমে শুভ। মিথুন : আপনার সততার ফল পাবেন। অতিভোজনে শারীরিক সমস্যা। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা কাটবে। কর্কট : সারাদিন আনন্দেই কাটবে। ভাইয়ের দ্বারা উপকৃত হবেন। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অকারণ বিরোধ। প্রেমের সংকট কাটবে। কন্যা : হৃদরোগীরা সাবধানে থাকুন। ব্যবসায়ে সামান্য বাধা। অধ্যাপক, চিকিৎসকরা সম্মানিত হবেন। তুলা : সৎকাজে অর্থব্যয় করে মানসিক শান্তি মিলবে। কোনও অনুষ্ঠানে নতুন সম্পর্কে পড়তে পারেন। বৃশ্চিক : বিদ্যার্থীরা সাফল্য পাবেন। আয়বৃদ্ধি হবে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকবেন। ধনু : প্রেমের কারণে বিষণ্ণতা। ভ্রাতৃবিরোধের অবসান হবে। মকর : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পাবেন। নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলে লাভবান হবেন। কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী-বিরোধে অশান্তি। কাউকে অকারণেই মানসিক আঘাত দিয়ে ফেলবেন। মীন : অনাবশ্যক কথা বলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। মায়ের অসুস্থতা নিয়ে চিন্তা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৯ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১৩ আষাঢ়, ৪ জুলাই ২০২৫, ১৯ আহার, সংবৎ ৯ আষাঢ় সুদি, ৮ মহরম। সূঃ উঃ ৫।০, অঃ ৬।২৩। শুক্রবার, নবমী অপরাহ্ণ ৪।৪৪। চিত্রানক্ষত্র অপরাহ্ণ ৫।৫০। শিবযোগ রাত্রি ৯।১৬। কৌলবকরণ অপরাহ্ণ ৪।৪৪ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, অপরাহ্ণ ৫।৫০ গতে দেবগণ বংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পূর্ব্বে, অহরাহ্ণ ৪।৪৪ গতে উত্তরে। বারবেলাদি- ৮।২১ গতে ১১।৪২ মধ্যে। কালরাত্রি- ৯।৩ গতে ১০।২২ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১।৮ গতে পূর্ব্বে উত্তরেও নিষেধ, অপরাহ্ণ ৪।৪৪ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম্ম- বিবাহ- রাত্রি ৭।১২ গতে ৯।৩ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ১০।২২ গতে ১২।৪ মধ্যে মকর কুম্ভ ও মীনলগ্নে পুনঃ রাত্রি ১।৪৪ গতে শেষরাত্রি ৫।০ মধ্যে বৃষ ও মিথুনলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৬ গতে ৬।৪৯ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১০।২২ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ১২।৯ গতে ২।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ মধ্যে ও ১২।৪৬ গতে ২।৫৫ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।০ মধ্যে।

ক্ষুব্ধ রাজন্যা

এআই-এর মাধ্যমে তাঁর নগ্ন ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ তুললেন বহিষ্কৃত তৃণমূল নেত্রী রাজন্যা হালদার। তিনি থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন।

মেয়াদ বৃদ্ধি

রাজ্যের সরকার অনুমোদিত সমস্ত সরকারি কলেজের পরিচালন সমিতির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করল রাজ্য সরকার। এই মর্মে বৃহস্পতিবার নির্দেশিকা জারি করেছে শিক্ষা দপ্তর।

অগ্নিকাণ্ড

হাওড়ার আলমপুর এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে পিচ কারখানায় বিধ্বংসী আগুন লাগে। দমকলের চারটি ইঞ্জিন আগুন নেভাতে যায়। রাত পর্যন্ত আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসেনি। তদন্ত শুরু করেছে দমকল।

মেট্রোয় তদন্ত

কলকাতায় মেট্রোরেলের লাইনে কীভাবে জল জমল, তা জানতে তদন্ত কমিটি গঠন করল মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ। বুধবার চাঁদনিচক ও সেন্ট্রাল স্টেশনের মাঝে লাইনে জল জমে ব্যাহত হয় মেট্রো পরিষেবা।

ওড়িশায় হয়রানি, কড়া চিঠি নবান্নের

পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশায় ক্ষোভ

কলকাতা, ৩ জুলাই : ওড়িশায় কাজ করতে যাওয়া এই রাজ্যের শ্রমিকদের ওপর পুলিশি হয়রানির ঘটনায় চরম ক্ষুব্ধ নবান্ন। শুধুমাত্র বাংলা ভাষা বলার জন্য তাঁদের বাংলাদেশি তকমা দেওয়া ও হেনস্তা করা হচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাজ্য। বৃহস্পতিবারই এই হেনস্তা বন্ধ করতে ওড়িশার মুখ্যসচিব মনোজ আহুজাকে সরাসরি চিঠি দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'এই রাজ্যের শ্রমিকরা, যাঁরা মূলত নিম্ন আয়ের পরিবারের অন্তর্গত, দিনমজুর, রিকশাচালক, নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করেন, তাঁরা জীবিকার সন্ধানে ওড়িশার বিভিন্ন প্রান্তে গিয়েছেন। কিন্তু শুধুমাত্র বাংলা ভাষা বলার জন্য তাঁদের সন্দেহভাজন হিসেবে দেখা হচ্ছে, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বলে অভিযোগ জানানো হচ্ছে, এমনকি তাঁদের গ্রেপ্তারও করা হচ্ছে। অবিলম্বে এই হেনস্তা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।'

আটকে পড়া শ্রমিকদের নিয়ে চিন্তায় পরিবার। হরিশচন্দ্রপুরে। -ফাইল চিত্র

মুখ্যসচিব ওই চিঠিতে বলেছেন, 'শুধুমাত্র বাংলা ভাষা বলার জন্য যদি কাউকে বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে ধরা হয়, তাহলে তা অত্যন্ত বেআইনি এবং একটি ভাষা ও জনগোষ্ঠীকে ঘিরে সামাজিক বৈষম্যও। পুরোপুরি পক্ষপাতদুষ্ট এবং অপমানজনক।'

চিঠিতে মুখ্যসচিব উল্লেখ করেছেন, বিভিন্ন জেলা থেকে যেসব অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা গিয়েছে, এই রাজ্যের বহু বাসিন্দা যাঁরা আইন অনুযায়ী সঠিক পরিচয়পত্র যেমন আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, র‍্যাশন কার্ড সঙ্গে রেখেছেন, তাঁদেরও পুলিশি হেনস্তার মুখে পড়তে হচ্ছে। তাঁদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে এবং গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।ওড়িশার মুখ্যসচিবের কাছে এই রাজ্যের মুখ্যসচিব দাবি করেছেন, 'যাঁদের বিরুদ্ধে সন্দেহ রয়েছে, তাঁদের ন্যায্য ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যাচাই করা হোক। যথাযথ কাগজপত্র জমা দিলে কোনও ব্যক্তিকে আর অবৈধ বলা যাবে না।

পুলিশ বা স্থানীয় প্রশাসনের এই স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করতে সরকার আরও নজরদারি চালু করুক। অভিযোগের তদন্ত হোক এবং দাগীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।'

অগাস্টেই ভোটার তালিকার সংস্কার শুরুর সম্ভাবনা রাজ্যে

কলকাতা, ৩ জুলাই : সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে অগাস্টেই ভোটার তালিকা সংস্কারের কাজ শুরু হয়ে যাবে। তবে মমতার তীব্র ক্ষোভের পর কমিশন সংস্কারের নিয়মে কিছু বদল আনলেও সম্পূর্ণ বদল আনার দাবিতে সরব হয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে দরবারও করেছে তৃণমূল। এই রাজ্যে সংস্কার শুরু হওয়ার আগে ফের কমিশনের কাছে তৃণমূল দরবার করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাংলায় ভোটার তালিকার বিশেষ এবং নিবিড় সমীক্ষা বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের কাজ অগাস্ট থেকেই শুরু করতে চায় কমিশন। এই রাজ্যে শেষবার ২০০২ সালে কমিশন এই তালিকা যাচাইয়ের কাজ করেছিল। কিন্তু এখন এই তালিকা সংস্কারের পিছনে অন্য কারণ রয়েছে। সাম্প্রতিককালে মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচনের পর ভোটার তালিকায় কারচুপি করার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিল দেশের বিরোধী দলগুলি। তা নিয়ে কমিশনকে যথেষ্ট চাপের মুখে পড়তে হয়েছিল। এই রাজ্যেও প্রচুর ভুয়ো ভোটার রয়েছে বলে বারবার দাবি করে বিজেপি। এমনকি বাংলাদেশি রোহিঙ্গাদের নামও তালিকায় তোলা হয়েছে বলে প্রকাশ্যেই অভিযোগ তুলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

সেই কারণেই বাংলায় বিধানসভা স্বচ্ছভাবে নির্বাচন করতে সমীক্ষায় জোর দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। সংবিধানে জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইনের অনুচ্ছেদ-২১'র ক্ষমতাবলে একটি দেশে ভোটার কারা, সেই বিষয়টি যাচাই করার বিশেষ এবং নিবিড় সমীক্ষা চালানোর অধিকার নির্বাচন কমিশনের রয়েছে। বিহারে তাড়াহুড়ো করে সমীক্ষার ফলে ভোটার নথি বিভ্রাটের কারণে ২ কোটি ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা করেছে তৃণমূল। তাই এই রাজ্যে সময় নিয়ে তালিকা সংস্কারের কাজ করতে চাইছে কমিশন। ইতিমধ্যেই কমিশনের ওই বার্তা নবান্নের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের নেতৃত্বে জেলা নির্বাচনি আধিকারিক, অতিরিক্ত জেলা শাসক, ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার এবং বুথ লেভেলের অফিসাররা একসঙ্গে ভোটার তালিকায় নাম থাকা প্রত্যেকের বাড়িতে সমীক্ষার কাজ করবেন। সেই ভোটারকে একটি ফর্ম দেওয়া হবে। ওই ফর্ম পূরণ করে জেলা শাসকের অফিসে জমা করতে হবে। জেলা শাসক তা খতিয়ে দেখবেন।

বৃহস্পতিবার বিকালে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ইসকনের রথযাত্রায় উপস্থিত হলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধামোহন দাস। শনিবার উলটোরথ। এটিই ইসকনের 'জগন্নাথদেবের মাসিরবাড়ি'। রথযাত্রার দিন ইসকন মন্দির থেকে রথ বেরিয়ে এখানে এসেই পৌঁছোয়। সাতদিন থাকার পর শনিবার ফের এখান থেকেই রথ ইসকন মন্দিরের উদ্দেশে রওনা দেবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী সেখানে পৌঁছে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার আরতি করেন। রথযাত্রা শান্তিতে উদযাপনের জন্য সাধারণ মানুষের কাছে তিনি আর্জি জানান। ছবি-আবির চৌধুরী।

পুলিশের তদন্তে আস্থা ছাত্রীর বাড়ির

রিমি শীল

কলকাতা, ৩ জুলাই : কসবা গণধর্ষণ কাণ্ডে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রাথমিক তদন্ত কতদূর এগিয়েছে, তা রাজ্যকে রিপোর্ট দিয়ে আদালতে জানাতে হবে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে তিনটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। তাতে কলেজগুলির ইউনিয়ন রুমে প্রাক্তনীদের দাপট, অনৈতিক কার্যকলাপ, নিরাপত্তার ত্রুটি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এই অভিযোগগুলির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য ও কলেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানতে চায় বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ। মামলায় সংযুক্ত হতে চেয়ে আদালতে আবেদন করেছেন নিযাতিতার পরিবার। পুলিশের মাধ্যমেই তাঁরা তদন্তে সহযোগিতা চান বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি সংবাদমাধ্যমে ও সমাজমাধ্যমে নিযাতিতা ও ওই কলেজের কয়েকজন তরুণীর পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না বলে রাজ্যকে অ্যাডভাইজারি দিতে বলা হয়েছে। সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের গণধর্ষণের ঘটনায় তদন্তভার ইতিমধ্যেই হাতে নিয়েছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের উইমেন্স গ্রিভান্স সেল। তদন্তে বিভিন্ন তথ্য উঠে এসেছে তদন্তকারীদের হাতে। ঘটনার মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রের দাপট কীভাবে চলত কলেজজুড়ে, সেই ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই গণধর্ষণের ঘটনায় কলেজ কর্তৃপক্ষ, রাজ্য সরকারের ভূমিকা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আদালতে আবেদনকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়নি। ইউনিয়ন রুমগুলি অনৈতিক কার্যকলাপে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রাক্তনীরা কলেজে থেকে যাচ্ছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মে ক্রমাগত হস্তক্ষেপ করছেন।

এই প্রাক্তনীদের সঙ্গে কর্মীদের সুসম্পর্ক রয়েছে। তাঁরাও কলেজের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে যাচ্ছেন। সিসিটিভির আওতার বাইরে থাকা জায়গাগুলিতে অসামাজিক কার্যকলাপ চলছে। নির্বাচিত ছাত্র সংসদ নেই, অথচ তার নামে অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে। ইউনিয়ন ফি নেওয়া হয়। কী করে অনধিকার প্রবেশ করছেন প্রাক্তনীরা?

কসবা কাণ্ডে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকার পরও কেন পদক্ষেপ করা হয়নি? মূল অভিযুক্তকে বহিষ্কারের পরও কীভাবে অস্থায়ী কর্মচারী হিসেবে কাজ পেলেন? নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কী কী বন্দোবস্ত নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ, এই নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এই অভিযোগগুলির প্রেক্ষিতে সরকার ও কলেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানতে চায় আদালত। হলফনামা জমা দিতে বলে ডিভিশন বেঞ্চ। এই মামলার কেস ডায়েরিও জমা দিতে বলা হয়েছে। নিযাতিতার পরিবার পুলিশি তদন্তেই আস্থা রেখেছেন। তাঁরা সিবিআই তদন্ত চান না।

ইতিমধ্যেই গভর্নিং বডির রেজিস্টার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবারের আগে কবে শেষ গভর্নিং বডির বৈঠক হয়েছিল তা জানতে চায় পুলিশ। রেজিস্টার বুকে মনোজিতের অতিথিদের পরিচয় লেখার পাঠ মনোজিতের নির্দেশেই বন্ধ হয়েছিল বলে দাবি করেছেন নিরাপত্তারক্ষী পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়।

মনোজিতের বিরুদ্ধে বাইরেও 'রোমিওগিরি', 'দাদাগিরির' অভিযোগ উঠেছে। এই প্রেক্ষিতে একটি ভিডিও সামনে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে ভর সন্ধ্যায় এক তরুণকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর ও অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করছেন মনোজিৎ। এমনকি বলছেন, 'জানিস আমরা কে, উই আর প্রফেশনাল ক্রিমিনাল।' ওই আক্রান্ত ছাত্র এই বিষয়ে দাবি করেন, পুলিশের কাছে এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

রেজিস্ট্রেশন বাতিল

কলকাতা, ৩ জুলাই : রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ তথা তৃণমূল নেতা শান্তনু সেনকে দীর্ঘদিন ধরেই কোণঠাসা করেছিল দল। এবার তাঁর রেজিস্ট্রেশন সাসপেন্ড করল ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিল। আগামী ২ বছর তাঁর এই সাসপেনশন বহাল থাকবে বলে মেডিকেল কাউন্সিলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এই ২ বছর তিনি কোনও প্র্যাকটিস করতে পারবেন না। দিনের পর দিন ভুয়ো ডিগ্রি ব্যবহার করে মানুষের চিকিৎসা করছিলেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। মেডিকেল কাউন্সিলকে না জানিয়ে ওই ডিগ্রি ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। বৃহস্পতিবার মেডিকেল কাউন্সিলের বৈঠক বসে। সেখানেই তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। যদিও শান্তনুর দাবি, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হেনস্তা করা হয়েছে। এফআরসিপি ডিগ্রি সাম্মানিক। এটি রেজিস্ট্রেশন ছাড়া ব্যবহার করা যায়।

যদিও আরজি কর কাণ্ডের পর থেকেই শান্তনুকে কোণঠাসা করেছিল দল। আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন তিনি। তারপরই তাঁকে দলীয় মুখপাত্রের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। দল থেকেও তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়।

নিরাপদ আশ্রয়... বৃহস্পতিবার চাপাতলা ঘাটে। ছবিটি তুলেছেন আবির চৌধুরী।

সব পথই খোলা রাখছেন দিলীপ

স্বরূপ বিশ্বাস ও অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩ জুলাই : শুধু রাজ্য বিজেপির একদা সফল সভাপতি দিলীপ ঘোষই গরহাজির নয়া সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা দেওয়ার অনুষ্ঠানে। তিনি তখন কলকাতাতেই। পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রে অনুষ্ঠান থেকে সামান্য কিছু কিলোমিটার দূরে। তাঁর মাথায় কী চিন্তা ঘুরছে তখন? দল ছাড়বেন? নাকি নতুন দল গড়বেন? প্রতিবেদকের মুখ থেকে একের পর এক প্রশ্ন শুনে শান্ত গলায় দিলীপ বললেন, 'সব পথই খোলা রাখছি'।

রাজনীতি থেকে অবসর না নিয়ে এমন অনেক রাস্তাই খোলা রাখছেন তিনি। এদিন দলের নতুন রাজ্য সভাপতিকে বরণের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ না পাওয়ায় মনে মনে বড়ই আঘাত পেয়েছেন তিনি। ব্যাপারটা যে রাজ্যে দলের প্রাক্তন সভাপতি হিসেবে তাঁর কাছে অসম্মানের, এদিন একান্ত আলাপচারিতায় এই প্রতিবেদকের কাছে গোপনও করেননি।

এদিন দিলীপ বলেন, 'আমার কোনও প্রয়োজন নেই বলেই ওরা আমায় এদিন ডাকেনি। হয়তো কোনও ভূমিকাই নেই আমার, তাই ডাকেনি।' তবে এদিন বিজেপি সূত্রে খবর, বুধবার রাতেই দিলীপকে ফোন করে অনুষ্ঠানে আসার আমন্ত্রণ জানান শমীক। তিনি বলেন, কাল আসছেন তো? জবাবে দিলীপ বলেন, সরকারিভাবে দল

আমাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। তাহলে আমি যাব কেন? বঙ্গ বিজেপি সূত্রে খবর,শমীক অনেক চেষ্টা করেছিলেন দিলীপকে আমন্ত্রণ পাঠানোর। কিন্তু দলের নানা মুনির নানা মতের চাপে তা পারেননি।

এ ব্যাপারে দলের কেন্দ্রীয় স্তরে কারও সঙ্গে কথা বলবেন? এই প্রশ্নে চরম বিরক্তি প্রকাশ করে দিলীপ বলেন, 'কাউকে কিছু বলার দরকার আছে কি? সবই তো ঘটেছে কেন্দ্রীয় নেতাদের সামনেই। নয়া সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এদিন দলের কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরের অনেক নেতাই ছিলেন। তাঁদের দৃষ্টির মধ্যেই তো হয়েছে সব কিছু। খোঁজ তো পড়েনি আমার। এরপরেও আবার দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যাব কেন?'

তবে যে সিদ্ধান্তই তিনি নিন না কেন, সেই ব্যাপারে একটু সময় নিতে চান। জানালেন, দলের সাংগঠনিক নির্বাচন ও রদবদল প্রক্রিয়া কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে এখনও শেষ হয়নি। সব প্রক্রিয়া ও রদবদল শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। তারপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।সেই সঙ্গে বললেন, 'আমি নিজে রাজনীতিতে আসিনি। দল আমায় ডেকে রাজনীতিতে এনেছে। অবশ্যই আরএসএস ও সংঘ পরিবারেরও একটা বড় ভূমিকা ছিল। এখনও আমি আরএসএস। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই আরএসএস ও সংঘ পরিবারের সঙ্গে কথা বলব।'

সাইবার অপরাধে নীতি প্রণয়ণের আর্জি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ জুলাই : সমাজমাধ্যমে ভুয়ো ও উসকানিমূলক কনটেন্ট এবং ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল প্রতারণার ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় দ্রুত কঠোর আইনের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আইন ও নীতি প্রণয়নেরও দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। চিঠিতে মমতা লিখেছেন, 'এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন। এটি কেবল রাজ্য নয়, সমগ্র দেশের নিরাপত্তা, সামাজিক স্থিতাবস্থা এবং নাগরিকদের কল্যাণের প্রশ্ন।' চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'ইদানীং সমাজমাধ্যমে একের পর এক মিথ্যা গল্প, ভুয়ো ভিডিও এবং প্ররোচনামূলক পোস্ট ছড়িয়ে পড়ছে। যার ফলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার আশঙ্কা থাকছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, এই ধরনের কনটেন্টের হাত ধরে হিংসা এবং মহিলাদের ওপর অপরাধের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন রয়েছে।'

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে তিনি দীর্ঘদিন কোনও চিঠি দেননি। বরং বিভিন্ন সরকারি এবং রাজনৈতিক অনুষ্ঠান থেকে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তুলনামূলক নরম মনোভাব দেখালেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তীব্র ভাষায় নিশানা করেছেন। দেশে অমিত শা কার্যত প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা নিচ্ছেন বলেও বিধানসভায় দাঁড়িয়ে অভিযোগ শানিয়েছিলেন মমতা। সেই জায়গা থেকে এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে মমতার দেওয়া এই চিঠির পিছনে রাজনৈতিক কারণ রয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিভিন্ন সময়ে বিজেপির আইটি সেল ভুয়ো খবর ছড়িয়ে রাজ্যে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে বলে মমতা আগে অভিযোগ করেছেন। মূলত অমিত শা-র নির্দেশেই এই অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা চলছে বলে নিশানা করেছিলেন মমতা। সেইদিক থেকে সমাজমাধ্যমে প্রতিহিংসামূলক কনটেন্ট এবং সাইবার ক্রাইম রুখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার পিছনে মমতার রাজনৈতিক কারণ রয়েছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ, ডিজিটাল প্রযুক্তি যত দ্রুত এগোচ্ছে, তত দ্রুত বদলাতে হবে আইনি কাঠামো এবং তার প্রয়োগ।

কারণ প্রযুক্তি ব্যবহারের নামে অপরাধের পরিমাণ যেভাবে বাড়ছে তাতে শুধু আইন থাকলেই চলবে না, তার প্রয়োগ এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন আরও বেশি। সমাজমাধ্যমে ভুয়ো তথ্য চিহ্নিত করার জন্য টাস্ক ফোর্স গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন মমতা। সন্দেহজনক অনলাইন কার্যকলাপের রিপোর্টিং পদ্ধতি আরও সহজ করারও দাবি জানিয়েছেন তিনি।

দলের অনুমতি ছাড়া অনাস্থা নয়

কলকাতা, ৩ জুলাই : গত লোকসভা নির্বাচনে শহরাঞ্চলে তৃণমূলের ফল অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল। রাজ্যের ১২৫টি পুরসভার মধ্যে প্রায় অর্ধেকেরও বেশি পুরসভায় বিজেপির থেকে পিছিয়ে পড়েছিল তৃণমূল। খাস কলকাতায় রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার শ্যামপুকুর, বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের চৌরঙ্গি, জোড়াসাঁকো কেন্দ্রে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবানীপুর কেন্দ্রে সামান্য ভোটের ব্যবধানে তৃণমূল মুখরক্ষা করেছিল। এরই মধ্যে বিধানসভা ভোটের আগে বিভিন্ন পুরসভায় চেয়ারম্যানদের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনছেন খোদ দলীয় কাউন্সিলাররা। এই

নির্দেশ তৃণমূলে

ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ তৃণমূলের শীর্ষনেতৃত্ব। তাই কোনও পুরসভায় চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে এখন আর অনাস্থা আনা যাবে না বলে কাউন্সিলারদের জানিয়ে দিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। একান্ত প্রয়োজনে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে হলে দলের শীর্ষনেতৃত্বের আগাম অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি না নিয়ে অনাস্থা আনার চেষ্টা হলে অভিযুক্ত কাউন্সিলারদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বক্সী।

আগে রাজ্যের পুর এলাকায় মাটি ফেরাতে ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার। এমনকি শহরাঞ্চলের নেতাদের আরও জনসংযোগ বাড়াতেও দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজি ইন্ডোরের বৈঠক থেকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আজ টিভিতে

সরোজিনীর সম্পর্কে খোঁজ করে কী জানতে চাইছে রাগিণী?
বুলেট সরোজিনী বিকেল ৫.৩০ স্টার জলসা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ সিঁদুরের অধিকার, দুপুর ১.০০ বড় বউ, বিকেল ৪.০০ হীরক জয়ন্তী, সন্ধে ৭.০০ বারুদ, রাত ১০.০০ খোকাবাবু, ১.০০ হিরো নাম্বার ওয়ান
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ সত্য মিথ্যা, দুপুর ২.০০ পিতা মাতা সন্তান, বিকেল ৫.০০ গীত সংগীত, রাত ১২.৩০ জতুগৃহ
জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ কুলি, বিকেল ৩.৫০ অচেনা অতিথি, সন্ধে ৭.১০ সন্তান, রাত১০.০৫ রাখী পূর্ণিমা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ যে জন থাকে মাঝখানে
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মায়ের বন্ধন
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ওগো বিদেশিনী
কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.০০ মাস্টারপিস, বিকেল ৩.০০ ভেড়িয়া, বিকেল ৫.০০ অ্যাঞ্জেল, রাত ৮.০০ দরবার, ১০.৩০ ভীরম
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫৮ আরআরআর, দুপুর ২.৫৯ পুলিশ পাওয়ার, বিকেল ৫.৩০ পাথুথালা, সন্ধে ৭.৫৫ ভীমা, রাত ১০.৪৪ এনকাউন্টার শঙ্কর
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩৫ কেদারনাথ, দুপুর ১.৩৮ এতরাজ,

দরবার রাত ৮.০০
কালার্স বাংলা সিনেপ্লেক্স

হীরক জয়ন্তী বিকেল ৪.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

বিকেল ৪.৩০ প্লেয়ার্স, সন্ধে ৭.৩০ শাদী মে জরুর আনা, রাত ৯.৫৮ স্নেক আইল্যান্ড পাইথন, ১১.১৩ মেন ইন ব্ল্যাক টু
এমএনএক্স : দুপুর ১.১৭ ব্র্যাভেন, ২.৫২ দ্য পিঙ্ক প্যান্থার-টু, বিকেল ৪.২৩ শাটার, সন্ধে ৭.২৮ লেডি ব্লাডফাইট, রাত ১১.৫৮ দ্য রেসিডেন্ট

মাংসের শিঙারা এবং কাঁচাগোল্লা তৈরি শেখাবেন ডাঃ অজয় বিশ্বাস।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

কড়া হাইকোর্ট

কলকাতা, ৩ জুলাই : 'কে সুবিধাভোগী আর কে সুবিধা পায়নি তা দেখব না, দুর্নীতি হলে আদালত পদক্ষেপ করবেই', ৩২ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় এই মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে প্রাথমিকের মামলার শুনানিতে শিক্ষকদের একাংশের আইনজীবী অনিন্দ্য মিত্র প্রশ্ন তোলেন, '২০১৪ সালের টেট বাতিল না করে ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া কেন বাতিল করা হল?'

ওই আইনজীবীর বক্তব্য, '২০১৪ সালের টেটে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। তৎকালীন পর্ষদ সভাপতি গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন। ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে দুর্নীতির কোনও অভিযোগই নেই। ২০১৪ সালের টেটের ভিত্তিতেই ২০১৬ সালে নিয়োগ প্রক্রিয়া হয়েছিল। যদিও টেটে দুর্নীতির অভিযোগগুলির ভিত্তি নিয়ে সংশয় রয়েছে।' প্রাথমিকের ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের সময় একক বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল, 'ন্যায়বিচার আসলে আইনেরও ঊর্ধ্বে।' এই বিষয়টি নিয়েও এদিন আদালতে প্রশ্ন ওঠে। মামলার পরবর্তী শুনানি ৭ জুলাই।

আক্রান্ত সিদ্দিকুল্লাহ

বর্ধমান, ৩ জুলাই : বৃহস্পতিবার নিজের নির্বাচনি কেন্দ্র মন্তেশ্বরে দলীয় কর্মীদের হাতেই চূড়ান্ত নিগৃহীত হলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। তাঁকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁর গাড়িতেও ভাঙচুর চলে। অভিযোগ দলের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। এই নিয়ে তিনি মন্তেশ্বর থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। বিষয়টি দলের রাজ্য নেতৃত্বকেও জানিয়েছেন। সিদ্দিকুল্লাহর অভিযোগ, 'আমাকে খুনের চক্রান্ত করা হচ্ছে।'

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

দায়িত্ব।। আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরিতে ছবিটি তুলেছেন শোভন দেবনাথ।

বেহাল রাস্তায় বাড়ছে দুর্ভোগ, সংস্কার শুরু বর্ষার পর

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৩ জুলাই : শামুকতলা থেকে চেপানি চৌপথি এবং ধারসি সেতু থেকে চেপানি হল্ট পর্যন্ত দুটি বেহাল রাস্তা সংস্কারের কাজ অবশেষে শুরু হচ্ছে। প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে ওই রাস্তা সংস্কারে। রাস্তা দুটি বেহাল হয়ে পড়ায় প্রচণ্ড সমস্যার মধ্যে পড়েছেন আলিপুরদুয়ার-২ এবং কুমারগ্রাম ব্লকের প্রায় দেড় লক্ষ বাসিন্দা। বড় বড় গর্ত রয়েছে গোটা রাস্তাজুড়ে। মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে বলে জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

চরম দুর্ভোগ নিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের। মহাকালগুড়ি এলাকার শিক্ষক তথা আলিপুরদুয়ার-২ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মনতোষ দেবনাথ বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে ওই রাস্তা দুটি সংস্কারের দাবি জানাচ্ছিলাম। দ্রুত রাস্তাটি সংস্কার করা প্রয়োজন।'

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে ওই রাস্তার কাজ শুরু হবে। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রাস্তা সংস্কারের

গর্তে জমে থাকছে জলকাদা।

জন্য ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। টেন্ডারের কাজও শেষ হয়েছে। কিন্তু বর্ষা চলে আসায় সেপ্টেম্বর মাসের আগে রাস্তার কাজ শুরু করা যাবে না বলে জানিয়েছে তারা। ওই দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন, বর্ষাকালে নদী থেকে বালি-পাথর তোলা নিষিদ্ধ। পাশাপাশি বর্ষাকালে পিচের কাজ কোনওভাবেই করা সম্ভব নয়। তাই টেন্ডার ডাকার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেও বর্ষা শেষ হতেই কাজ শুরু করা হবে। আর এতেই ক্ষোভ বাড়ছে এলাকার বাসিন্দাদের।

এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে রয়েছে। তাঁদের প্রশ্ন, তাহলে বর্ষার আগেই কেন রাস্তার কাজ শুরু করা হল না?

শামুকতলা থেকে চেপানি চৌপথি ৩১ সি জাতীয় সড়ক পর্যন্ত প্রায় ৬ কিমি রাস্তা গত ১ বছর ধরে বেহাল হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে, শামুকতলা ধারসি নদীর সেতু থেকে চেপানি হল্ট ৩১ সি জাতীয় সড়ক পর্যন্ত রাস্তাটিও ১ বছরের বেশি সময় ধরে বেহাল হয়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন থেকেই এলাকার বাসিন্দারা ওই দুটি রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়ে এসেছেন। ওই রাস্তার উপর নির্ভরশীল আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক এবং কুমারগ্রাম ব্লকের অন্তত ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক লক্ষ মানুষ। তাই গুরুত্বপূর্ণ ওই রাস্তাটি দ্রুত মেরামত করা প্রয়োজন বলে তাঁরা দাবি জানিয়েছেন।

আলিপুরদুয়ার-২ বিডিও নিমা শেরিং শেরপা'র কথায়, 'শামুকতলার সঙ্গে ৩১ সি জাতীয় সড়কের সংযোগরক্ষাকারী দুটি রাস্তা সংস্কারের জন্য ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। দুটি রাস্তায় পিচের ঢালাই দিয়ে করা হবে। বর্ষাকালে সে কাজ করা হলে কাজের মান ভালো হবে না। তাই বর্ষা শেষ হতেই কাজ শুরু হবে।'

নদী গিলছে রাস্তা, পাড়

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ৩ জুলাই : এলাকাটির নাম অঞ্চলপাড়া। কারণ, এই পাড়ার পাশেই আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়। অথচ স্থানীয় প্রশাসনিক অফিসের পাশের পাড়াতেই ভাঙন যেন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে স্থানীয়দের। এই পাড়া হয়েই উত্তর-দক্ষিণে বইছে সনজয় নদী। কয়েকদিন আগের বৃষ্টির জেরে কোথাও কোথাও রাস্তার একাংশ ভেঙেছে। পুরোনো বাঁশের পাইলিং ও বালির বস্তার বাঁধও ভাঙতে শুরু করেছে।

এই পাড়াতে নদীর তীরেই বসবাস করে কয়েকটি আদিবাসী পরিবার। একদিকে রাস্তা ভাঙছে, অন্যদিকে পাড় ভেঙে ওই বাড়িগুলির কাছাকাছি চলে এসেছে নদী। তাই ভাঙন নিয়ে চিন্তিত অঞ্চলপাড়ার বাসিন্দারা। যদিও সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছে।

পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কমলেশ্বর বর্মনের কথায়, 'গত বছর ওই পাড়ার রাস্তায় ভাঙন রুখতে বাঁশের পাইলিং ও বালির বস্তা ফেলে প্রতিরোধ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু এবারের বৃষ্টিতে নদীর পাড় ভাঙছে। তাই রাস্তাটিরও কিছুটা ক্ষতি হয়েছে।'

অঞ্চলপাড়ায় রাস্তায় ভাঙন। পূর্ব কাঁঠালবাড়িতে।

এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যের সঙ্গে কথা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। আগামীতে ১০০ দিনের প্রকল্প চালু হলে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ ভালোভাবে করা যাবে বলে তাঁর আশা। আর এখন প্রয়োজনে জরুরি ভিত্তিতে কিছুটা প্রতিরোধ করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, এবার ভাঙনের তীব্রতা বেশি। তার মূল কারণ হল, উত্তর দিকে ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কে সনজয় নদীর উপর হিউমপাইপের ডাইভারশন। সেখানে পুরোনো কাঠের সেতুটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। এখন মহাসড়কের জন্য পাকা সেতুর কাজ চলছে। এজন্য নদীর গতিপথ কিছুটা বদলে দেওয়া হয়েছে। ফলে নদীর জল নানাভাবে বাধা পাচ্ছে। স্বাভাবিক গতিতে জল বয়ে যেতে পারছে না।

অঞ্চলপাড়ার কমল বর্মনের বাড়ির পাশেই রাস্তার ভাঙন বেশি। তাঁর বক্তব্য, 'নদীর গতিপথ বদল ও ডাইভারশনের জন্যই জল ধাক্কা খাচ্ছে রাস্তায়। তাই রাস্তাটি ভেঙে যাচ্ছে। দ্রুত প্রতিরোধ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তা না হলে গোটা রাস্তাটিকে নদী হয়তো গিলে ফেলবে।' অঞ্চলপাড়া হয়ে একটি মেঠোপথ উঠেছে ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কে। একেবারেই ডাইভারশনের সামনে দুটি রাস্তার সংযোগ। সেখানে বড় একটি হিউমপাইপ বসানো রয়েছে। সেই হিউমপাইপের আশপাশেও মাটি ধসে যাচ্ছে। ভারী বৃষ্টি হলে হিউমপাইপ সরে গেলে একেবারেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে অঞ্চলপাড়া।

রাস্তার পাশেই তাপস মুন্ডা, চান্দু মুন্ডা, শংকর মুন্ডা, সোমারি মুন্ডাদের বাড়ি। তাঁরা আতঙ্কিত। সোমারি বলেন, 'বেশি বৃষ্টি হলেই আমাদের দুশ্চিন্তা বাড়ে। ওই হিউমপাইপটি সরে দুই রাস্তার সংযোগস্থল যদি ভেঙে যায় তাহলে আমরা যাতায়াত করতে পারব না।' চান্দু মুন্ডার বাঁশ ঝাড়ের একাংশ নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। ভাঙন প্রতিরোধে পদক্ষেপ করা হোক। এমনই দাবি চান্দুরও।

বাড়ছে আতঙ্ক

- উত্তর দিকে ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কে সনজয় নদীর ওপর হিউমপাইপের ডাইভারশন
- সেখানে পুরোনো কাঠের সেতুটি ভেঙে ফেলা হয়েছে, এখন মহাসড়কের জন্য পাকা সেতুর কাজ চলছে
- এজন্য নদীর গতিপথ কিছুটা বদলে দেওয়া হয়েছে, ফলে নদীর জল নানাভাবে বাধা পাচ্ছে, স্বাভাবিক গতিতে জল বয়ে যেতে পারছে না
- জলের ধাক্কায় পুরোনো বাঁশের পাইলিং ও বালির বস্তার বাঁধ ভাঙতে শুরু করেছে, রাস্তাও ভাঙছে

টুকরো খবর

ঘরে ফেরা

বীরপাড়া, ৩ জুলাই : মহেশ্বরপ্রসাদ যাদব নামে দেওঘরের বাসিন্দা বছর চল্লিশের এক তরুণ কিছুদিন আগে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হন। তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন। কোনওভাবে তিনি লঙ্কাপাড়া পৌঁছান। লঙ্কাপাড়া আউটপোস্টের পুলিশ ২৯ জুন তাঁকে ডিমডিমার সমাজকর্মী সাজু তালুকদারের দায়িত্ব দেয়। খোঁজখবর করে মহেশ্বরের বাড়ির লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমর্থ হন সাজু।

বিশেষ পুরস্কার

আলিপুরদুয়ার, ৩ জুলাই : আইআইটি খড়্গপুর থেকে বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত হলেন আলিপুরদুয়ার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী। ২০২৪ পুরস্কার ঘোষণা হলেও বৃহস্পতিবার সেই পুরস্কার হাতে পান তিনি। পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'আমার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আইআইটি খড়্গপুর থেকে ইয়াং অ্যালামনাই অ্যাচিভার অ্যাওয়ার্ড পেয়ে সম্মানিত।'

সংবর্ধনা

বীরপাড়া, ৩ জুলাই : বীরপাড়া থানার রহিমপুর চা বাগানের শ্রমিক লিনুস মিঞ্জের ছেলে অনুসান মিঞ্জ হিমাচলপ্রদেশের মান্ডি আইআইটিতে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। এতে গর্বিত স্থানীয়রা। বৃহস্পতিবার অনুসানকে সংবর্ধনা দেন মাদারিহাট-১ নম্বর মণ্ডলের বিজেপি কর্মীরা।

সামগ্রী বিলি

বীরপাড়া, ৩ জুলাই : বীরপাড়ার ১৬ জন মহিলা কল্পতরু নামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়েছেন। প্রত্যেকে মাসে কিছু কিছু টাকা দিয়ে তহবিল গড়ছেন। ওই টাকায় মাঝে মাঝে অসুস্থদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন ওঁরা। বৃহস্পতিবার খাদ্যসামগ্রী দেন ওঁরা। ওই হোমে জনা পঞ্চান্ন আবাসিক রয়েছেন।

মাদকবিরোধী

শামুকতলা, ৩ জুলাই : পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর নির্দেশে আলিপুরদুয়ার জেলার প্রতিটি স্কুলে মাদকবিরোধী বিশেষ প্রচার অভিযান চলছে। বৃহস্পতিবার শামুকতলা থানার উদ্যোগে পার্শ্বনাথ হাইস্কুলে মাদকবিরোধী সচেতনতা শিবির হয়।

দোকান ভাঙায় সমস্যা

নতুন জায়গায় ব্যবসায় 'মন্দা'

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ৩ জুলাই : সলসলাবাড়ি-ফালাকাটা মহাসড়কের জন্য আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুরে দীর্ঘদিন ধরে জমিজটের সমস্যা ছিল। সেই জট কেটেছে প্রায় দেড় মাস আগে। ব্যবসায়ীদের জন্য জমি দিয়েছে জেলা পরিষদ। সেই প্লট ইতিমধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এরপর সোনাপুর চৌপথিতে মহাসড়কের সীমানা থেকে দোকান সরিয়ে নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ব্যবসা চালিয়ে যেতে অন্য জায়গায় কেউ দোকানভাড়া নিয়েছেন। কেউ আবার নতুন করে দোকান তৈরি করেছেন। কিন্তু নতুন করে ব্যবসা শুরু করলেও বিক্রি সেরকম হচ্ছে না বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের একাংশের। কয়েকজন এখনও পর্যন্ত দোকান শুরু করতে পারেননি। জেলা পরিষদ থেকে জায়গা দেওয়া হলেও সেখানে এখনই দোকান দিচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা। তাঁদের কথায়, এটা নাকি সংগঠনের সিদ্ধান্ত।

এদিন এই বিষয়ে সোনাপুর স্থায়ী ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন সাহা বলেন, '৬৪ জন ব্যবসায়ী দোকানের জায়গা পেয়েছেন। আরও ৩০ জনের জায়গার প্রয়োজন রয়েছে। তাঁদেরও জায়গা দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে জেলা প্রশাসনের কাছে।' তাঁর সংযোজন, 'যেহেতু সবাই জায়গা পাননি, তাই জেলা পরিষদের জায়গায় এখনই কেউ দোকান করবেন না বলে আমরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সবাই জায়গা পেলে দোকান করা শুরু হবে।'

ব্যবসায়ী সমিতির এই সিদ্ধান্তে সমস্যায় পড়েছেন অনেক ব্যবসায়ী। কারণ জেলা পরিষদের তরফে জায়গা দেওয়া হলেও দোকান করতে পারছেন না অনেকেই। বাধ্য হয়ে ঘরভাড়া নিতে হচ্ছে। আর ব্যবসায়ীদের এই সমস্যায় যাঁরা ঘরভাড়া দিচ্ছেন তাঁরা চড়া দরে ভাড়া দিচ্ছেন। সেলামি হিসেবেও মোটা টাকা ধার্য করা হচ্ছে।

এদিন এনিয়ে কথা হচ্ছিল সোনাপুরের এক মোবাইলের দোকানের মালিক নির্মল দাসের সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'পুরোনো জায়গা ছেড়ে নতুন জায়গায় দোকান করেছি। তবে আগের মতো ব্যবসা এখনও হচ্ছে না। পুরোনো ক্রেতারা আর আসছেন না। পুরোনো ব্যবসায় ফিরতে এখনও কিছুটা সময় লাগবে।'

আরেক ব্যবসায়ী প্রদীপ পাল এখনও দোকান করতে পারেননি। তিনি বলেছেন, 'কয়েকদিন অসুস্থ ছিলাম। আবার নতুন করে দোকান শুরু করতে হবে। জেলা পরিষদের যে জায়গা রয়েছে সেখানেই দোকান করব, ভেবেছি।'

হাল বেহাল

- সোনাপুরের ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের জমিজট কেটে গিয়েছে
- ব্যবসায়ীদের প্লট ভাগ করে দিলেও একাংশ এখনও দোকান দেননি
- সব ব্যবসায়ী জায়গা না পেলে দোকান দেওয়া হবে না
- যাঁরা দোকান দিয়েছেন, তাঁদের ব্যবসাও এই নতুন জায়গায় তেমন ভালো হচ্ছে না

কয়েকদিনের মধ্যেই সোনাপুরে মহাসড়কের সীমানায় থাকা প্রায় সব দোকান ভাঙা হয়েছে। বর্তমানে সব জায়গায় দোকান ভাঙার কাজ চলছে। ফ্লাইওভার তৈরির কাজও শুরু করে দিয়েছে বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা। সেজন্য বেশিরভাগ সময়ই চৌপথিতে ধুলো উড়ছে। নাহলে জমে থাকছে কাদা। একসময় ব্লকের অন্যতম বড় বাজারের ব্যবসায়ীরা এখন বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছেন। কবে নাগাদ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়, পুরোনো ব্যবসা ফিরে পান, সেটাই যেন সব থেকে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দোকান ভাঙা হয়েছে। খাঁখাঁ করছে সোনাপুর চৌপথি।

রাঙ্গালিবাজনায় মহাসড়ক যেন মৃত্যুফাঁদ

যানবাহন পার্কিংয়ে বাড়ছে দুর্ঘটনার শঙ্কা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ৩ জুলাই : পার্কিংয়ের জায়গা নেই। তাই মাদারিহাটের রাঙ্গালিবাজনা চৌপথিতে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতেই পার্ক করে রাখা হয় যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি, অটো, টোটো। পাশাপাশি যাত্রীদের নামানো-ওঠানোও হয় এই হাইওয়ের ওপরই। এতে যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে বলে জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা থেকে চালকরাও। তবে চালকরা জানিয়েছেন, তাঁরা নিরুপায়। কারণ হিসেবে তাঁদের যুক্তি, সেখানে পার্কিংয়ের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা নেই।

রাঙ্গালিবাজনা চৌপথির ওপর দিয়ে গিয়েছে একটি বড় নালা। দোকানপাটের একাংশ দাঁড়িয়ে রয়েছে নালার ওপরই। একদিকে রয়েছে পুকুর, অপরদিকে রয়েছে সান্ধ্য বাজার। আঁটোসাঁটো ওই জায়গায় যানবাহন পার্কিংয়ের জায়গা একমাত্র হাইওয়েটি। যানবাহনের গতি কমাতে চৌপথিতে গার্ডরেল বসিয়েছে ট্রাফিক পুলিশ। গার্ডরেলের দু'পাশে দিনভর দাঁড় করিয়ে রাখা হয় টোটো, যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি, অটো। মাদারিহাট-বীরপাড়া রুটে কমবেশি পঞ্চাশটি যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি চলে। চলে কয়েকশো টোটো। পাশাপাশি বাড়ছে হাইস্পিড টোটো এবং অটোর সংখ্যাও।

রাঙ্গালিবাজনা চৌপথির ব্যবসায়ী বুদ্ধদেব সূত্রধর বলেন, 'হাইওয়েতে প্রচুর যানবাহন দাঁড়িয়ে থাকছে। ফালাকাটা রোড থেকে হাইওয়ে পেরিয়ে হাইস্কুল রোডে উঠতে হয়। কিন্তু টোটো, যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি, অটো দাঁড়িয়ে থাকায় হাইওয়েতে অন্য কোনও গাড়ি আসছে কি না, তা দেখা যায় না। একাধিকবার দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি।'

রাঙ্গালিবাজনা চৌপথিতে মহাসড়কে এভাবেই পার্ক করে রাখা হয়েছে।

রাঙ্গালিবাজনা চৌপথিকে ব্ল্যাক স্পট হিসেবে চিহ্নিত করেছে প্রশাসন। ২০১৩ সালের ২০ অগাস্ট যাত্রী ওঠানামার সময় একটি যাত্রীবাহী ছোট গাড়ির ওপর উলটে পড়ে আলুবোঝাই ট্রাক। মৃত্যু হয় ৬ জনের। আহত হন ৭ জন। তখনও রাস্তাটি হাইওয়েতে রূপান্তরিত হয়নি। সেটি ছিল ৩১সি জাতীয় সড়ক। হাইওয়েতে রূপান্তরিত হওয়ার পর ওই রাস্তায় যান চলাচল বেড়েছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে গতি এবং দুর্ঘটনা।

যাত্রীবাহী ছোট গাড়িচালক জয়নুল হকের কথায়, 'পার্কিং এমনকি যাত্রী ওঠানামাও করতে হয় হাইওয়ের ওপরই। কারণ রাঙ্গালিবাজনা চৌপথিতে সার্ভিস রোড নেই।' এদিকে, রাস্তায় যানবাহন পার্ক করে রাখায় চাপ বেড়েছে পুলিশ, হোমগার্ড এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের। পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন চলছে ১ জুলাই থেকে। কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বুধবার রাঙ্গালিবাজনা চৌপথিতে গাড়ি, যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি, মোটরবাইক চালকদের ট্রাফিক বিধি নিয়ে সচেতন করে পুলিশ। মাদারিহাটের ট্রাফিক ওসি সমীরণ দাস বলেন, 'দুর্ঘটনা এড়াতে টোটো, অটো, যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি চালকদের বিধি মেনে যানবাহন পার্কিং করাতে বলা হয়েছে।'

বাড়ছে উদ্বেগ

- এশিয়ান হাইওয়েতেই পার্ক করে রাখা হয় যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি, অটো, টোটোরিকশা
- যাত্রীদের নামানো-ওঠানোও হয় এই হাইওয়ের ওপরই
- এর আগে যাত্রী ওঠানামার সময় একটি যাত্রীবাহী ছোট গাড়ির ওপর উলটে পড়ে আলুবোঝাই ট্রাক
- মৃত্যু হয় ৬ জনের, আহত হন ৭ জন

অভিযোগ

কামাখ্যাগুড়ি, ৩ জুলাই : বৃহস্পতিবার কুমারগ্রাম ব্লকের কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি এলাকার খোয়ারডাঙ্গা-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম চ্যাংমারি এলাকার অনীতা মিঞ্জ মাহাতো ১১২ নম্বরে ডায়াল করে স্বামীর নামে অভিযোগ করেন। তিনি জানান, স্বামী আড়াই বছরের শিশুকন্যাকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দিনচারেক আগে তাঁর স্বামী অভিজিৎ মাহাতোর সঙ্গে ঝামেলা হয় ওই মহিলার। ঝামেলার পর ওই মহিলা বারবিশার রাধানগরে তাঁর এক আত্মীয়র বাড়িতে চলে যান। কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা তদন্তে নামী। স্বামীর খোঁজ চলছে।'

চাঁদা তুলে বাড়ি

বীরপাড়া, ৩ জুলাই : সোশ্যাল মিডিয়া থেকে টাকা তুলে এক দরিদ্র ব্যক্তিকে ঘর তৈরি করে দিলেন এক তরুণ ও তরুণী। বীরপাড়ার লালপুল এলাকায় সুকৃতি নদীর তীরে ত্রিপলের নীচে স্ত্রী এবং কন্যাকে নিয়ে থাকতেন রাম শা। স্বামী-স্ত্রী দুজনই বিশেষভাবে সক্ষম। বৃষ্টিতে প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছিল পরিবারটি। এনিয়ে এলাকার দুর্গা শা তেলিপাড়ার অজয় মণ্ডল ও পায়েল নাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অজয় জানান, ওই দরিদ্র পরিবারটির সমস্যার কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় জানানোয় অনেকেই আর্থিক সাহায্য করেন। সংগৃহীত প্রায় ৩৫ হাজার টাকা দিয়ে একটি টিনের চালা এবং কংক্রিটের স্ল্যাবের বেড়া দেওয়া ঘর তৈরি করা হয়।

সোলার লাইট

কুমারগ্রাম, ৩ জুলাই : উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে বৃহস্পতিবার হাইমাস্ট সোলার লাইট পেল সংকোশ চা বাগানের ঝিরগা লাইনের বাসিন্দারা। দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় বিদেশ ওরাওঁ, সুবেন ওরাওঁ, রাজেশ মিঞ্জদের মতো চা শ্রমিক মহল্লাবাসীরা বেজায় খুশি। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা উজালি ওরাওঁ জানান, বাসিন্দারা সৌরবিদ্যুৎচালিত উচ্চস্তম্ভের বাতি লাগানোর দাবি জানিয়েছিলেন। রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইকের তদ্বিরে হাইমাস্ট সোলার লাইট বসানো হয়েছে।

পাশে বিধায়ক

কামাখ্যাগুড়ি, ৩ জুলাই : বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্রজেরকুঠি গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক তথা বিজেপি নেতা রাজকুমার দাসের বাড়িতে দেখা করতে যান। মঙ্গলবার কয়েকজন রাতে রাজকুমার দাস ওরফে মানিকের প্রায় এক বিঘা জমির ঝিঙে গাছের গোড়া কেটে নষ্ট করে দেয়। মানিক ওই দুষ্কৃতীদের নামে থানায় অভিযোগ করলেও প্রশাসন এখনও ক্ষতিগ্রস্ত স্থান পরিদর্শন বা তদন্তের জন্য কোনও যোগাযোগ করেনি, অভিযোগ বিধায়কের।

প্রথমবার সপ্তাহব্যাপী মেলায় মেতেছে শালকুমারহাট

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ৩ জুলাই : রথ ও উলটোরথে মেলা হয় তা সকলেই জানেন। কিন্তু এবার প্রথম সপ্তাহব্যাপী রথের মেলা বসেছে আলিপুরদুয়ার জেলার শালকুমারহাটে। গ্রামীণ মেলার জন্য এই এলাকা বেশ বিখ্যাত। তবে সেসব মেলা শীতকালেই বেশি হয়। শতাব্দীপ্রাচীন কালীমেলা, ভান্ডানিমেলা, লক্ষ্মীমেলা তো আছেই। তবে এবার প্রথমে বর্ষাকালে টানা এক সপ্তাহজুড়ে রথের মেলা হচ্ছে। এবার ইসকন নামহট্ট বড় করে রথের মেলার আয়োজন করেছে। রথযাত্রার দিন থেকে সেই মেলা শুরু হয়েছে। শেষ হবে উলটোরথে। তাই স্বভাবতই সপ্তাহব্যাপী মেলায় অনেক বেশি আনন্দ উপভোগ করছেন এলাকাবাসী। শালকুমারহাটের পিডব্লিউডি রোডের পাশেই বড় প্যান্ডেল করা হয়েছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে সেখানে নতুন রথ তৈরির কাজ চলে ছিল। বৈদিক মতে ইসকনের ভক্তরাই রথ বানিয়েছেন। রথের দিনও ব্যাপক ভিড় হয়। এবিষয়ে মেলা কমিটির প্রতিনিধি কর্ণধর রায়ের কথায়, 'রোজ মঙ্গলারতি, দর্শন আরতি, গুরুপুজো, ভাগবত কথা, প্রসাদ বিলি সহ নানা বিষয়ে আলোচনা পর্ব চলছে। পাশেই রথ উপলক্ষ্যে আনন্দমেলা বসেছে। এই মেলা উলটোরথের দিন শেষ হবে।'

এদিকে নাগরদোলা, রকমারি দোকানপাটে মেলা চত্বর জমজমাট।

শালকুমারহাটের রথের মেলায় মানুষের ভিড়। –সংবাদচিত্র

মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে মেলার মঞ্চে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, চোখ পরীক্ষার মতো কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়েছে। তাই রোজ মেলায় প্রচুর মানুষ আসছেন। এক বধূ সাবিত্রী রায়ের কথায়, 'এবারই প্রথম এতদিন ধরে আমাদের গ্রামে রথের মেলা চলছে। প্রথম দিন ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেছিলাম। তারপরও এসেছি। উলটোরথেও আবার আসব।' অন্যদিকে, সন্ধ্যার দিকে মেলায় ভিড় করছে পড়ুয়ারাও। জনক বর্মন নামে দ্বাদশের এক পড়ুয়ার কথায়, 'রথযাত্রার দিন এসে রথের দড়ি টেনেছি। আর এখন সুযোগ পেলেই সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে মেলায় আসছি। এভাবে মেলা চলায় ভালোই মজা হচ্ছে।' এলাকার আরেক বাসিন্দা পরিতোষ রায় জানান, এই এলাকায় রথের মেলা নিয়ে পাঁচ বছর আগেও এত উদ্দীপনা ছিল না। গত দু-তিন বছর ধরে রথ উদযাপন নিয়ে আয়োজন বেশ জমে উঠছে। আর এবার তো একটানা মেলা চলছে।

স্বর্ণালংকার ফিরিয়ে পুরস্কৃত

ফালাকাটা, ৩ জুলাই : দেবাশিস সরকার পেশায় গাড়িচালক, বাসুদেব গোপ টোটোচালক এবং সুশান্ত গোপ গাড়ির কনট্রাক্টর। তিনজনেরই যাত্রী নিয়ে রোজ যাতায়াত। তবে তাঁদের তিনজনের তিনটি কাজ সমাজে প্রশংসিত হয়ে উঠেছে। যার ফলে বৃহস্পতিবার তিনজনকেই পুরস্কৃত এবং সংবর্ধনা দিল ফালাকাটা পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ জানিয়েছে, এঁরা তিনজনই সততার পরিচয় দিয়েছেন। তাই তাঁদের পুরস্কৃত করা হল।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'যাত্রী পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত তিনজন বিভিন্ন সময় যাত্রীদের ব্যাগ পেয়েছিলেন। তাঁরা ওই ব্যাগ আবার আমাদের হাতে তুলে দেন। তখন দেখি সবকয়টি ব্যাগের ভেতরেই ছিল স্বর্ণালংকার। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এমন ব্যাগ ফিরিয়ে দেওয়া সত্যিই প্রশংসনীয়। আমরা তাই তাঁদের সংবর্ধনা দিয়েছি।'

ফালাকাটা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এদিন ট্রাফিক মোড়ে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হয়। সেখানে পথনাটক, নাচ, অভিনয়ের মাধ্যমে পথ নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করা হয়। ওই মঞ্চেই ৩ জন যাত্রী পরিবহণের সঙ্গে যুক্তদের অন্যদের সঙ্গে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পরে ট্রাফিক পুলিশের তরফে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি র‍্যালি বের করা হয়। ছিলেন ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষ রায়, জয়গাঁর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দাস, এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ, ট্রাফিক ডিএসপি শান্তনু তরফদার, বিডিও অনীক রায়।

বৃক্ষরোপণ

আলিপুরদুয়ার, ৩ জুলাই : বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ করল 'উত্তরের রংধনু' ও 'কলকাতার সম্ভাবনা' নামে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। একাধিক স্কুল সহ বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষরোপণ করা হয়। সংগঠনের সদস্য রাজা দত্ত বলেন, 'একাধিক স্কুলে এদিন বৃক্ষরোপণ করা হয়। বৃক্ষরোপণের উপকারিতা সম্পর্কে পড়ুয়াদের অবগত করা হয়।'

১২ ধরনের মিষ্টি, ৫৬ পদে ভোগ

ফালাকাটার ইসকনে আয়োজন

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৩ জুলাই : জগন্নাথ দেব নাকি খেতে ভালবাসেন। পুরীর মন্দিরে তিনি রোজ আহার করেন, এমনই বিশ্বাস। নিয়ম-নীতি-নিষ্ঠা মেনেই সেই ভোগ নিবেদন করা হয়। সেই পুরীর মন্দিরের আদলেই এবার ফালাকাটায় জগন্নাথ দেবকে ভোগ নিবেদন করা হচ্ছে। ফালাকাটা ইসকন নামহট্টের পরিচালনায় স্থানীয় মহাকালবাড়িতে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে এখন চলছে নানা অনুষ্ঠান। সেখানেই রথযাত্রার দিন থেকে নিষ্ঠা সহকারে ৫৬ রকম ভোগ নিবেদন করা হচ্ছে। সঙ্গে থাকছে ১২ ধরনের মিষ্টি। বলরাম, সুভদ্রাকেও। সকাল থেকে রাত, প্রহরে প্রহরে হয় ভোগ নিবেদন। এই ভোগ দেখতে এখন রোজ ভিড় হচ্ছে মহাকাল ঠাকুরবাড়িতে।

ফালাকাটা ইসকনের চক্রপতি বাসুদেব দাস বলেন, 'পুরীতে মাসির বাড়িতে থাকার সময় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে ভোগ নিবেদন করা হয়। আমরা ফালাকাটাতেও ওই একই ধরনের নিয়ম-নীতি মেনেই ভোগ নিবেদন করছি। রোজ প্রায় ৬০০ ভক্ত এখানে প্রসাদ খান।'

ফালাকাটায় ইসকন পরিচালিত নামহট্ট রথযাত্রা কমিটির তরফে জানা গিয়েছে, রোজ সকালে জগন্নাথ দেব তৈরি হয়ে খিচুড়ি খেয়ে রথে ওঠেন। বলরাম, সুভদ্রা, জগন্নাথ দেবের রথারোহণ বা 'পহুন্ডি বিজে' শুরু হয় সকাল সকাল। সাধারণ দিনে সকাল ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে জগন্নাথকে প্রথম ভোগ নিবেদন করা হয়, যাকে বলে 'গোপাল বল্লভা ভোগ'। সকাল ১০টায় দেওয়া হয় 'সকালা ধূপা'। এই সময়ের ভোগকে রাজভোগও বলা হয়। সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিবেশন করা হয় ২০ রকমের পদ। যেগুলির মধ্যে থাকে পিঠেপুলি, মাঠা পুলি, দহি, অন্ন, হামসা কেলি, বড়া কান্তি, কাকাতুয়া খিচুড়ি, কণিকা ইত্যাদি।

জগন্নাথ দেবকে ৫৬ ভোগ নিবেদন করা হয়েছে।

মহাকালবাড়ি মন্দিরের এক পাশে করা হয়েছে রান্নাঘর। সেখানে সারাদিনই দেবতার পছন্দের হরেকরকমের রান্না হয়। মূলত দু'ধরনের ভোগ তৈরি হয়। এক দিকে ভাত, ডাল, তরিতরকারি, পায়েস, ক্ষীর। অন্য দিকে মুড়ি, মুড়কি, খই ও নানা ধরনের শুকনো মিষ্টি ও মালপোয়া।

ভক্ত নয়ন সূত্রধরের কথায়, 'রোজ ছাপ্পান্ন ভোগ নিবেদন করা হয়। জগন্নাথের পছন্দের ৫৬ ভোগে থাকে পাঁচ রকমের ভাত, পাঁচ রকমের ডাল, শুক্তো, বিভিন্ন সবজি দিয়ে তরকারি, বেগুনের মরিচপানি, নারকেল বাটা দিয়ে হরেকরকম চাটনি। পরমান্নও থাকে কয়েক রকমের। এছাড়াও ১২ ধরনের মিষ্টিও দেওয়া হয়। সবকিছু ভক্তরাই বানান।'

ফালাকাটায় ইসকন পরিচালিত নামহট্ট রথযাত্রায় এখন রোজ নানা ধরনের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রোজ করা হচ্ছে জগন্নাথ দেবের বিশেষ আরতি। স্থানীয় শিল্পীরা নাচ, গান পরিবেশন করছেন। জানা গিয়েছে, উলটো রথের দিন প্রায় ১০ হাজার ভক্তের জন্য প্রসাদ বিতরণ করা হবে। এছাড়াও ওই দিন উলটো রথ সহ রাত্রি পর্যন্ত চলবে নানা ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান।

সচেতনতা শিবির

জয়গাঁ, ৩ জুলাই : জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সচেতনতা শিবির কর্মসূচি করা হয় বৃহস্পতিবার। এদিন বিকেলে গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যরা জয়গাঁ হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের এলাকা পরিষ্কার করেন। মূলত এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাকে প্লাস্টিকমুক্ত করে তোলাই লক্ষ্য তাঁদের। এদিন বিকেলে স্কুলের সামনে প্লাস্টিক সামগ্রী উঠিয়ে তা ডাস্টবিনে ফেলতে দেখা গেল মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যদের। সঙ্গে ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের এগজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট মিগবাহাদুর ছেত্রী। তিনি বলেন, 'এটি একটি সরকারি প্রকল্পের কর্মসূচি, যা জয়গাঁ ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায় শুরু হল।'

সচেতনতার পর এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতে বাড়ি বাড়ি নীল ও সবুজ নোংরা ফেলার বালতি দেওয়া হবে। যেখানে পচনশীল ও অপচনশীল নোংরা ফেলতে বলা হবে গ্রামবাসীদের।

স্মারকলিপি

ফালাকাটা, ৩ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন এবং পুর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের তরফে ফালাকাটায় মিছিল করা হল। বৃহস্পতিবার মিছিল শেষে ফালাকাটা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট রিনা ঘোষ বলেন, '৯ জুলাই ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে দেশজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। তার সমর্থনে এবং আমাদের বিভিন্ন দাবিদাওয়ার বিষয়ে এদিন স্মারকলিপি দিই।'

জরিমানা

আলিপুরদুয়ার, ৩ জুলাই : মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো বন্ধে বৃহস্পতিবার সন্ধেয় জোরদার নাকা চেকিং চোখে পড়ল আলিপুরদুয়ার শহরের দমকলকেন্দ্রের সামনে। ট্রাফিক পুলিশের অভিযানে একের পর এক বাইক ও গাড়ি থামিয়ে চলে তল্লাশি। লক্ষ্য- হেলমেট পরা ও সিটবেল্ট বাঁধা নিশ্চিত করা এবং 'ড্রিংক অ্যান্ড ড্রাইভ' সংক্রান্ত বিধিভঙ্গে রাশ টানা। বেশ কয়েকজনের আর্থিক জরিমানা হয়।

অসুস্থ মহিলাকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছেন মহিলার ভাই ও সিভিক ভলান্টিয়ার। কামাখ্যাগুড়িতে। - সংবাদচিত্র

রেলগেট বন্ধ, কোলে করে হাসপাতালে

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৩ জুলাই : কামাখ্যাগুড়ি ঘোড়ামারা রেল ওভারব্রিজের দাবি নতুন কিছু নয়। সকলেই রেলওয়ে ওভারব্রিজ চাইছেন। শাসক থেকে বিরোধী সকলেই সমানতালে এই অভিযোগ জানিয়েছেন। ১৬ জানুয়ারি আরওবি তৈরির জন্য ছাড়পত্র দিয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু কাজ কতদূর হয়েছে তা কেউ বলতে পারবে না। এসবের মাঝেই রেলওয়ে ওভারব্রিজ না থাকায় বৃহস্পতিবার করুণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হল এক মহিলা ও তাঁর পরিবারকে।

কুমারগ্রাম ব্লকের খোয়ারডাঙ্গা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ২৬ বছর বয়সি রঞ্জনা রায়ের প্রায়ই শ্বাসকষ্টের সমস্যা হয়। মঙ্গলবার সকাল দশটা নাগাদ বাড়িতে তাঁর শ্বাসকষ্টের সমস্যা দেখা দেয়। পরিবারের লোকজন কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে রেলগেট বন্ধ পান দীর্ঘক্ষণ। ততক্ষণে মহিলার অবস্থা আরও খারাপ হয়। তখন কামাখ্যাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়ির এক সিভিক ভলান্টিয়ার মৃন্ময় রায় ও রঞ্জনার ভাই কৌশল বর্মন ধরাধরি করে ওই মহিলাকে রেলগেট পার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান।

কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু হলেও শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। কৌশল বর্মনের কথায়, 'বোনের শ্বাসকষ্ট হয় মাঝেমধ্যেই। এদিন সমস্যা আরও বেড়ে গিয়েছিল। কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় কামাখ্যাগুড়ি ঘোড়ামারা রেলগেট অনেকক্ষণ ধরে বন্ধ ছিল। তখন কোলে করে পারাপার করতে হয়।'

কামাখ্যাগুড়িতে ফের ভোগান্তি

কিছুটা একই ঘটনা ঘটে বুধবারও। রশ্মিত রায় নামে এক ব্যক্তিকে সাপে ছোবল দিলে তাঁর পরিবার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় রেলগেটে আটকে পড়ে। প্রায় ৩০ মিনিট পর রেলগেট খোলে। খোয়ারডাঙ্গা জলনেশ্বরী হাইস্কুলের শিক্ষক গৌতম সরকার নিয়মিত এই রাস্তা দিয়ে স্কুলে যান। তাঁর কথায়, 'সত্যিই আজকের এই ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। প্রায়শই এমন ঘটছে।' কিন্তু এই সমস্যার সমাধান কবে হবে তা কেউ জানে না। শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ উৎপল রায় বলেন, 'এই রেলগেটে প্রত্যেকদিন নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। এই অমানবিক যন্ত্রণার অবসানে অবিলম্বে কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে ওভারব্রিজ প্রয়োজন।'

কামাখ্যাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রাণকৃষ্ণ সাহার কথায়, 'ওভারব্রিজ না থাকায় কামাখ্যাগুড়ি সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত। ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে তলানিতে ঠেকেছে সাধারণ ব্যবসায়ীদের।' কুমারগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আমাদের তরফে দাবি জানানোর পর কয়েক মাস আগে রাজ্য সরকার এনওসি দেয়। ডিপিআর খুব দ্রুত রেলমন্ত্রকের কাছে জমা দেওয়া হবে। খুব দ্রুত কাজ শুরু হবে।' জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইকের কথায়, 'আরওবি নিয়ে রাজ্যসভায় প্রশ্ন তুলেছি। রাজ্য সরকারের তরফে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪৭ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৯ আষাঢ় ১৪৩২

শমীকের চ্যালেঞ্জ

দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান। অবশেষে ভোট ছাড়াই বঙ্গ বিজেপির নতুন সভাপতি হলেন শমীক ভট্টাচার্য। লোকসভা ভোটের পর থেকেই রাজ্য সভাপতি পদে সুকান্ত মজুমদারের উত্তরসূরি খোঁজা চলছিল। একসময় দৌড়ে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ছিলেন বলে শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু দিঘায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনে সস্ত্রীক হাজিরাই দিলীপকে লড়াই থেকে ছিটকে দিয়েছে।

তারপর পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, আসানসোল (দক্ষিণ)-এর বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল এবং রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের নামই মূলত উঠে আসছিল। দুটো বিষয় বিবেচনা ছিল- (এক) সর্বভারতীয় নেতৃত্ব সুকান্তকে সরিয়ে নতুন কাউকে চাইছিলেন, (দুই) আরএসএস নিজের লোককেই ওই পদে বসাতে চাইছিল। এই সূত্রেই এগিয়ে যান 'সংঘের ঘরের লোক' শমীক ভট্টাচার্য।

১৯৭১ থেকে তিনি সংঘের স্বয়ংসেবক, ১১ বছর ছিলেন যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক। তিনবারের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শমীর বসিরহাট দক্ষিণ কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়কও বটে। বর্তমানে একইসঙ্গে রাজ্যে দলের মুখপাত্র ও রাজ্যসভা সাংসদের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। শমীক সুবক্তা হিসেবেও পরিচিত। তাঁর মনোনয়নে প্রথম প্রস্তাবক বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মনোনয়নপত্র পেশের সময় শমীকের সঙ্গে শুভেন্দু ও সুকান্ত দুজনেই ছিলেন।

বিধানসভা নির্বাচনের আর মাত্র নয়-দশ মাস বাকি থাকায় নতুন পদ এখন শমীকের কঠিন পরীক্ষা। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জিতেছিল ৭৭ আসনে। সেই সংখ্যা কমে এখন ৬৫-তে। কোনও বিজেপি বিধায়ক যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে। আবার কোথাও বিজেপি বিধায়কের মৃত্যুর পর উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছে তৃণমূল। দিলীপ রাজ্য সভাপতি থাকাকালীন একুশের বিধানসভা এবং উনিশের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি সাফল্যের মুখ দেখেছিল।

কিন্তু সুকান্ত মজুমদার সভাপতি হওয়ার পর বাংলায় ২০২৪ লোকসভা ভোটে বিজেপির আসন কমেছে। অথচ তৃণমূলের বিরুদ্ধে ২০২১ বিধানসভা ভোটের কিছুদিন পর থেকেই একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ উঠতে থাকে। দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হন তৃণমূলের একাধিক মন্ত্রী, বিধায়ক ও নেতা। দুর্নীতির অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বাতিল হয় এসএসসি-র ২০১৬ প্যানেলে ২৫৭৫৩ জনের চাকরি।

নানা কারণে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া ছিলই রাজ্যে। তা সত্ত্বেও গত লোকসভা ভোটে তৃণমূলের ফল ভালো হয়েছিল। তাছাড়া ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে এগারোটিতেই জয়ী হয় তৃণমূল। বঙ্গ বিজেপির ছন্নছাড়া দশা চলছে বহুদিন। বিধানসভা থেকে রাজপথ, কোথাও নজরকাড়া ভূমিকায় দেখা যায় না বিজেপিকে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে গুচ্ছ গুচ্ছ কেলেঙ্কারির অভিযোগ থাকলেও বিজেপি বিধানসভা কিংবা বাইরে তেমন কোনও শোরগোল করতে ব্যর্থ।

বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কোনও সামান্য বিষয়েও তোলপাড় করে দিতেন রাজ্য। সম্প্রতি কালীগঞ্জে তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমায় প্রাণ হারাল দশ বছরের নাবালিকা তামান্না খাতুন। ফের ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস মনে করিয়ে দিল। বিরোধী পক্ষে তৃণমূল থাকলে হয়তো বিধানসভা অচল করে দিত। বিজেপি কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারল না।

অথচ বিজেপির বিধায়ক তালিকায় এমন একজন অর্থনীতিবিদ, সুবক্তা রয়েছেন, যাঁকে পেলে যে কোনও দলই কাঁপিয়ে দিতে পারে। তিনি বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক লাহিড়ি। তাঁকে সেভাবে কাজে লাগাতে পারল না বিজেপি। অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ মেনে নিয়েও বলতে হয়, বিধানসভায় বিতর্কের সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে ওয়াক-আউটেই বেশি স্বচ্ছন্দ ছিল বিজেপি।

এতদিন রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বে একতা দেখা যায়নি। যে যাঁর নিজের মতো আন্দোলন করতেন। মুখ দেখাদেখিও কম হত। শমীক ভট্টাচার্যের পক্ষে আদি-নব্য- সব গোষ্ঠীকে নিয়ে চলাটা খুব কঠিন। তার মধ্যে দিলীপকে দূরে সরিয়ে রাখলে তার প্রভাব ভালো নাও হতে পারে বিজেপিতে।

অমৃতধারা

নিজকর্মের ফল প্রাপ্তির জন্য অধৈর্য হওয়া অর্থাৎ অপরিপক্ক ফল খাওয়ার চেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া। সুযোগ যদি বা একটি হারাও, তাতে ভারাক্রান্ত হয়ে রোদন না করে দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখ, যাতে পরবর্তী সুযোগ হাতছাড়া না হয়। যে বিনীতভাবে সর্বপরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারে সে মহৎগুণের অধিকারী। কুটিল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি কখনও সত্যিকারের শান্তি পায় না। সৎব্যক্তি নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট যেমন থাকে, অন্যেরাও তার সংস্পর্শে সন্তুষ্ট থাকে। চরিত্রবান হওয়াই যেকোনও কঠিন সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান। চরিত্র যেখানে নেই সেখানে যথার্থ কোনও সম্মানও নেই। কাজে যার যথার্থ নিষ্ঠা আছে, তার কথায়, চিন্তায়, কর্মে আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠবে। ঈশ্বর ও সময় এই দুই-ই শ্রেষ্ঠ উপশমকারী।

-ব্রহ্মাকুমারী

ঠাঁই নিয়েও ব্রিটিশ যুদ্ধবিমানে গোপনীয়তা

১৪ জুন ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান তিরুবনন্তপুরমে জরুরি অবতরণ করে। তারপর থেকেই আন্তর্জাতিক রাজনীতি সরগরম

সুমন ভট্টাচার্য

সামাজিক মাধ্যমে কেরল পর্যটনের এই মজার বিজ্ঞাপনটাই কি সত্যি? নাকি, ব্রিটিশ নৌবাহিনীর এফ-৩৫বি যুদ্ধবিমানের তিরুবনন্তপুরম বিমানবন্দরে প্রায় তিন সপ্তাহ দাঁড়িয়ে থাকার পিছনে রয়েছে আরও কোনও গভীর রহস্য? গত মাসের ১৪ তারিখ আচমকাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এই যুদ্ধবিমানটি তিরুবনন্তপুরম বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করেছিল। ওই বিমানকে কেন্দ্র করে কী 'অদ্ভুতুড়ে' কাণ্ড ঘটতে চলেছে তা অবশ্য তখনও বোঝা যায়নি। বিমানটিতে জ্বালানি কমে গিয়েছে, আবহাওয়া খারাপ তাই ১৪ জুন রাত ৯টা ২৫-এ ভারতীয় বিমানবাহিনীর বিশেষ অনুমতি নিয়ে মার্কিন সমরাস্ত্র নির্মাতা সংস্থা 'লকহেড মার্টিন'-এর তৈরি, প্রায় হাজার কোটি টাকা দামের ওই যুদ্ধবিমানটি জরুরি অবতরণ করে। পরের দিনগুলিতে কী নাটক অপেক্ষা করছে সে বিষয়ে কেউ তখন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি।

১৫ জুন দেখা যায় বিমানটিতে কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যাও দেখা দিয়েছে। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে যুদ্ধবিমানের 'হাইড্রলিক' পাওয়ারের সমস্যা দেখা দিয়েছে। যে যুদ্ধবিমানের বিশ্বজোড়া খ্যাতি খুব অল্প জায়গার মধ্যে উড়ে যাওয়ার জন্য এবং 'ভার্টিকাল ল্যান্ডিং'-এর কারণে, সে হেন বিমানে এইরকম সমস্যা? পরে জানা গেল ৯ এবং ১০ জুন ব্রিটিশ নৌবাহিনীর বিখ্যাত বিমানবাহী রণতরী 'এইচএমএস-প্রিন্স অফ ওয়েলশ' ভারত মহাসাগরে যে যৌথ সামরিক মহড়া দিয়েছিল ভারতীয় নৌবাহিনীর সঙ্গে, এই এফ-৩৫বি ছিল তারই অংশ। আমাদের বুঝতে হবে, জুন মাসের প্রথমে যখন ইরান-ইজরায়েল দ্বন্দ্ব নিয়ে পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা চরমে, তখন ব্রিটিশ নৌবাহিনীর এই বিমানবাহী রণতরী সুয়েজ খাল এবং লোহিত সাগরে যুদ্ধমহড়া সেরে ভারত মহাসাগরে এসেছিল আমাদের নৌবাহিনীর সঙ্গে সামরিক তালিমে অংশ নিতে। এরপর তাতে কিছু সমস্যা দেখা দেয়।

'এইচএমএস-প্রিন্স অফ ওয়েলশ' যদি সুয়েজ বা লোহিত সাগর দিয়ে আসার সময় 'ন্যাটো' গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির হয়ে ইরানকে তার শক্তি প্রদর্শন করে থাকে, তাহলে ভারত মহাসাগরে আমাদের নৌবাহিনীর সঙ্গে সামরিক মহড়া দেওয়ার কারণ ছিল বেজিংকে বার্তা পাঠানো। 'এইচএমএস-প্রিন্স অফ ওয়েলশ' তো একা এই কয়েক হাজার মাইল পাড়ি দিচ্ছিল না, তার সঙ্গে ছিল 'কোর স্ট্রাইক গ্রুপ'। এই 'কোর স্ট্রাইক গ্রুপ'টা কী? ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সঙ্গে অন্য 'বন্ধু' রাষ্ট্রগুলির সেরা নৌবহরের সমাহার। ওই 'বন্ধু' রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যেমন ইউরোপের স্পেন ছিল, তেমনই ছিল দক্ষিণ গোলার্ধের অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড। অর্থাৎ গোদা বাংলায় বলতে গেলে, একসময় যে ব্রিটিশ নৌবাহিনী গোটা বিশ্বকে শাসন করত এবং 'সূর্য কখনও অস্ত যায় না' এমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল সেই সোনালি দিনগুলিকে মনে করিয়ে দিয়ে গোটা বিশ্বের কাছে আমেরিকা, ইংল্যান্ডের যৌথ সমরাস্ত্রের শক্তি দেখানোর উদ্দেশ্যেই 'এইচএমএস-প্রিন্স অফ ওয়েলশ' ভারত মহাসাগরে এসে পৌঁছেছিল।

যদি এহেন শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া বিমানবাহী রণতরীর থেকে

এফ-৩৫বি যুদ্ধবিমানকে নিয়ে কেরল পর্যটনের সেই মজার ছবি।

আন্তর্জাতিক সমরাস্ত্র প্রদর্শনীর একটা মামুলি ঘটনা কীভাবে গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিতে পারে এই ঘটনা তারই প্রমাণ। একদিকে 'ন্যাটো'র সব দেশকে তাদের যুদ্ধাস্ত্র সংক্রান্ত গোপনীয়তা নিয়ে সবাইকে উদ্বেগে রেখেছে, অন্যদিকে বেজিং, মস্কো এবং তেহরানকে পরিহাস করার সুযোগ এনে দিয়েছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত একটি যুদ্ধবিমান 'রুটিন সর্টি' বা মহড়া উড়ানে বেরিয়ে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে আর ফিরতে না পারে, তাহলে গোটা বিশ্বজুড়ে হইচই পড়ে যাবেই যাবে। হলও তাই। আহমেদাবাদে বোয়িং-এর 'ড্রিমলাইনার' ভেঙে পড়ার চাইতে এ-ও কম হুলুস্থুল ফেলে দেওয়া খবর নয়। এফ-৩৫ বি, যাকে ধরা হচ্ছিল মার্কিন নৌবাহিনীর 'এফ/এ-১৮ সুপার হর্নেট' বা রুশ যুদ্ধবিমান 'এস ইউ৩৩'-এর চাইতেও উন্নত এবং আধুনিক মানের, সেই বিমান কীভাবে এইরকম যান্ত্রিক সমস্যার মধ্যে পড়ল, তা নিয়ে তো গোটা বিশ্বে আলোচনা শুরু হয়ে গেল।

তিরুবনন্তপুরমে দাঁড়িয়ে থাকা এফ-৩৫বি বিমান নিয়ে কেরল পর্যটনের মজার বিজ্ঞাপন বা নেটিজেনদের চটুল রসিকতা, যে 'নারকেল তেল না ভরে ওই বিমান উড়ে যাবে না' সবাইকে হাসাচ্ছে। কিন্তু এর বাইরে কী রয়েছে কোনও গভীর প্রহেলিকা? অবশ্যই রয়েছে। ১৫ জুন যখন তেল ভরার পরেও এফ-৩৫বি উড়তে পারল না, তখন 'এইচএমএস-প্রিন্স অফ ওয়েলশ' থেকে 'মার্লিন' হেলিকপ্টারে চেপে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়াররা এসেছিলেন যুদ্ধবিমানের মেরামতি করতে। কিন্তু তাঁরাও সফল হননি। ওই যুদ্ধবিমানকে 'হ্যাংগার'-এ নিয়ে গিয়ে রাখার জন্য এরপর ভারতের তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয়। কারণ, জুন মাসের প্রবল বর্ষণে খোলা আকাশের তলায় হাজার কোটি টাকা দামের এফ-৩৫বি দাঁড়িয়ে থাকলে যদি কিছু ক্ষতি হয়ে যায়! কিন্তু ব্রিটিশ নৌবাহিনীর তরফে পত্রপাঠ 'না' বলে দেওয়া হয়। কারণ, ভারত 'ন্যাটো'র সদস্য নয়, আর আমরা রাশিয়ায় তৈরি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 'এস-৪০০' ব্যবহার করি। মনে রাখতে হবে, 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় রুশ প্রযুক্তিতে তৈরি যে 'এস-৪০০' আমাদের 'তুরুপের তাস' ছিল, এক্ষেত্রে সেটাই ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্কের পথে জটিলতা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, যে রুশ প্রযুক্তিকে ধোঁকা দিতে মার্কিনিদের প্রয়োজন অনুযায়ী 'লকহেড মার্টিন' এই যুদ্ধবিমান বানিয়েছে, তাকে যদি কোনওভাবে রুশ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম পড়ে নিতে পারে, তাহলে তো 'ন্যাটো' বেকুব বনে যাবে।

তাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিপুল হইচই, সেদেশের এমপিদের এফ-৩৫বি নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ, চিনা পোর্টালে 'দ্যাখো, ব্রিটেন আসলে ভারতকে বিশ্বাস করে না' বলে কটাক্ষ, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, কূটনীতিতে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা সর্বত্র তিরুবনন্তপুরমে প্রায় তিন সপ্তাহ দাঁড়িয়ে থাকা এক যুদ্ধবিমান নিয়ে চায়ের কাপে তুফান উঠেছে। ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা দপ্তরের তরফে যদিও প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, তারা কোনও 'গুপ্তচরবৃত্তি'র সন্দেহ করছে না, বরং ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রকের তরফে করা যাবতীয় সহযোগিতার তুমুল প্রশংসা করা হয়েছে, কিন্তু আসল সত্যিটা কারও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। বিমানটিকে হ্যাংগারে নিয়ে যাওয়া নিয়ে বহু 'নাটক' হয়েছে। ব্রিটেন থেকে ৪০ জনের একটি বিশেষজ্ঞ দল বিমানটিকে ঠিকঠাক করে তুলতে এসে চেষ্টা চালাবে। শেষপর্যন্ত যদি বিমানটি নিজে উড়ে যেতে সক্ষম না হয় তবে বিমানবাহী বিমানে করে সেটিকে নিয়ে যাওয়া হতে পারে বলে ঠিক হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সমরাস্ত্র প্রদর্শনীর একটা মামুলি ঘটনা কীভাবে গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিতে পারে এই ঘটনা তারই প্রমাণ। একদিকে 'ন্যাটো'র সব দেশকে তাদের যুদ্ধাস্ত্র সংক্রান্ত গোপনীয়তা নিয়ে সবাইকে উদ্বেগে রেখেছে, অন্যদিকে বেজিং, মস্কো এবং তেহরানকে পরিহাস করার সুযোগ এনে দিয়েছে। আসলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির যে সন্ধিক্ষণে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি, যখন একদিকে রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ চলছে, অন্যদিকে পশ্চিম এশিয়ায় তেহরান বনাম তেল আভিভের উত্তেজনার পারদ ধিকিধিকি জ্বলছে, তখন ঠিক সেই সময় আমেরিকায় তৈরি ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সবচেয়ে গর্বের যুদ্ধবিমান যদি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তথাকথিত নিরপেক্ষ একটি দেশে, অর্থাৎ ভারতবর্ষে আটকে পড়ে, তাহলে তা নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ঝড় উঠবেই। ব্রিটিশ সরকারকে তাদের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে সবাইকে আশ্বস্ত করতে হয়েছে, যে তিরুবনন্তপুরমে দাঁড়িয়ে থাকা এফ-৩৫বি-কে সর্বক্ষণ ব্রিটিশ উপগ্রহ নজরদারিতে রেখেছে। অর্থাৎ, কেরলের বিমানবন্দরে শুধু সিআইএসএফ বা ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনী পাহারা দিচ্ছে না, ব্রিটিশ উপগ্রহ থেকে 'ন্যাটো'র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও এফ-৩৫বি-কে নজরের আড়ালে যেতে দিচ্ছে না।

মাঝখান থেকে লাভের বিষয় বলতে কেরল পর্যটন এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মজার মজার বিজ্ঞাপন তৈরি করে সবার নজর কাড়তে শুরু করেছে। এফ-৩৫বি যুদ্ধবিমানকে বিশ্বের অন্যতম সেরা যুদ্ধবিমান হিসেবে ধরা হয়। ভারতের মাটিতে সেই বিমানেরই এভাবে নেমে পড়ে এতদিন ধরে আটকে থাকার বিষয়টি ভবিষ্যতে যুদ্ধবাজারে এর বিক্রিতে খারাপ প্রভাব ফেলবে কি না সেই প্রশ্নও জোরালো হয়েছে।

(লেখক সাংবাদিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

আজ

১৯০২

আজকের দিনে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে প্রয়াত হন স্বামী বিবেকানন্দ।

২০২২

বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার আজকের দিনে আমাদের ছেড়ে চলে যান।

আলোচিত

আমরা সংখ্যালঘু বিরোধী নই। আমরা চাই দুর্গাপুজো ও মহরমের মিছিল একসঙ্গে হেঁটে যাবে কোনও সংঘর্ষ ছাড়াই। আয়নার সামনে দাঁড়ান, দেখতে পাবেন বাংলায় সবচেয়ে বেশি খুন হয়েছে মুসলমানরাই। যাদের জন্য এটা হল, তাদের বিদায় জানাবেন না?

- শমীক ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১

হৃষ্টপুষ্ট মাছ দেখেই বিগলিত হয়ে পড়ার কারণ নেই। ভাইরাল এক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এক মৎস্যচাষি মাছকে হরমোন ইনজেকশন দিচ্ছেন। এরকম মাছ খেলে মানবশরীরের ক্ষতি হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন।

ভাইরাল/২

আমরা পড়াশোনা জানি। কীভাবে পরিবেশ দূষিত হয় তাও জানি। তবুও জ্ঞানপাপীর মতো সেটাই করে চলি। ধরা পড়লে আবার তর্ক করি। নৈনিতাল লেকে প্লাস্টিক বোতল ফেলে ক্যামেরাবন্দি হওয়ার পর এক তরুণ এভাবে তর্ক করে অবশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় দুয়ো কুড়োলেন।

জনমন জনমত

যে খবর হৃদয়ে আঘাত করে

৩০ জুন উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রথম পাতায় প্রকাশিত দুটি খবর হৃদয়কে নাড়া দিয়ে গেল। যেখানে শাসকদলের নেত্রী থেকে সকল নেতা দাবি করেন, তাঁদের সরকার 'মানবিক' সরকার, সেখানে ময়নাগুড়িতে একজন মা তাঁর দেড় বছরের সন্তানকে যৎসামান্য খাবার মুখে তুলে দিতে না পারার যন্ত্রণায় তিস্তা নদীতে ছুড়ে ফেলে দিলেন। ভাগ্য ভালো, সেই মুহূর্তে কয়েকজন দেখে ফেলায় ছেলেটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। হতে পারে মায়ের মতিভ্রম, হতে পারে অভাবজনিত পারিবারিক অশান্তি। কিন্তু আমার প্রশ্ন, কেন স্বাধীনতার এত বছর পরেও সরকার খাদ্যের নিরাপত্তা দিতে পারে না? কেনই বা একজন দরিদ্র পরিবারের ছোট্ট শিশুকে অভুক্ত থাকতে হবে? তাহলে কীসের মানবিক সরকার? কীসের পঞ্চায়েত?

পাশাপাশি আরও একটি মর্মান্তিক খবর, তোলাবাজদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এক ব্যক্তি পরিবার সহ জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন করেছেন। অত্যাচারের মাত্রা কতটা হলে একজন মানুষ পরিবার সহ স্বেচ্ছামৃত্যুর ইচ্ছে প্রকাশ করতে পারেন! তাহলে বুঝতে হবে প্রশাসন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে না। অপরাধীদের কথাই কি শেষকথা?

বোমা, গুলি, বন্দুক, খুন, ধর্ষণ, ভাষা সন্ত্রাস এখন বঙ্গ জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ বলতেই পারেন, আগে কি এইসব ঘটনা ঘটেনি? অবশ্যই ঘটেছে। তার জন্যই মানুষ ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করেছেন। মানুষ আশা করেছিলেন, রাজ্যে সাধারণ মানুষের সরকার গঠন হবে। কিন্তু বর্তমানে যা দেখছি তাতে সাধারণ মানুষের আশা পূরণ হয়নি বলেই আমার ব্যক্তিগত অভিমত।

প্রাণগোপাল সাহা, সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

মেধাবীদের দেশেই রাখার ব্যবস্থা করা হোক

ভারতের মধ্যে থেকে যাঁরা অন্য রাজ্যে কাজ করতে যান তাঁরা হন পরিযায়ী, কিন্তু অতি শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা বিদেশে কাজ করতে গেলে আমরা গর্বিত হই। নিজেদের কেউকেটা বলে মনে করি। সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট পরিবার বিশেষ গৌরবান্বিত অনুভব করে। কিন্তু কিছু ব্যক্তি যাঁরা পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে গেল গেল রব তুলে মিডিয়া গরম করেন, তাঁরা বিদেশে চাকরিরত পরিযায়ীদের নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেন না।

এই যে আমাদের দেশের উচ্চ মেধাসম্পন্ন মাথাগুলো কিছু বেশি পয়সা ও কিছু বাড়তি সুবিধার জন্য বিদেশে চলে যাচ্ছেন, আমরা আমাদের দেশের ভালোর জন্য তাঁদের প্রতিভাকে কাজে লাগাতে পারছি না। অথচ আমাদের দেশের মেধা ব্যবহার করে বিদেশিরা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য ঘুরপথে আমাদের দেশেই বিক্রি করছে। এই মেধা যুগের পর যুগ ধরে বিদেশিরা আমাদের দেশ থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশ কেন পারছে না এইসব মেধাবীকে আমাদের দেশেই ধরে রাখতে? তাই পরিযায়ী পরিযায়ী বলে মিডিয়া গরম না করে, আমাদের দেশের প্রতিভাগুলোকে আমাদের দেশেই যাতে ধরে রাখা যায়, সেই ব্যাপারে সরকারের উপর কীভাবে চাপ সৃষ্টি করা যায় সেদিকে মনোনিবেশ করতে পারলে মনে হয় অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করা যায়।

সমীরকুমার বিশ্বাস
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিবেকানন্দ চর্চায় বিবেক বদলাতে বাধ্য

নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস হারানো আজকের প্রজন্ম নিজেকে দুর্বল না ভাবলে আস্থা ফিরে পাবেই

রাহুল দাস

'একটি জাতিকে জানতে হলে, তার মায়েদের শিক্ষাকে জানো'— এই কথাটি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল সেই মানুষটির জীবনে, যাঁর শৈশব গড়ে উঠেছিল ঘরের কোণে, কিন্তু চিন্তা বিস্তৃত হয়েছিল বিশ্বপটভূমিতে। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দের জীবনচর্চায় বহু আলো পড়েছে, তবে তাঁর ভাবনার শিকড়— তাঁর মা-বাবার গভীর শিক্ষার প্রভাব এতে ছিল সবচেয়ে বেশি। ছোটবেলায় একবার বিনা দোষে স্কুলে মার খেয়ে বাড়ি ফিরে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। মা ভুবনেশ্বরী দেবী স্নেহময় কণ্ঠে বলেছিলেন, 'যদি তুই দোষ না করিস, তবে ভয় কীসের? সত্যকে আঁকড়ে ধর।' সেই একটি বাক্য একদিন শিকাগোর মঞ্চে বজ্রনিনাদের মতো ধ্বনিত হবে, তা কে জানত!

তাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন আলোকিত চিন্তাধারার মানুষ। একদিন ছেলের মুখে খারাপ ভাষা শুনে শাস্তি না দিয়ে, দরজায় ঝুলিয়ে দিলেন সেই শব্দগুলির তালিকা। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল— ছেলে যেন নিজেই তার কর্মের জন্য লজ্জিত হয়। সেই ঘটনাই হয়তো জন্ম দিয়েছিল বিবেকের প্রথম আলো। এই পারিবারিক শিক্ষার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল নরেন। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংস্পর্শে এসে তিনি বুঝেছিলেন— ধর্ম কেবল উপাসনা নয়, সেবাও এক ধরনের ঈশ্বরসাধনা। ভারতব্যাপী তাঁর যাত্রাপথে তিনি দেখেছেন দারিদ্র্য, অসাম্য, অন্যায়— সেখান থেকেই গড়ে উঠেছে তাঁর জীবনদর্শন।

তিনি বলেছিলেন— 'নিজেকে দুর্বল ভাবা পাপ।'

শিকাগো সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ।

আজকের আত্মবিশ্বাস হারানো সমাজে তাঁর এই বাক্য যেন অন্তর্জাগরণের মন্ত্র। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল—'জাগো, ওঠো, এবং লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত থেমো না।' ধর্মের নামে যখন বিভাজনের বিষ ছড়ায়, তখন তাঁর কণ্ঠে শোনা যায়— 'দরিদ্রনারায়ণের সেবা করাই পরম ধর্ম।'

১৮৯৩ সালের শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর মুখে 'সিস্টারস অ্যান্ড ব্রাদারস অফ আমেরিকা' শুধু করতালির ঝড়ই তোলে না, বদলে দেয় পাশ্চাত্যের চোখে প্রাচ্যের অবস্থান। তিনি জানান, ধর্ম মানে বিভেদ নয়— সহিষ্ণুতা, সৌহার্দ্য, অন্যের বিশ্বাসকে সম্মান করা। তাঁর বার্তা ছিল— 'যতদিন একজন মানুষ ক্ষুধার্ত, ততদিন মন্দিরে ঈশ্বরের খোঁজ বৃথা।'

তাঁর ঈশ্বরচিন্তা ছিল মানবকেন্দ্রিক ও মুক্ত। তিনি বলতেন— 'আমি সেই ঈশ্বরকে মানি না, যাকে একজন গরিবের দেহে দেখতে পাই না।' মন্দিরের গণ্ডি ছাড়িয়ে ঈশ্বরকে খুঁজে নিয়েছিলেন মানুষের মাঝে, সেবার মধ্য দিয়ে। ধর্ম আর ঈশ্বরের সংজ্ঞা তিনি নতুনভাবে গড়ে তুলেছিলেন— ভয়ের নয়, ভালোবাসার ভিত্তিতে।

তরুণসমাজকে ঘিরে ছিল তাঁর গভীর আস্থা। বলেছিলেন, 'আমাকে ১০০ উদ্যমী তরুণ দাও, আমি ভারতকে বদলে দেব।' তাঁর চোখে যুবক মানে কেবল বয়সে তরুণ নয়— মননেও জাগ্রত, সাহসী, দায়বদ্ধ। আজকের হতাশ যুবসমাজের কাছে এই বাণী যেন এক নবজাগরণের আহ্বান। আজও তাঁর জীবন আমাদের শেখায়— যে ঘরে সত্য, সাহস আর মানবিকতার পাঠ শেখানো হয়, সেখান থেকেই জন্ম নেয় এক সন্ন্যাসী— মানবসেবায় ব্রতী সন্ন্যাসী। তাঁর আলো জ্বলছে— উত্তর থেকে দক্ষিণে, ঘর থেকে বিশ্বদরবারে। তাঁর শিক্ষা শুধু অতীতের স্মৃতি নয়— ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক।

(লেখক শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত। তুফানগঞ্জের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮৩

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। বেলফুল ৩। মদ, কাঠ ৫। কিস্তি, অবস্থা, ব্যাপার ৬। পৌরাণিক অষ্টপদ ও সিংহের চেয়ে বলবান মৃগবিশেষ ৮। চূড়া, শীর্ষদেশ ১০। রাত, নারী ১২। সুতো কাটার যন্ত্রবিশেষ, টাকু ১৪। বিশেষ, অসাধারণ, নিজস্ব ১৫। চক্রান্ত, গুপ্ত, পরামর্শ ১৬। নব্বই সংখ্যা।

উপর-নীচ : ১। বসন্তকালের রাত ২। মদবিশেষ, আখের গুড় ৪। রক্ত ৭। বাঙালি হিন্দুর পদবিবিশেষ, প্রচুর ভার বহন করতে পারে এমন বড় নৌকাবিশেষ ৯। দীপ্ত, আলোকিত, উদ্ভাসিত, অন্ন ১০। ধনুক ১১। আচার-ব্যবহার, প্রথা, মতবাদ ১৩। শুকনো গোবর, ঘুঁটে।

সমাধান ■ ৪১৮২

পাশাপাশি : ১। বনাত ৩। হারাহারি ৪। রটনা ৫। দাপাদাপি ৭। মঠ ১০। নীপ ১২। বকবক ১৪। ছাতিম ১৫। আজগুবি ১৬। কমলা।

উপর-নীচ : ১। বলরাম ২। তরক্ষু ৩। হানাদার ৬। দামিনী ৮। ঠমক ৯। নাকছাবি ১১। পরকলা ১৩। দমক।

বিন্দুবিসর্গ

কর্ণাটকে অনুব্রত কাণ্ডের ছায়া

মুখ্যমন্ত্রীর আচরণে অপমানিত পুলিশকর্তা

বেঙ্গালুরু ও কলকাতা, ৩ জুলাই : তফাত সত্যিই শুধুমাত্র শিরদাঁড়ায়। শাসকের কাছে অপমানিত হওয়ায় কর্ণাটকের এক পুলিশকর্তা যে পদক্ষেপ করেছেন, তেমনটা পশ্চিমবঙ্গে নেহাতই কষ্ট কল্পনা মাত্র। বরং তৃণমূলের শীর্ষনেতৃত্বের পাশাপাশি নীচুতলার নেতাদের হাতে বারবার অপমানিত হওয়ার পরও বঙ্গের উর্দিধারীরা নিজেদের চাকরি বাঁচাতেই ব্যস্ত।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ২৮ এপ্রিল বেলাগাভিতে একটি জনসভার আয়োজন করেছিল কংগ্রেস। ওই জনসভায় বিজেপির মহিলাকর্মীরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালে মেজাজ হারান মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। বেলাগাভির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) এনভি বরামণিকে ডেকে পাঠান তিনি। বলেন, 'কে আছেন এসপি? এখানে আসুন।' বরামণি এগিয়ে আসতেই তাঁকে চড় মারতে গিয়েছিলেন সিদ্দারামাইয়া। শেষমেশ চড় না মারলেও সবার সামনে এমন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায় চূড়ান্ত অপমানিত বোধ হয়েছিল এনভি বরামণির। তাই একরাশ হতাশা, ক্ষোভ এবং অপমানে পুলিশের চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়েছেন এএসপি। কর্ণাটকের মুখ্যসচিবকে ১৪ জুন এই মর্মে একটি চিঠিও পাঠিয়েছেন তিনি। কর্ণাটকের কংগ্রেসশাসিত সরকার শেষপর্যন্ত অবশ্য স্বেচ্ছাবসরের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি। তবে এনভি বরামণির ঘটনায় কন্নরভূমের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও পুলিশের আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে।

সম্প্রতি বীরভূমের প্রাক্তন তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে ফোন করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। ওই পুলিশ আধিকারিকের মা ও স্ত্রীর সম্পর্কেও চরম কটূক্তি করেন তিনি। অনুব্রত-লিটন হালদার ফোন কলের অডিও রেকর্ড ভাইরালও হয়েছে। এই ঘটনায় অনুব্রতের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠলেও আইসি লিটন হালদার কিন্তু তৃণমূলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতার যাবতীয় অপমান দিব্যি হজম করে ফেলেছেন। এনভি বরামণির মতো তিনি স্বেচ্ছাবসর নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে পারেননি।

বিতর্কিত মুহূর্তের ভাইরাল ছবি। কর্ণাটকের বেলাগাভিতে।

বস্তুত, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর ভবানীপুর থানায় ঢুকে আসামিদের ছাড়িয়ে এনেছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব থেকে টেবিলের তলায় লুকিয়ে প্রাণে বেঁচেছিল আলিপুর থানার পুলিশকর্মীরা। ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত ভোটের আগে পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা মারার নিদান দিয়েছিলেন তিনি। ২০১৭ সালে পুলিশের এক পদস্থ কর্তাকে প্রকাশ্যে হুমকিও দিয়েছিলেন তিনি।

বরামণি মুখ্যসচিবকে লেখা চিঠিতে লিখেছেন, 'আমি জনসমক্ষে থাপ্পড় খাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু সর্বসমক্ষে আমি অপমানিত হয়েছি।' মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশ দপ্তরের মর্যাদার কথা মাথায় রেখে সেই জনসভা ছেড়েছিলেন তিনি। জানা গিয়েছে, চিঠি লেখার পরই মুখ্যমন্ত্রী ওই পুলিশকর্তার সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁর সঙ্গে একান্তে দেখাও করেন। কিন্তু তাতে বিতর্ক থামছে না। বিজেপি, জেডিএস মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতেও বলেছে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকরা তাঁকে বরামণির ইস্তফা নিয়ে প্রশ্ন করেন। সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ হারিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পালটা প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি বিজেপির লোক? ওরা যখন চুপ রয়েছে আপনি কেন এসব প্রশ্ন তুলছেন?'

এনআইএ ও সিবিআইয়ের স্বীকারোক্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই : দেশে ডিজিটাল অ্যারেস্টের ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কিন্তু আমজনতা যাতে সেই ফাঁদে পা দিয়ে সর্বস্বান্ত না হন তার জন্য প্রচারে খামতি না থাকলেও ওই অপরাধ কমেনি। এই অবস্থায় সংসদের স্বরাষ্ট্র বিষয়ক স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উপস্থিত এনআইএ এবং সিবিআই আধিকারিকরা মেনে নিয়েছেন যে ডিজিটাল অ্যারেস্ট রোখার মতো পর্যাপ্ত পরিকাঠামো এবং লোকবল নেই তাদের হাতে। এদিনের বৈঠকে সিবিআই, এনআইএ-র প্রতিনিধিদের পাশাপাশি হাজির ছিলেন বিদেশ মন্ত্রক, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিরা। সূত্রের খবর, বিরোধী সদস্যদের বিশেষ করে তৃণমূল সাংসদ মালা রায়ের প্রশ্নের মুখে দিশেহারা হয়ে পড়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি। নিজেদের ঘাটতির বিষয়টি তারা স্বীকার করে নেয়। বৃহস্পতিবারই ডিজিটাল অ্যারেস্ট প্রতারণা ও সাইবার অপরাধ বন্ধে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংসদের আদলে চলুক পুরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই : নগরবাসীদের সমস্যার সমাধানে পুরসভাগুলিকে সংসদের আদলে পরিচালিত হওয়ার বার্তা দিলেন লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লা। বৃহস্পতিবার গুরুগ্রামে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পুরসভার চেয়ারপার্সনদের প্রথম জাতীয় স্তরের সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সেখানে ওম বিড়লা বলেন, 'পুরসভাগুলিকেও নিয়মিত ব্যবধানে

বার্তা ওম বিড়লার

প্রশ্নোত্তর পর্ব ও জিরো আওয়ার চালু করে নাগরিকদের সমস্যাগুলি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।' তাঁর কথায়, 'প্রতিটি সমস্যা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা জরুরি। দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে প্রতিটি স্তরে।' ওম বিড়লা জানিয়েছেন, সংসদের মতো পুরসভাগুলিতেও অধিবেশন নির্বিঘ্নে চলা উচিত। তাঁর মন্তব্য, 'বিশৃঙ্খলা গণতন্ত্রের আদর্শ হতে পারে না।' ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি, হরিয়ানা বিধানসভার স্পিকার হরবিন্দর কল্যাণ এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

নরেন্দ্র মোদিকে দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানের পদক পরিয়ে দিচ্ছেন ঘানার প্রেসিডেন্ট। বৃহস্পতিবার।

সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান লাভ

ঘানার পার্লামেন্টে মোদির গণতন্ত্রের পাঠ

আক্রা, ৩ জুলাই : ঘানার সর্বোচ্চ সম্মান 'অফিসার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য স্টার অফ ঘানা' পেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁকে সম্মানিত করেন ঘানার প্রেসিডেন্ট জন দ্রামানি মহামা। দৃশ্যত অভিভূত মোদি ভারত-ঘানা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন। গত ৩০ বছরে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সফর উপলক্ষ্যে বিপুল সংবর্ধনার আয়োজন করেছিল ঘানা সরকার। বুধবার আক্রার কোটোকা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজির হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট মহামা নিজে। প্রধানমন্ত্রীকে গার্ড অফ অনার দেয় ঘানার সেনাবাহিনী।

বৃহস্পতিবার ঘানার সর্বোচ্চ সম্মান গ্রহণের পর সেদেশের পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখেন মোদি। সেই বক্তব্যের বড় অংশ জুড়ে ছিল ভারতের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং ভারত-ঘানা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুরুত্বের কথা। মোদি বলেন, 'ঘানার সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করা আমার জন্য অত্যন্ত গর্ব এবং সম্মানের বিষয়... আমি প্রেসিডেন্ট মহামা, ঘানা সরকার এবং ঘানার জনগণের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।' ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি আড়াই হাজারের বেশি রাজনৈতিক দলের উপস্থিতির বিষয়টি তুলে ধরেন। তাঁর কথা শুনে দৃশ্যত অবাক হয়ে যান ঘানার পার্লামেন্ট সদস্যরা।

> ভারতে আড়াই হাজারের বেশি রাজনৈতিক দল রয়েছে। তাদের মধ্যে ২২টি দল বিভিন্ন রাজ্যে সরকার গঠন করেছে। আমাদের দেশে সরকারি ভাষার সংখ্যা ২২। উপভাষা হাজারের বেশি। এত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ভারতে বিদেশিদের খোলা মনে স্বাগত জানানো হয়।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**
> প্রধানমন্ত্রী

মোদি বলেন, 'ভারতে আড়াই হাজারের বেশি রাজনৈতিক দল রয়েছে। তাদের মধ্যে ২২টি দল বিভিন্ন রাজ্যে সরকার গঠন করেছে। আমাদের দেশে সরকারি ভাষার সংখ্যা ২২। উপভাষা হাজারের বেশি। এত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ভারতে বিদেশিদের খোলা মনে স্বাগত জানানো হয়।' ঘানা সফর সেরে এদিনই ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর উদ্দেশে যাত্রা করেন মোদি। তাঁর ঘানা সফরে দু-দেশের মধ্যে বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, জ্বালানি, তথ্যপ্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা সহ বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঘানার গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ, চিনি ও মাছ প্রক্রিয়াকরণে সহজ শর্তে সাড়ে চারশো মিলিয়ন ডলার ঋণ দিচ্ছে ভারত। পশ্চিম আফ্রিকার দেশ ঘানার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ৭ দশকের বেশি পুরোনো। সেখানে প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন ও দপ্তর নির্মাণ সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে যুক্ত রয়েছে ভারত।

চিনকে বার্তা রিজিজুর

দলাই লামার ঘোষণাই শেষকথা

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই : তাঁর মৃত্যুর পরেও তিব্বতিদের আধ্যাত্মিক গুরু দলাই লামার পদটি বহাল থাকবে। পঞ্চদশ দলাই লামাকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব নেবে 'গাহদেন ফোড্রাং ট্রাস্ট'। তাদের মতই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। দলাই লামা নির্বাচনে কোনও তৃতীয়পক্ষের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না। চিনের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে বুধবার একথা জানিয়েছিলেন বর্তমান দলাই লামা তেনজিং গ্যাৎসো। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দিল ভারত।

এতদিন চতুর্দশ দলাই লামা, ভারতে নিবাসিত তিব্বত সরকার এবং তিব্বতের প্রচলিত রীতিনীতিকেই মর্যাদা দিয়ে এসেছে কেন্দ্র। সেই অবস্থানে কোনওরকম বদল হয়নি বলে জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মোদি সরকারে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী রিজিজু জানান, দলাই লামা হলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় নেতা। নিশ্চিতভাবে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। মন্ত্রী বলেন, 'দলাই লামার উত্তরসূরি বাছাই হবে তিব্বতিদের প্রচলিত নিয়ম এবং বর্তমান দলাই লামার ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে। পঞ্চদশ দলাই লামার ব্যাপারে কোনও তৃতীয়পক্ষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার নেই।'

দলাই লামার উত্তরসূরি বাছাই নিয়ে তাদের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে বলে জানিয়েছে চিনের বিদেশমন্ত্রক। তবে ভারত যে চিনের সঙ্গে একমত নয়, তা রিজিজুর কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কূটনৈতিক মহলের মতে, দিল্লি যে দৃঢ়ভাবে দলাই লামা এবং নিবাসিত তিব্বত সরকারের পাশে রয়েছে, বেজিংকে সেই বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। রবিবার হিমাচলপ্রদেশের ধরমশালায় দলাই লামার ৯০ তম জন্মদিন পালিত হবে। সেই অনুষ্ঠানে রিজিজুর পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন আরেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীবরঞ্জন সিং।

যাত্রী সেজে অবৈধ র‍্যাপিডো ধরলেন মন্ত্রী

মুম্বই, ৩ জুলাই : মুম্বই শহরে অবৈধ বাইক ট্যাক্সি পরিষেবা ধরতে এবার নিজেই যাত্রী সেজে রাস্তায় নামলেন মহারাষ্ট্রের পরিবহণমন্ত্রী প্রতাপ সরনায়েক। অনেকদিন ধরেই ভুয়ো র‍্যাপিডো চালু আছে বলে অভিযোগ পড়েছিল। পরিবহণ দপ্তর আগে দাবি করেছিল, মুম্বইয়ে কোনও অবৈধ বাইক ট্যাক্সি পরিষেবা নেই। সেই দাবি যাচাই করতেই প্রতাপ সরনায়েক একটি ভুয়ো নামে র‍্যাপিডো অ্যাপে রাইড বুক করেন। মাত্র ১০ মিনিটেই মন্ত্রকের সামনে শহিদ বাবু গেনু চক-এ বাইক চলে আসে।

মন্ত্রী চালককে ৫০০ টাকা দিয়ে বলেন, 'আমরা দরিদ্র চালকের বিরুদ্ধে মামলা করতে চাই না। প্রকৃত দোষীরা যারা এই ব্যবসার পিছনে আছে, তাদের শাস্তি হওয়াই আমাদের লক্ষ্য।'

মেরামত করা সম্ভব নয়

তিরুবনন্তপুরম, ৩ জুলাই : প্রযুক্তিগত ত্রুটির জেরে ২০ দিন ধরে কেরলের বিমানবন্দরে আটকে ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান এফ-৩৫বি। আকাশে ওড়ার নাম নেই! বিমানের মেরামতি বারবার ব্যর্থ হয়েছে। জানা গিয়েছে, বিমানটিকে মেরামত করা সম্ভব নয়। তাই সেটিকে এখন আংশিক খোলনলচে খুলে ভারী কার্গো বিমানে চাপিয়ে ব্রিটেনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সুবিধার জন্য যুদ্ধবিমানটিকি বিভিন্ন অংশেও ভাঙাও হতে পারে।

বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে দরকষাকষি

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ৩ জুলাই : আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই আমেরিকা-ভারত অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে। সেজন্য দু'পক্ষের মধ্যে শেষ পর্যায়ের দর কষাকষি চলছে। সূত্রটি জানিয়েছে, মার্কিন সংস্থাগুলিকে ভারতের কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজারে অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়া নিয়ে আপত্তি রয়েছে ভারতের। স্বাধীনতার পর থেকে এই দু'টি ক্ষেত্রে মোটের ওপর দেশীয় সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশ যেখানে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত বীজ, সার ও রাসায়নিক বিদেশ থেকে আমদানি করে, সেখানে ভারত এইসব পণ্যের সিংহভাগই অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদন করে। বিদেশ থেকে যে সার বা রাসায়নিক আমদানি করা হয় তার পরিমাণও সীমিত। দুগ্ধজাত পণ্যের ক্ষেত্রে এখানে দেশীয় সংস্থাগুলির রমরমা। এবার ১৪০ কোটি মানুষের সেই বাজারের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছে আমেরিকা।

ভারতে মার্কিন সংস্থাগুলির কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যে বড়সড়ো শুল্ক ছাড়ের দাবি করছে ট্রাম্প সরকার। যা নিয়ে আপত্তি রয়েছে কেন্দ্রের। অন্যদিকে, আমেরিকায় রপ্তানি হওয়া এদেশের জুতো, পোশাক ও চামড়ার জিনিসপত্রের ওপর কর ছাড়ের দাবি করেছে ভারত। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই জট ছাড়ানোর চ্যালেঞ্জ রয়েছে দুই দেশের।

ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের এক কর্তার যুক্তি, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে চুক্তি না হলেও ভারত উদ্বিগ্ন নয়। মার্কিন সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, চুক্তি না হলে ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৬ শতাংশ হারে কর বসানো হতে পারে। কিন্তু সেই করের পরিমাণ ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্য সরবরাহকারীদের চেয়ে কম। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের চাহিদা কমার সম্ভাবনা নেই। এই বাস্তবতার নিরিখেই কেন্দ্রের সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনের দর কষাকষি চলছে।

দীপিকার মাথায় মুকুট

লস অ্যাঞ্জেলেস, ৩ জুলাই : নতুন ইতিহাস গড়লেন দীপিকা পাড়ুকোন। তাঁর মুকুটে এবার আরও বড় সম্মান। এবার দীপিকার নাম সেই সব বিশ্ব তারকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যাঁরা ২০২৬ সালে 'হলিউড ওয়াক অফ ফেম'-এ সম্মানিত হবেন। সম্ভবত দীপিকাই প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি এই সম্মানে ভূষিত হবেন। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে তালিকা প্রকাশ করেছে হলিউড চেম্বার্স অফ কমার্স। দীপিকার পাশাপাশি তালিকায় রয়েছেন হলিউড তারকা ম্যারিয়ন কোর্টিলার্ড, এমিলি ব্লান্ট প্রমুখ।

পিটিয়ে খুন পরিবারের ৩ জনকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঢাকা, ৩ জুলাই : বাংলাদেশে মাদক কেনাবেচার অভিযোগে একই পরিবারের তিনজনকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠল। মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন পরিবারের আরও একজন। বৃহস্পতিবার কুমিল্লার মুরাদনগরের এই ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন বাঙ্গরা থানার ওসি মাহফুজুর রহমান। তিনি জানিয়েছেন, ওই পরিবারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে মাদক কেনাবেচার অভিযোগ ছিল। ক্ষোভ থেকেই এই ঘটনা। পুলিশের পদস্থ কর্তারা ঘটনাস্থলে যান। আইনজীবীদের একাংশ আইন হাতে তুলে নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

পরিবেশ রক্ষায় নিবেদিত 'ডাল লেকের মা'

শ্রীনগর, ৩ জুলাই : জীবন কী আশ্চর্যরকমের সুন্দর। অনিশ্চিতও। কোথায় নেদারল্যান্ডস আর কোথায় জম্মু ও কাশ্মীর। সুদূর ইউরোপ থেকে এদেশে বেড়াতে এসে ভূস্বর্গের প্রেমে পড়ে যান ডাচ মহিলা এলিস হুবারতিনা স্পন্দরমান। ছাড়তে পারলেন না। থেকে গেলেন। কিন্তু নিছক থাকা নয়, কাজে নামলেন। হ্যাঁ, ডাল লেকের পরিবেশ বাঁচাতে নিজেকে সঁপে দিলেন সৌন্দর্য এলিসকে ভূস্বর্গ ছাড়তে দিল না। ডাল লেক তাঁর বড় প্রিয়। হ্রদটির সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও মানসিকভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। এক সময়ে লেকের খারাপ অবস্থা দেখে চুপ করে থাকতে পারেননি। ডাল লেককে পরিচ্ছন্ন রাখাই লক্ষ্য করেন। তাঁকে প্রায়ই হ্রদের জল থেকে প্লাস্টিক, বর্জ্য তুলতে দেখা গিয়েছে।

এলিস জানিয়েছেন, তাঁর এই অভ্যাস নতুন নয়। নেদারল্যান্ডসেও

নেদারল্যান্ডস থেকে কাশ্মীরের বাসিন্দা

নেদারল্যান্ডসবাসী এলিস। কখনও হাতে গ্লাভস পরে শিকারায় চেপে প্লাস্টিক, আবর্জনা তুলে ব্যাগে ভরেন। কখনও লেকের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পড়ে থাকা নোংরা অবলীলায় তুলে নেন।

এলিস বিদেশিনী। ২৫ বছর আগে প্রথম এসেছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরে। তখন তিনি পর্যটক। ভূস্বর্গের অপার সৌন্দর্যে মুহূর্তে প্রেমে পড়ে যান। এখন তিনি 'ডাল লেকের মা'। আপনজন। কাশ্মীরিরা ভালোবেসে তাঁকে এই নামে ডাকে।

কাশ্মীরের মনমাতানো ছিল। বললেন, 'ওখানে সমুদ্রতীরে থাকতাম। নেদারল্যান্ডস পরিষ্কার। কিন্তু জাহাজগুলি বর্জ্য ফেলে। আমি বর্জ্য তুলে আনতাম। এটা আমার স্বভাব।' তাঁর কথায়, 'ডাল লেক আমাকে শান্তি দিয়েছে। এ আমার প্রতিদান।'

শ্রীনগরের রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যেতে যেতে মানুষকে সবুজ বাঁচানোর বার্তা দেন তিনি। দূর থেকে অনেকে বলেন, ওই দেখো 'ডাল কি মা'।

এলিসের দল নেই। প্রচার নেই। আছে মহৎ উদ্দেশ্য, পরিবেশ বাঁচানোর 'মিশন'।

কৃষক আত্মহত্যায় সরব রাহুল

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই : তিন মাসের ভিতর মহারাষ্ট্রের ৭৬৭ জন কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনায় মোদি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেন তিনি। রাহুলের তোপ, 'এই সিস্টেম কৃষকদের চুপিসারে এবং লাগাতার মারছে আর মোদিজি শুধু নিজের জনসংযোগের তামাশা দেখছেন।' বিরোধী দলনেতা বলেন, 'ভাবুন.. মাত্র তিন মাসে মহারাষ্ট্রের ৭৬৭ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। এটা শুধু একটি পরিসংখ্যান নয়। ৭৬৭টি বরবাদ হয়ে যাওয়া পরিবারের চিত্র। এই পরিবারগুলি আর কখনও এই আঘাত থেকে বেরোতে পারবে না। আর সরকার চুপ করে রয়েছে। মুখ বুজে সবকিছু দেখে যাচ্ছে। কৃষকরা প্রতিদিন ঋণের দায়ে ডুবে যাচ্ছেন। বীজ দামি, সার দামি, ডিজেল দামি। কিন্তু এমএসপি-র কোনও গ্যারান্টি নেই। যখন কৃষকরা ঋণ মকুবের দাবি তোলেন তখন সেটা মেনে নেওয়া হয় না। অথচ যাঁদের কাছে টাকা আছে তাঁদের ঋণ অনায়াসে মকুব করে দিচ্ছে মোদি সরকার।' রাহুলের কথায়, 'মোদিজি বলেছিলেন কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হবে। অথচ এখন হাল এমনই যে, অন্নদাতাদের জীবনটাই অর্ধেক হয়ে গিয়েছে।' রাহুলের পাশাপাশি তৃণমূলও কৃষকদের আত্মহত্যা নিয়ে কেন্দ্রকে বিঁধেছে।

নীতীশের কৌশল

পাটনা, ৩ জুলাই : শুধু খয়রাতি করেই আসন্ন বিধানসভা ভোটের বৈতরণি পেরোনোর স্বপ্ন দেখছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। বুধবার শিক্ষিত তরুণদের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিজ্ঞা যোজনার আওতায় তরুণদের ইন্টার্নশিপের সুবিধার পাশাপাশি ৪ থেকে ৬ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তাও দেওয়া হবে। দ্বাদশ পাশ করা পড়ুয়াদের প্রতি মাসে ৪ হাজার টাকা করে এবং আইটিআই ও ডিপ্লোমাধারী তরুণদের ৫ হাজার টাকা করে ইনসেনটিভ দেওয়া হবে। স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তরদের প্রতি মাসে ৬ হাজার টাকা করে ইনসেনটিভ দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বলেন, এই প্রকল্পের ফলে তরুণদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সুবিধা হবে। এর আগে সামাজিক সুরক্ষা পেনশন প্রকল্প খাতে প্রবীণ নাগরিক, বিশেষভাবে সক্ষম এবং বিধবা মহিলাদের পেনশনের পরিমাণ প্রতি মাসে ৪০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১০০ টাকা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এর জবাবে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব অভিযোগ করেছিলেন তাঁদের প্রকল্প থেকে টুকলি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ভিড় সামলাতে গ্রেনেড, গুলি ও লংকা

গাজা, ৩ জুলাই : ইজরায়েলি সেনার ঘেরাটোপে বন্দি গাজা। প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডের ৮৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বাহিনী। তাদের চাপে গাজা থেকে বিদায় নিয়েছে বেশিরভাগ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। রাষ্ট্রসংঘের ত্রাণ ও শরণার্থী সংস্থার কাজকর্মও সীমিত হয়ে পড়েছে। গাজার ত্রাণশিবিরগুলির নিয়ন্ত্রণ এখন ইজরায়েল ও আমেরিকার হাতে। দু'দেশের তত্ত্বাবধানে লক্ষ লক্ষ প্যালেস্তিনীয় শরণার্থীকে খাবার দেওয়া হচ্ছে। সেই খাবার বিলির সময়ই ঘটছে একের পর গুলি চালনার ঘটনা। নিহতের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়েছে।

সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থার প্রকাশিত রিপোর্টে গাজার ত্রাণশিবিরগুলির ভয়াবহ অবস্থার বিষয়টি সামনে এসেছে। ওইসব শিবিরে থাকা শরণার্থীদের কী ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে, তার খণ্ড চিত্র ধরা পড়েছে রিপোর্টে। ত্রাণশিবিরের দায়িত্বে থাকা দুই মার্কিন কর্মী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, শিবিরগুলির নিরাপত্তায় প্রচুর সশস্ত্র রক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। ইজরায়েলি সেনার পাশাপাশি সেখানে রয়েছেন ইজরায়েল অনুগত কিছু প্যালেস্তিনীয় সশস্ত্র সংগঠনের সদস্যরা। ইজরায়েল ও আমেরিকার পেশাদার ভাড়াটে যোদ্ধাদেরও সেখানে আনা হয়েছে। খাবার বিলির সময় ভিড় ঠেকাতে তাঁদের কাজে লাগানো হচ্ছে।

ইজরায়েলি হামলায় নিহত প্যালেস্তিনীয়দের শেষ শ্রদ্ধা এলাকাবাসীর।

গাজার ত্রাণ শিবিরে নরক-দর্শন

নিরাপত্তাকর্মীদের হাতে থাকে বন্দুক, স্টান গ্রেনেড, লংকার গুঁড়ো মেশানো স্প্রে। ক্ষুধার্তরা একটু বেচাল হলেই তাঁদের লক্ষ্য করে ছোড়া হয় গুলি-গ্রেনেড-লংকার গুঁড়ো।

গাজার ত্রাণশিবিরে কর্মরত ২ মার্কিন কর্মীর দাবি, তাঁদের সহকর্মীদের অনেকেই প্যালেস্তিনীয়দের ওপর খুব তুচ্ছ কারণে বলপ্রয়োগ করেন। ভিড় ছত্রভঙ্গ করতে গুলি, গ্রেনেডের ব্যবহার সাধারণ ঘটনা। এক প্রত্যক্ষদর্শী মার্কিনকর্মীর কথায়, 'ওখানে আমাদের দায়িত্ব হল খাবারের খোঁজে আসা সন্দেহভাজন প্যালেস্তিনীয়দের ওপর নজর রাখা। কাউকে সন্দেহ হলে নিরাপত্তাকর্মীদের সতর্ক করা হয়। আমাদের সহকর্মীরা নিয়মিতভাবে প্যালেস্তিনীয়দের দিকে স্টান গ্রেনেড এবং লংকাগুঁড়ো মেশানো স্প্রে ছুড়ে মারেন।' তাঁর কথায়, 'নিরপরাধ মানুষ আহত হচ্ছে। খুব খারাপভাবে, অপ্রয়োজনীয়ভাবে।'

রিপোর্ট প্রকাশের পর গাজায় ত্রাণকার্য পরিচালনার দায়িত্বে পেশাদার স্বেচ্ছাসেবীদের সরিয়ে ইজরায়েল-আমেরিকার সশস্ত্র রক্ষী নিয়োগের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দুই দেশের কেউই এ নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করেনি।

সান্দাকফুতে অসুস্থ, সামলাতে প্রশিক্ষণ

সহজ যাত্রায় শরীরে বড় বিপদ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : মানেভঞ্জন-টংলু/টুমলিং-কালিপোখরি হয়ে সান্দাকফু। এই রুট ভ্রমণপিপাসুদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়। ট্রেকিংয়ে প্রতি বাঁকে মুগ্ধতা কিংবা ল্যান্ডরোভারে চড়ে হেলতে-দুলতে ওপরে ওঠা, দুটোই অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ দেয়। ঘুমন্ত বুদ্ধের সৌন্দর্য, মরশুমে রডোডেনড্রন আর স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার হাতছানি। সম্প্রতি যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার পর একদিকে যেমন পর্যটক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সান্দাকফুতে, তেমনই বাড়ছে বিপদ।

চারচাকা গাড়ি নিয়েই সমতল থেকে সরাসরি সান্দাকফুতে পৌঁছে যাচ্ছেন পর্যটকরা। এতে আবহাওয়া ও উচ্চতার সঙ্গে শরীরকে মানিয়ে নেওয়া হচ্ছে না তাঁদের। ফলে গন্তব্যে পৌঁছে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। কারও কারও পরিস্থিতি গুরুতর হচ্ছে। অথচ সান্দাকফু এবং মানেভঞ্জনে এখনও পর্যন্ত সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তৈরি হয়নি। কেউ সামান্য অসুস্থ হলেও চিকিৎসার জন্য চার ঘণ্টার পথ পেরিয়ে সুখিয়াপোখরিতে আনতে হবে।

এই পরিস্থিতিতে পর্যটকদের জীবন বাঁচাতে পরিবহণচালক থেকে হোটেল কর্মী, সরকারি কর্মচারীদের প্রাথমিক চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিচ্ছে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার মানেভঞ্জনে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে দার্জিলিং সদরের মহকুমা শাসক রিচার্ড লেপচা, সুখিয়াপোখরির বিডিও অর্ঘ্য গুহ, উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (১) সহ স্বাস্থ্য এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

সান্দাকফুর তুষারপাত বা সূর্যোদয়ের আলোয় কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখতে মানেভঞ্জন থেকে ট্রেকিং করে প্রায় ৩৩ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়াই ছিল রেওয়াজ। সেজন্য তাঁদের গাইড নিতে হত সঙ্গে। ব্যাগপত্র বহনের জন্য ঘোড়া বা খচ্চরের ব্যবহার বহুদিন ধরে হয়ে এসেছে। এছাড়া যাঁরা চড়াই উতরাইয়ের ধকল নিতে পারেন না, তাঁরা ল্যান্ড রোভারে চেপে সান্দাকফুতে যান। এখন মানেভঞ্জন থেকে সান্দাকফু যাতায়াতের জন্য ঝাঁ চকচকে রাস্তা তৈরি হয়েছে। শুধু ল্যান্ডরোভার নয়, অন্য গাড়িও অনায়াসে সেই পথে চলে। তাই সেখানে বছরভর পর্যটকদের ভিড়।

সুখিয়াপোখরির বিডিও অর্ঘ্য গুহ বললেন, 'প্রায় রোজ পর্যটকরা আসছেন। অধিকাংশই নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনে নেমে গাড়ি নিয়ে সরাসরি সান্দাকফু পৌঁছান। অনেকেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমতলের উষ্ণতা থেকে সরাসরি প্রচণ্ড ঠান্ডায় চলে এসে এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। ফলে অসুস্থতা।' বিডিওর দাবি,

আগে শুধু প্রবীণরা অসুস্থ হচ্ছিলেন, শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। এখন মাঝবয়সি ও ছোটরা শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছে। অক্সিজেনের অভাববোধ করছে। সম্প্রতি কয়েকটি বাচ্চার মধ্যে এমন অসুবিধে দেখা গিয়েছে।

এত উচ্চতায় মানুষের শরীরে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে, কীভাবে সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব- সেসব ব্যাপারে সবাইকে বোঝানো হয়েছে এদিনের কর্মশালায়। কারও শ্বাসকষ্ট শুরু হলে কীভাবে সুস্থ করে তোলা যায়, সেটা স্বাস্থ্য আধিকারিকরা হাতে-কলমে দেখান। পাশাপাশি কীভাবে পালস মাপতে হয়, অক্সিজেন প্রয়োজন হলে কীভাবে দিতে হবে, প্রয়োজনে অসুস্থ ব্যক্তিকে কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন বা সিপিআর দেওয়ার পদ্ধতিও দেখানো হয়েছে এদিন।

কর্মশালায় স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে স্থানীয়দের চারটি পালস অক্সিমিটার, রক্তচাপ পরিমাপের জন্য দুটি ডিজিটাল মেশিন দেওয়া হয়েছে। সান্দাকফুতে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) তরফে পর্যটন দপ্তরের অফিসে একটি অক্সিজেন সিলিন্ডার দেওয়া হয়েছে। দায়িত্বে থাকা কর্মী নরবু শেরপার কথায়, 'শুধু একটি অক্সিজেন সিলিন্ডার রয়েছে আমাদের কাছে। তাছাড়া এখানে আর কোনও চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। কোনও পর্যটক অসুস্থবোধ করলে তাঁকে সুখিয়াপোখরি বা দার্জিলিং, শিলিগুড়িতে নামাতে হবে।'

দার্জিলিং সদরের মহকুমা শাসক রিচার্ড লেপচার আশ্বাস, 'সান্দাকফুতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির প্রস্তাব রয়েছে। সেজন্য জমিও দেখা হয়েছে। আশা করছি, দ্রুত অনুমোদন চলে আসবে।'

টক অফ দ্য টাইম

গাড়ি নিয়ে সরাসরি সান্দাকফুতে পৌঁছানোয় আবহাওয়া ও উচ্চতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সমস্যা

অসুস্থবোধ, শ্বাসকষ্টে ভুগছেন নানা বয়সিরা

ওপরে পরিকাঠামো নেই, চার ঘণ্টার পথ পেরিয়ে আনতে হয় সুখিয়াপোখরি

প্রাথমিক চিকিৎসা কীভাবে, তা নিয়ে কর্মশালা প্রশাসনের

দেওয়া হল অক্সিমিটার, রক্তচাপ পরিমাপের দুটি ডিজিটাল মেশিন

সাংসদের দ্বারস্থ

জটেশ্বর, ৩ জুলাই : সরুগাঁও চা বাগানের নেপালি বস্তি এলাকার নদীভাঙন রক্ষার জন্য সরাসরি রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইকের হাতে দাবিপত্র তুলে দিল নেপালিবস্তি রক্ষার জন্য নেপালি জনজাতির মানুষজনের তৈরি করা 'সরুগাঁও জন উদ্যোগ' নামে একটি কমিটি। এইদিন বিকেল তিনটা নাগাদ সাংসদের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে এই দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয়। সাংসদ দ্রুত বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। কমিটির কর্মকর্তা অনুপ প্রধান এই সংবাদ জানিয়েছেন।

ভাঙা পড়ল

পলাশবাড়ি, ৩ জুলাই : ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়কের কাজ চলছে। তবে ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত জটিলতার কারণে এতদিন পলাশবাড়িতে রাস্তার কাজ শুরুই হয়নি। সম্প্রতি ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের প্লট বণ্টন করা হয়। তাই এবার পলাশবাড়িতেও কাজ শুরু হল। বৃহস্পতিবার পলাশবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে থাকা দীর্ঘদিনের একটি বিশ্রামাগার ভাঙা পড়ে। সেখানে আর্থমুভার দিয়ে বিশ্রামাগার ভেঙে বালি, বজরি ফেলানো হয়।

একই মঞ্চে

প্রথম পাতার পর

পদ্ম শিবিরের নতুন রাজ্য সভাপতি বরং প্রশ্ন তুললেন, 'মুসলমান মানেই কি সমাজবিরোধী?' উলটে তাঁর কথায়, 'যাঁরা আমাদের অচ্ছুত মনে করেন, তাঁদের বলব, আমাদের ভোট দিতে না চাইলে দেবেন না। কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়ান। দেখবেন, বাংলায় সবচেয়ে বেশি খুন হয়েছেন মুসলমানরা। কাদের জন্য এটা হল?'

তৃণমূলের বিরুদ্ধে মুসলিম তোষণ বিজেপির প্রচারের বড় অস্ত্র। অথচ সেই বিজেপির নেতা বললেন, তৃণমূল রাজত্বে বেশি খুন হয়েছেন মুসলমানরা। নিঃসন্দেহে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত। মনে করা যেতে পারে, শুভেন্দু যতই নিজেকে বাংলায় হিন্দুত্বের পোস্টার বয় হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করুন না কেন, শুধু হিন্দু ভোটে ২০২৬-এও দলের নৌকা ক্ষমতায় ভেড়ানো যাবে না বুঝে শমীক দলের এই ভোল বদলের সূচনা করলেন।

কালীগঞ্জে সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে বাম-কংগ্রেসের ভোটবৃদ্ধিতে হিন্দু ভোট কাটার অভিযোগ তুলেছিলেন শুভেন্দু। এ বিষয়ে অবশ্য শুভেন্দুর সুরেই বললেন শমীক। বৃহস্পতিবারের সভাতেও শুভেন্দু বলেন, 'সিপিএম থেকে সাবধানে থাকতে হবে। ওরা মুসলমানদের মিছিলে হাঁটাবে আর হিন্দু ভোট কাটবে।' শমীকও বললেন, 'সিপিএম-কংগ্রেসের ভাই-বন্ধুরা শুনুন, ভোট কাটার রাস্তায় নেমে পিছনের দরজা দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফিরিয়ে আনবেন না।' তাঁর কথায়, 'নো ভোট টু বিজেপি স্লোগানের আড়ালে চক্রান্ত করবেন না। বরং রাস্তায় নেমে টিএমসির বিরোধিতা করুন। তৃণমূলকে উৎখাত করুন। তারপর নিজের পদ নিজেরা খুঁজে নেবেন।' সিপিএমের সুজন চক্রবর্তীর পালটা প্রতিক্রিয়া, সিপিএমকে নিশ্চিহ্ন না করতে পারার হতাশা থেকে এসব বলছে বিজেপি।'

বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে সায়েন্স সিটির সভায় উপস্থিত সাংসদ রবিশংকর প্রসাদ আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বলেন, 'আপনি না সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করে ক্ষমতায় এসেছিলেন। সেই কমিউনিস্টরাই এখন আপনার রাজ্যে বাড়ছে।'

তৃণমূলকে উৎখাতে অবশ্য শুভেন্দু, শমীক এক সুর। অবশ্য ভিন্নভাবে। বিরোধী দলনেতা বলেন, 'শক্তিশালী সংগঠন, হিন্দু সংযুক্তিকরণ এবং সংকল্পপত্রকে সামনে রেখেই আমরা '২৬-এর নির্বাচনে তৃণমূলকে উৎখাত করব।' সদ্য নিযুক্ত রাজ্য সভাপতির ভাষায়, '২৬-এ পরিবর্তন নয়, তৃণমূলের বিসর্জন। এবার আর ২০০ পার নয়, তৃণমূলের একেবারে পরপার।'

জলে বাঁদরনাচ। নয়াদিল্লির বিজয়চকে বৃহস্পতিবার।

পদ্মের নতুন সভাপতিকে নিয়ে অসন্তোষ

ফের বেফাঁস নগেন

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৩ জুলাই : বিজেপির রাজ্য সভাপতি হিসেবে শমীক ভট্টাচার্য নয়, দিলীপ ঘোষকে পছন্দ দলেরই কোচবিহারের সাংসদ নগেন রায়ের। এপ্রসঙ্গে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন নগেন। দলের নতুন রাজ্য সভাপতি নিয়ে বৃহস্পতিবার জিজ্ঞাসা করা হলে নগেন বলেন, 'বিজেপি বড় ভুল করল। রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ হলেই ভালো হত।' দলের নতুন রাজ্য সভাপতি সম্পর্কে দলেরই সাংসদ এমন মন্তব্য করায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

বিজেপির কোচবিহারের নেতৃত্ব অবশ্য বেশি কথা বলে বিতর্ক আরও বাড়াতে নারাজ। দলের সাংসদের এমন মন্তব্য প্রসঙ্গে বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, 'এটা কেন্দ্র-রাজ্য উঁচু স্তরের ব্যাপার। এই নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না।' তবে জেলা সভাপতি প্রকাশ্যে কিছু না বললেও জল্পনা তো আর থেমে থাকছে না। নগেন কেন এমন মন্তব্য করলেন তা নিয়ে অঙ্ক কষা শুরু হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ বলছে, নগেন নাকি এখন তৃণমূলের দিকে ঝুঁকে রয়েছেন। সেজন্য ছক কষেই এমন মন্তব্য করছেন। আবার আরেকটা অংশ বলছে, 'সতীর্থ' শমীকের এই উত্থান দেখে হিংসায় তিনি এসব বলছেন। কারণ কোনটা, সেই ব্যাখ্যা অবশ্য নগেনের কাছ থেকে মেলেনি।

রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশের মতে, নগেন অনেকটা তৃণমূলের দিকে ঝুঁকে রয়েছেন। কোচবিহারে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর 'ঝোঁক' আরও বেড়েছে। লোকসভা নির্বাচনের পর কোচবিহারে এসে মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ করে নগেনের বাড়িতে যান। সেখানে তাঁদের মধ্যে বৈঠকও হয়। যা নিয়ে জোর জল্পনা ছড়ায়। তারপরেও বিভিন্ন জায়গায় সংবাদমাধ্যমের সামনে একাধিকবার দলবিরোধী মন্তব্য করেছেন নগেন। যাতে বারবার অস্বস্তিতে পড়েছে পদ্ম শিবির। কিন্তু তারপরেও তাঁকে কোনও অনুশোচনা করতে দেখা যায়নি। নগেন যে অনেকটাই তৃণমূলের দিকে ঝুঁকে রয়েছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি বিজেপিরও। এই অবস্থায় বিজেপির রাজ্য নেতা শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ ও সুকান্ত মজুমদারদের মধ্যে গোষ্ঠীকোন্দলের কথা কারও অজানা নয়। তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব, বিশেষ করে আইপ্যাক চাইছিল, বিজেপির রাজ্য সভাপতি এই তিনজনের মধ্য থেকেই কেউ হোক। তাহলে তাদের কোন্দল বজায় থাকবে। আর তাতে আখেরে লাভ হবে তৃণমূলেরই। তৃণমূলের সেই স্ট্র্যাটেজি বুঝতে পেরেই হয়তো বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শমীককে রাজ্য সভাপতি করে মাস্টারস্ট্রোক দিয়েছে। যেটা একেবারেই ভালোভাবে নিচ্ছে না তৃণমূল। তাই হয়তো নগেনকে দিয়ে কোন্দল জিইয়ে রাখার চেষ্টা চলছে।

এই 'সেটিং তত্ত্ব' থেকে অবশ্য 'হিংসা তত্ত্ব' অনেকটা সরল। নগেন ও শমীক দুজনই বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ। শমীক দলের রাজ্য সভাপতি হয়েছেন। তিনি বারবার লাইমলাইটে এলেও নগেন সেই সুযোগ পাচ্ছেন না। সেটাই হয়তো মেনে নিতে না পেরেই এমন শমীক-বিরোধী মন্তব্য করেছেন তিনি। বলছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

'দিলীপই ভালো'

- এর আগেও একাধিকবার বিজেপির বিড়ম্বনা বাড়িয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়
- শমীককে রাজ্য সভাপতি করায় দল বড় ভুল করল বলে মত নগেনের
- দিলীপ রাজ্য সভাপতি হলেই ভাল হত বলে মন্তব্য তাঁর

দায়িত্বে দিলীপ

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) চেয়ারম্যান হলেন দিলীপ দুগার। সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে নাম রয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তীর। বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে এসেছে। অবাঙালি কেউ যে চেয়ারম্যান হচ্ছেন, গত ২৯ জুন সেই আভাস দিয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। কিন্তু কোন অঙ্কে দিলীপকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। দিলীপ অবশ্য বলছেন, 'শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির উন্নয়নে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে চাই।'

তৃণমূলের একাংশ মনে করছে, দিলীপকে সামনে রেখে এবার এসজেডিএ'র জমিগুলি অবাঙালি শিল্পপতিদের দখলে যাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। কেউ আবার বলছেন, রাজ্যজুড়ে সরকারি জমি কেলেঙ্কারির অভিযোগ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এসজেডিএ সহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষগুলি ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরই সৌরভ চক্রবর্তীকে এসজেডিএ থেকে সরিয়ে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসককে চেয়ারম্যান করে পুরোনো বোর্ডই রেখে দেওয়া হয়েছিল। সেই পুরোনো বোর্ড না ভেঙে ভাইস চেয়ারম্যান পদে থাকা দিলীপকে চেয়ারম্যানের পদে বসানো হল। বোর্ডে নতুন মুখ বলতে প্রতুল চক্রবর্তী। সৌরভ এদিন স্পষ্ট বলছেন, 'এসজেডিএতে দুর্নীতি হয়েছিল বলে যে প্রচার হয়েছিল, সেটা যে মিথ্যা তা আজ প্রমাণিত। কেননা আমাকে সরিয়ে দেওয়া হলেও পুরোনো বোর্ডই রেখে দেওয়া হল।'

কে এই দিলীপ দুগার? ২০০৬ সালে একটি হিন্দি সংবাদপত্রের শিলিগুড়ির ইনচার্জ হিসাবে দায়িত্ব নেন। দেড় বছরের মধ্যেই তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নামজাদা শিল্পপতি কমল মিত্তালের তৈরি এফএম চ্যানেলের দায়িত্ব নেন। বর্তমানে দিলীপ এই এফএম চ্যানেলের সিইও। কোনওভাবে ২০২২ সালে আচমকাই এসজেডিএ বোর্ডে সদস্য হিসাবে সুযোগ পেয়ে যান। তিন মাসের মধ্যে তাঁকে ভাইস চেয়ারম্যান করে দেওয়া হয়। এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হয়ে স্পেনে যাওয়া, তারপর বৃহস্পতিবার এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্তি।

জিএসটি ফাঁকি

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে দুই সিমেন্ট ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করল সেন্ট্রাল গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট (সিজিএসটি)। ধৃত গোপাল রাঠি ও সুশীল আগরওয়াল দুজনেই বীরপাড়ার বাসিন্দা।

সিজিএসটি সূত্রে খবর, গোপালের বিরুদ্ধে গত পাঁচ বছরে সবমিলিয়ে ৬৫ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, ২৭ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা কর ফাঁকিতে অভিযুক্ত সুশীল। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে দুজনকে তোলা হলে ১০ জুলাই পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। সিজিএসটি পক্ষের আইনজীবী রতন বণিক বলছেন, 'ভারত সরকারের সঙ্গে ভুটান সরকারের চুক্তি মোতাবেক ভুটানের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সামগ্রী পরিবহণে ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার করা যাবে। এই সুযোগকেই কাজে লাগান ওই দুই ব্যবসায়ী। ভুটানের সিমেন্ট ভারতীয় ভূখণ্ড দিয়ে যাওয়ার সময় এথেলবাড়িতে থাকা গোডাউনে নামিয়ে নিতেন তাঁরা।'

বৃদ্ধের মৃত্যু

মাদারিহাট, ৩ জুলাই : মাদারিহাট থানার সামনে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের উপর বৃহস্পতিবার বিকেলে বাইকের ধাক্কায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু হল। মাদারিহাট থানার ওসি অসীম মজুমদার জানিয়েছেন, মৃতের নাম ধনেশ্বর বর্মন (৭৫)। তিনি মাদারিহাট পূর্ব খয়েরবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। ধনেশ্বর এশিয়ান হাইওয়ে দিয়ে সাইকেলে মাদারিহাট বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। সেসময় পিছন থেকে একটি বাইক এসে তাঁকে ধাক্কা মারে। গুরুতর জখম অবস্থায় ধনেশ্বরকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। অপরদিকে, বাইকচালকও সামান্য জখম হয়েছেন। ওই চালক হাসিমারার বায়ুসেনাকর্মী বলে জানা গিয়েছে। বাইকটি মাদারিহাট থানায় রাখা হয়েছে।

সংবর্ধনা

কালচিনি, ৩ জুলাই : কৃষিক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য কালচিনি ব্লকের মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কৃষক তথা ডুয়ার্স অ্যাগ্রো ফার্মার্স প্রডিউসার অর্গানাইজেশনের সম্পাদক বিনয় নার্জিনারিকে সংবর্ধনা দেওয়া হল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিজ্ঞান বিভাগের তরফে। সংবর্ধনা দেন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ শংকর সাহা সহ কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রের অধ্যাপকরা।

শ্রমিকদের দাবি

কালচিনি, ৩ জুলাই : চা বাগানের শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার কালচিনির বিডিও অফিসে স্মারকলিপি জমা করা হল জয়েন্ট ফোরামের তরফে। জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম নেতা বিকাশ মাহালি বলেন, 'চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি চুক্তি কার্যকর করা, চা শ্রমিকদের জমির পাট্টা ও জমির অধিকার দেওয়া সহ শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে।'

সভা

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ৩ জুলাই : হ্যামিল্টনগঞ্জের ফরওয়ার্ডনগরস্থিত পুণ্যজ্যোতি বুদ্ধবিহারে বৃহস্পতিবার বিশেষ সভা হল। সভায় আগামী ৭ জুলাই সংশ্লিষ্ট বুদ্ধবিহারের প্রতিষ্ঠাতা বৌদ্ধ ধর্মগুরু পুণ্যজ্যোতি মহাথের ও বুদ্ধবিহারের পরিচালনা কমিটির সম্পাদক বৌদ্ধ ধর্মগুরু ডঃ অরুণজ্যোতি ভিক্ষুর যথাক্রমে ৮০ ও ৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নির্দেশে তালা

প্রথম পাতার পর

যদিও সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজের ক্ষেত্রে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তদন্তকারী সংস্থাকে ইউনিয়ন রুমে ঢুকতে দেওয়া হবে বলে ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে।

মামলাকারীর আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদের নির্বাচন বন্ধ থাকায় প্রাক্তনীদের দাপট চলছে। যার পরিণাম কসবার মতো ঘটনা। আদালতের নির্দেশে আমাদের নৈতিক জয় হল।' আদালতের নির্দেশ সামনে আসার পর মিশ্র প্রতিক্রিয়া এসেছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে। আইন কলেজের ঘটনায় মূল অভিযুক্তের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ঘনিষ্ঠতা সামনে এসেছিল।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য হাইকোর্টের নির্দেশ সম্পর্কে বলেন, 'আদালতের নির্দেশ এখনও পড়িনি। তবে ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, ইউনিয়ন রুম কোনও রাজনৈতিক দলের নয়, ওটা ছাত্রছাত্রীদের। বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হয় সেখানে। একটি কলেজে কিছু ঘটার অর্থ এই নয় যে সমস্ত ক্ষেত্রে একইরকম হবে।'

বিরোধীরা অবশ্য আদালতের নির্দেশ কার্যকর হওয়ার বিষয়ে সন্দিহান। সিপিএমের প্রাক্তন ছাত্র নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আদালতের নির্দেশ পালন করা হবে কি না, তা কর্তৃপক্ষের ব্যাপার। ইউনিয়ন রুম খোলা থাকলে এবার ছাত্ররাই বন্ধ করে দেবে।' বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'আদালত আগেও বহু নির্দেশ দিয়েছে। নির্দেশ পালন না হলে সরকার ও গভর্নিং বডির বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হবে, সেটাই দেখার।'

রাজ্যের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদের নির্বাচন বন্ধ থাকার প্রতিবাদে দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ করে বিরোধীরা সোচ্চার। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ একই দাবি তুলেছে। এই নিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলাও হয়েছে। কিন্তু ভোট এখনও হয়নি। অন্যদিকে অভিযোগ উঠছে, ইউনিয়ন রুমগুলি অবৈধ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রাক্তনীরা নতুন পড়ুয়াদের ওপর মাতব্বরি করছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা থাকার নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হয়ে গেলেও সেখানে পড়ুয়ারা সময় কাটাচ্ছেন, প্রাক্তনীরাও ঘোরাফেরা করছেন বলে অভিযোগ উঠছে। কলেজ পরিচালনায় প্রাক্তনীরাও শামিল হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে বারবার। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র সংসদের কার্যালয়ে তালা দিতে আদালতের এই নির্দেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ডিভিশন বেঞ্চ একইসঙ্গে ছাত্র সংসদের নির্বাচন করানোয় সরকারের ভূমিকা কতটুকু, জানাতে বলেছে হলফনামায়। রাজ্য জানিয়েছে, উপাচার্য না থাকায় সমস্যা হচ্ছে।

উচ্চশিক্ষা নিয়ে ছেলেখেলা

প্রথম পাতার পর

শীতকালীন ছুটি শুরু হয়। কলেজ খোলে মার্চ মাসে। অভিন্ন নীতি মেনে পাহাড় ও সমতলে একসঙ্গে স্নাতক স্তরের পরীক্ষা নিতে হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে।

আবার শীতকালীন ছুটির আগেই পরীক্ষা না নিলে নতুন ব্যবস্থাপনায় বছরখানেক পিছিয়ে পড়তে হবে। তাই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা শেষ হয় ২৫ ডিসেম্বরের আগেই। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মোটামুটি ফেব্রুয়ারিতে পরীক্ষা হয়। অন্য বছরের তুলনায় এবছর ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে অনেকটাই দেরিতে। শিক্ষকরা বলছেন, এরফলে এবার ক্লাসের সময় মিলবে অন্যবারের থেকেও কম। তাই এখন থেকেই দুশ্চিন্তা বাড়ছে তাদের।

শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ সুজিত ঘোষের কথা, 'আমরা আতঙ্কে আছি। প্রথম সিমেস্টারের জন্য মাসখানেকও ক্লাসের সুযোগ পাওয়া যায় না। আর যাঁরা শেষের দিকে ভর্তি হন তাঁদের ক্লাস চেনার আগেই পরীক্ষায় বসতে হয়। এইভাবে ভালো ফল করা বাস্তবে সম্ভব নয়। আমরা বারবার সমস্যার কথা বিভিন্ন স্তরে আলোচনা করেছি। এর সুষ্ঠু সমাধান হওয়া দরকার।' এই সমস্যার বড় প্রভাব যে উচ্চশিক্ষায় পড়ছে তা স্বীকার করে নিয়েছেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য দীপককুমার রায়। তাঁর বক্তব্য, 'ছাত্রছাত্রীরা মেরেকেটে ২০ দিন ক্লাস করতে পারবেন। এই সময়ের মধ্যে পাঠক্রম শেষ করার কথা ভাবাও অন্যায়। কিছু না জেনে, না বুঝেই ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় বসছেন। আমরা এক ভয়ংকর সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। উচ্চশিক্ষায় এর ফল হবে সুদূরপ্রসারী। এভাবে চললে উত্তরবঙ্গের মতো পিছিয়ে পড়া এলাকায় উচ্চশিক্ষায় অচিরেই মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। কলেজগুলিতে ভর্তি কমছে। আর্থিকভাবে সচ্ছলরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চলে যাচ্ছে। সর্বপরি সঠিক সরকারি পরিকল্পনার অভাবে মেধা অন্যত্র চলে যাচ্ছে।'

শিক্ষাবিদরা বলছেন, স্নাতক স্তরের সমস্যা আরও গভীরে। ইতিমধ্যেই চার বছরের স্নাতক কোর্স চালু হলেও সপ্তম ও অষ্টম সিমেস্টারের পাঠক্রমের সুস্পষ্ট রূপরেখাই তৈরি হয়নি। বিভিন্ন পাঠক্রমে বহু গলদ থেকে গিয়েছে। ২০২৬ সাল থেকে স্নাতকোত্তরে ভর্তিতেও শুরু হবে জটিলতা। চার বছরের কোর্স হলেও তিন বছরের ডিগ্রি থাকলেই স্নাতকোত্তরে ভর্তি হওয়া যাবে। ফলে চতুর্থ বছরের দুটি সিমেস্টারের পরীক্ষা তখনও বাকি থাকবে। সেক্ষেত্রে পড়ুয়ারা একইসঙ্গে স্নাতকোত্তরের প্রথম বর্ষের দুটি সিমেস্টার এবং স্নাতক স্তরের চতুর্থ বছরের দুটি সিমেস্টার

পড়তে পারবেন কি না, তা এখন পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

চার বছরের স্নাতক কোর্স নিয়ে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ই আজ পর্যন্ত বিধি তৈরি করেনি। তাছাড়া, সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা পাশ করলে, পড়ুয়াটি কোন ধরনের চাকরির পরীক্ষার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন হবে, সেই বিষয়ে স্পষ্ট করে কোনও কথাই শিক্ষা দপ্তর জানায়নি। শিক্ষাবিদ দিলীপকুমার সরকারের মতে, দিশাহীন এই ব্যবস্থা ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অজানা অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সমন্বয় তৈরি করে একটা সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণ অত্যন্ত জরুরি। তা না হলে সর্বভারতীয় স্তরে প্রতিযোগিতায় এবং চাকরির লড়াইয়ে পিছিয়েই যেতে থাকবে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা।' (চলবে)

টহলে বেরিয়ে বনকর্মীর মৃত্যু

প্রথম পাতার পর

উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল জেভি ভাস্কর আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'আমরা প্রত্যেকে বনকর্মীদের বিমা করে রেখেছি। ওই বনকর্মীর পরিবার বিমা বাবদ ৫ থেকে ৭ লক্ষ টাকা পাবে। এছাড়াও সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণের পাঁচ লাখ টাকা ও পরিবারের একজন চাকরি পাবেন।'

২০২৩ সালের পর ২০২৫ সালে আবার জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে বন্যপ্রাণীর আক্রমণে কর্তব্যরত অবস্থায় কোনও বনকর্মীর মৃত্যু হল। এর আগে ২০২৩ সালের ২৫ নভেম্বর কুনকির আক্রমণে মৃত্যু হয়েছিল মাহুত দীপক কার্জির। গতবছর ১৯ মে কুনকির আক্রমণে জখম হয়েছিলেন পাতাওয়ালা নিরোদ রায়।

লাগে রহো ম্যাংগোভাই

প্রথম পাতার পর

ও চাঁদ-- ছাত্রজীবন কত যুগ আগে শেষ, তবু ছাত্র নেতা থেকে গিয়েছেন লজ্জাহীন। কলেজ সোশ্যালে মার্ডারের মাস্তানি দেখেছে শিলিগুড়ি। একই পাড়ার বাসিন্দা গৌতম দেব তাঁকে আয়ত্তে আনেননি বা আনতে চাননি।

মনোজিৎ 'ম্যাংগো' মিশ্র নামক অমানুষটি সম্পর্কে যেসব চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে, তাতে কিছু প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ। আইন কলেজের সামনে ফুটপাথে পাঁউরুটি-ডিম-বিস্কুটের বিক্রেতারাও দেখলাম, 'ম্যাংগো ভাই বার অ্যাট ল'-কে চেনেন।

ক) এই মানবিকতাহীন কুলাঙ্গারের কাণ্ড সম্পর্কে তৃণমূলের ঊর্ধ্বতন নেতারা কিছু জানতে ব্যর্থ কেন? শিক্ষামন্ত্রী নাটক নিয়ে এত ব্যস্ত, খবরই পান না? গড়িয়াহাট থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে, এই কলেজের অনাচার লালবাজার-কালীঘাট-ক্যামাক স্ট্রিট না জানলে গ্রামবাংলার দুরাচার কে দূর করবে?

খ) আমরা বলি, বাংলায় পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ ব্যর্থ। তৃণমূলের বড় নেতাদের কাছেও আসল খবর দ্রুত পৌঁছায় না। এঁরা এতটাই জনবিচ্ছিন্ন। তাই কসবার 'ছাত্র নেতা' কলেজে, থানায় দাদাগিরি চালায় কোনও দেবের স্নেহচ্ছায়ায়। লাগে রহো ম্যাংগোভাই বার অ্যাট ল', এই অপরাধীরা ভবিষ্যতেই করবে আইনের চুলচেরা বিচার!

গ) কসবা-গড়িয়াহাটে তো তৃণমূলের বড় বড় কাউন্সিলার, মন্ত্রী। সেখানে প্রেস ক্লাবের বাড়ি বানাতে গেলে সিন্ডিকেটরাজের শিকার হতে হয়। কাউন্সিলার হাত তুলে দেন। টালিগঞ্জ থেকে মন্ত্রীর পদহীন, ক্ষমতাবান ভাই এসে পরিস্থিতি সামলান। এঁরা কেন সাইকোপ্যাথ ম্যাংগোভাইয়ের কীর্তিকলাপ জানতে পারেননি? নাকি জেনেও জানাননি?

গ) বিরোধীরাই বা এতদিন ঘুমোচ্ছিলেন কেন? ওই এলাকায় বিজেপি-সিপিএমেরও অনেক বুমপ্রেমী তরুণ তুর্কি আছেন, যাঁরা স্নো পাউডার মেখে টিভির সান্ধ্য কলতলার ঝগড়ায় মাতেন। তাঁরা এতদিনেও জানতে পারলেন না কেন? আমরা সাংবাদিকরাও একই প্রশ্নে কাঠগড়ায় বিদ্ধ হব। এই ম্যাংগো-কঙ্গোদের এত কুকীর্তি ফাঁস হয়নি কেন? বাংলার সব কলেজ ধরলে এমন ম্যাংগোভাই ক'জন মিলবে?

মুখ্যমন্ত্রী যদি কিছু ক্ষমতালোভী, ধান্দাবাজ মন্ত্রীকে বিশ্বাস করে রাজ্য চালান, তা হলে এসব অনিবার্য। মন্ত্রীরা নিজের সুবিধেমতো বোঝাবেন, আর মমতা তা মেনে নেবেন। এমন চললে আরজি কর, কসবা আরও হবে। রাজ্যজুড়ে কলেজে ছাত্র নির্বাচন বন্ধ কি স্রেফ এই কুলাঙ্গার-সমাজবিরোধীদের জায়গা করে দিতে?

সেদিন কলকাতার এক ট্যাক্সিচালক বলছিলেন, 'প্রথমদিকে দিদি যেমন হাসপাতাল আর বিভিন্ন জায়গায় হঠাৎ যেতেন, এখন আর যান না। তাই এই দুর্দশা।' তিনি পর্যন্ত যা বুঝছেন, মমতা নিজে সেটা বুঝছেন না। বরং যাঁদের ওপর ভরসা রাখছেন, তাঁরা স্বার্থ ছাড়া খবরই রাখেন না। মা-মাটি-মানুষের সঙ্গে যোগাযোগশূন্য। মুখের ওপর অপ্রিয় সত্য বলতে পারেন না।

কেউ মাস্তান ভাইয়ের স্বার্থ দেখছেন, কেউ নিজের ব্যবসা দেখছেন, কেউ ম্যাংগো-মার্ডারদের মতো সমাজবিরোধীকে আড়াল করছেন নিজস্ব স্বার্থে। ম্যাংগো-মনোজিৎকে কলেজে চাকরি দিলেন কোন নেতা? কোন নেতা মনোজিতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ায় আগের প্রিন্সিপালকে হেনস্তা করলেন? শাস্তি প্রাপ্য তাঁদেরও।

আরজি কর থেকে শিক্ষা নেননি মমতা বা অভিষেক, কেউই।

ছাত্রদের সঙ্গে মমতার কি আগের মতো যোগাযোগ রয়েছে আর? নইলে কসবায় তাঁরই পার্টির ছাত্র নেত্রী দলের নেতার হাতে ধর্ষিত হন কীভাবে। দু'দিন আগে দেখি খড়্গপুরে মমতার দলের নেত্রী প্রকাশ্যে মারছেন প্রবীণ মানুষকে। আর পানিহাটির এক মহিলা কাউন্সিলার রাস্তায় চুলোচুলি করছেন তরুণীর সঙ্গে। বিরোধীরাও তেমন অযোগ্য। শিলিগুড়ি কলেজে মার্ডারদের রুখতে শংকর ঘোষ, অশোক ভট্টাচার্যরা তো গৌতম দেবের মতোই ডাহা ফেল। ত্রয়ীর এক স্লোগান-- লাগে রহো মার্ডারভাই!

সন্তোষ রানার আত্মজীবনীতে পড়েছি, পাইকপাড়ার ছাত্রাবাসে থাকার জন্য ইন্টারভিউ হত রাজভবনে মন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের বাড়িতে। ২৮ মেধাবী গরিব বাছা হত। ইন্টারভিউতে প্রফুল্লবাবু নিজে উপস্থিত। মার্কশিট দেখে প্রশ্ন, 'তোমার বাবা কী করেন?' আইএসসিতে প্রথম কুড়িতে থাকা সন্তোষের উত্তর, 'অল্প জমিতে চাষাবাস করে কোনওরকমে সংসার চলে।'

আর কোনও প্রশ্ন করেননি মন্ত্রী। ইন্টারভিউ শেষে এক নম্বরে নাম ছিল সন্তোষের। বলা হয়, হস্টেলে খাবার, জামাকাপড়, বিছানাপত্র, তেল-সাবান, বইপত্র সব পাবে, শুধু মন দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। হস্টেলে মিলত খদ্দরের ধুতি, গেরুয়া পাঞ্জাবি।

মৃত্যুর আগের বছর ১ জুলাই বিধান ছাত্রাবাসে এসেছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। ছাত্রদের সঙ্গে দুপুরে খাবেন বলে। তখনই দিল্লি থেকে নেহরুর ফোন আসে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে।

মানে কী দাঁড়াল? পরবর্তীকালের মুখ্যমন্ত্রী নিজে গরিবদের ছাত্রাবাসে থাকার জন্য ইন্টারভিউ নিতেন। সেরা ছাত্রটিকে খুঁজে নিতেন ঠিক। এবং মুখ্যমন্ত্রী জন্মদিনে যেতেন গরিব ছাত্রদের সঙ্গে লাঞ্চ করতে।

এসব গল্প মঙ্গল গ্রহের নয়। কিউবা বা কেরল বা চিনের নয়। এই বাংলারই গল্প ছিল।

ইংল্যান্ডে সবচেয়ে নিখুঁত দ্বিশতরান গিলের !

মুগ্ধ শাস্ত্রী সাবাশি দিচ্ছেন শচীন

বার্মিংহাম, ৩ জুলাই : নেতৃত্ব তাঁর কাছে বোঝা নয়। ভালো খেলার অনুপ্রেরণা।

কার্যত বিনা নোটিশে অধিনায়কত্বের গুরুভার পাওয়ার পর সেটা বোঝাচ্ছেন বছর পঁচিশের শুভমান গিল। নেতৃত্বের অভিষেকে প্রথম দুই টেস্টে শতরান হাঁকিয়ে ইতিমধ্যেই পা রেখেছেন এলিট অধিনায়কদের তালিকায়।

রেকর্ড ছাপিয়ে শুভমানের ব্যাটিংয়ে মজে ক্রিকেট দুনিয়া। মাথা ঠাণ্ডা রেখে আগাগোড়া নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিং। উইকেট দেব না পণ করে ঝুঁকিহীন ব্যাটিং। পরিসংখ্যান বলছে, ইংল্যান্ডের মাটিতে এটাই নাকি সবচেয়ে নিখুঁত, ঝুঁকিহীন সেঞ্চুরি! প্রথম দিনে সেঞ্চুরি পূরণের পথে ফলস শটের হার মাত্র ৩.৫ শতাংশ। ইংল্যান্ডের মাটিতে যেখানে শতরানকারীদের ভুল শটের গড় ১২ শতাংশ।

গত দুই দশকে ইংল্যান্ডের মাটিতে হওয়া দ্বিশতরানের (২৬৯) যে চুলচেড়া বিশ্লেষণে যে নজরকাড়া পরিসংখ্যান সামনে এসেছে। যেখানে অ্যালিস্টার কুক, জো রুট, কেভিন পিটারসেন, রাহুল দ্রাবিড়, রিকি পন্টিং, কুমার সাঙ্গাকারাদের পিছনে ফেলে দিয়েছেন ভারতের তরুণ অধিনায়ক।

গোটা ইনিংসে মাত্র বার দুয়েক ব্যাটকে পরাস্ত করেছে ক্রিস ওকসের বল। দুটোই ২০ রানে পৌঁছোনোর আগে! আর একবার বল ব্যাটের কানায় লেগে প্যাডে লাগে।

বাকি সময়ে শুভমান-প্রাচীরে ধাক্কা ইংরেজ বোলিংয়ের। শুভমানের যে নিখুঁত ব্যাটিংয়ে মজে রবি শাস্ত্রী, সুনীল গাভাসকার থেকে মাইকেল ভনরা।

প্রাক্তন হেডকোচ শাস্ত্রীর কথায়, গত কয়েক বছরে রক্ষণ নিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করেছে শুভমান। তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে চলতি বিলেত সফরে।

উইকেটের চারদিকে শট খেলে মন ভরালেন শুভমান গিল।

জানান, গত ইংল্যান্ড সফরে বলকে তাড়া করত। এখন সেখানে বলের জন্য অপেক্ষা করে। বলের কাছে শরীর নিয়ে গিয়ে শট খেলছে।

প্রতিপক্ষ বোলার ওকসও মেনে নিচ্ছেন একটা ছাড়া (ব্যাটের কানায় লাগায় এলবিডব্লিউয়ের থেকে রক্ষা) সুযোগই দেয়নি। পুরো কৃতিত্বটা শুভমানের প্রাপ্য।

ইংল্যান্ডের মাটিতে একাধিক স্মরণীয় ইনিংসের মালিক শচীন তেন্ডুলকার প্রশংসা ভরিয়ে দিয়েছেন। মাস্টার ব্লাস্টারের কথায়, চাপের মুখে নিজেদের সংযত রেখে হিসেবকষা আগ্রাসন দেখাল শুভমান, যশস্বী জয়সওয়ালরা। সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'প্রথম বল থেকে ইনিংসের রিংটোন সেট করে দেয় যশস্বী। ইতিবাচক, ভয়ডরহীন, আগ্রাসী ব্যাটিং। শুভমান বরাবরের মতো চাপের মুখে শান্ত, ধীর স্থির। দুর্ভেদ্য রক্ষণ এবং পুরোদস্তুর নিয়ন্ত্রণ। ক্লাসিক ব্যাটিং দুইজনের। সাবাশ।'

প্রাক্তন ইংরেজ তারকা ডেভিড লয়েড আবার শুভমানের বিন্দাস মেজাজের মধ্যে মহম্মদ আজহারউদ্দিনের ছায়া দেখছেন। ইংল্যান্ডের একটি দৈনিকে লিখেছেন, 'অনায়াস ব্যাটিং। উপভোগ্য ইনিংস। হেডিংলের পর এখানে, মহম্মদ আজহারউদ্দিনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

আজহারের স্ট্রোক প্লে-র মধ্যে একটা স্বকীয় বিন্দাস মেজাজ ছিল। শুভমানেরও। ওর পরের চ্যালেঞ্জ হবে নেতৃত্ব। লিডসে অধিনায়ক শুভমানকে কিছুটা নড়বড়ে দেখিয়েছে।'

'বুমরাহকে বিশ্রাম যেন রোনাল্ডোহীন পর্তুগাল'

পাগলামি, গম্ভীরকে তোপ স্টেইনের

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই : পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়।

০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা ভারতীয় দলের জন্য প্রত্যাঘাতের ম্যাচ। আর সেখানেই কিনা সেরা অস্ত্রকে রিজার্ভ বেঞ্চে রেখে খেলতে নামা! গৌতম গম্ভীরদের যে সিদ্ধান্তকে পুরোদস্তুর 'পাগলামি' আখ্যা দিলেন ডেল স্টেইন। কিংবদন্তি দক্ষিণ আফ্রিকান পেসারের মতে, ভারতের সিদ্ধান্ত অনেকটা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে বসিয়ে রেখে পোর্তুগালের মাঠে নামা।

সমাজমাধ্যমে স্টেইন লিখেছেন, 'বিশ্বের সেরা স্ট্রাইকার রোনাল্ডো। পর্তুগাল যদি ঠিক করে রোনাল্ডোকে বসিয়ে রাখবে, খেলাবে না, সেটা একপ্রকার পাগলামো। বুমরাহকে বিশ্রাম দিয়ে ভারতের মাঠে নামার সিদ্ধান্তও ঠিক তাই। আমি রীতিমতো হতবাক!'

শুভমান গিল টসের সময় জানান, পরবর্তী লর্ডস টেস্টের জন্য জসপ্রীত বুমরাহকে তরতাজা রাখতেই এই পদক্ষেপ। গিলের যে ব্যাখ্যায় রীতিমতো অবাক কুমার সাঙ্গাকারা। শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন তারকার মতে, সিরিজে টিকে থাকতে বার্মিংহামে জেতা দরকার। সেখানে বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে লর্ডসের কথা ভেবে! সিরিজের চেয়ে লর্ডস টেস্ট গুরুত্বপূর্ণ! ভারতীয় দলের যে সিদ্ধান্তের কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না।

অধিনায়ক শুভমান গিলের তৃষ্ণা মেটালেন জসপ্রীত বুমরাহ।

সাঙ্গাকারা বলেছেন, 'সিদ্ধান্তটা কার? এই পদক্ষেপে কারণটাই বা কী? বুমরাহ নাকি ফিজিওর সঙ্গে কথা বলেছিল থিংকট্যাংক? সবমিলিয়ে বেশ আকর্ষণীয় সিদ্ধান্ত। টেস্ট সিরিজের চেয়ে লর্ডস টেস্টকে অগ্রাধিকার! আমার মতে বুমরাহকে কোচের বলা উচিত ছিল, 'তুমি হয়তো তৃতীয় ও পঞ্চম ম্যাচ খেলার কথা ভাবছ, তবে আমরা চাই দ্বিতীয় টেস্টেও খেলো তুমি। সম্ভব হলে তৃতীয় ম্যাচও।' কিন্তু তা হয়নি!'

ডোড্ডা গণেশ আবার কুলদীপ যাদবের সুযোগ না পাওয়া নিয়ে খোঁচা মেরেছেন গম্ভীরকে। মজার প্রতিক্রিয়ায় জানান, শুধু বোলিং দিয়ে কিছু হবে না। এবার কুলদীপের উচিত, নিজের রাজ্য দল উত্তরপ্রদেশের হয়ে টপ থ্রি-তে ব্যাটিং করা। তাহলে হয়তো গম্ভীরের প্রথম এগারোয় জায়গা মিলতে পারে।

গণেশ বলেছেন, 'কুলদীপের উচিত উত্তরপ্রদেশের হয়ে রনজি ট্রফিতে টপ থ্রি-তে ব্যাটিং করা এবং কিছু রান পাওয়া। ভারতীয় টেস্ট একাদশে জায়গা পেতে এটাই হয়তো প্রয়োজন ওর। বোলার নির্বাচনে অন্য দক্ষতাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে! এমন ভাবনায় মজে থাকা টিম ম্যানেজমেন্টের প্রথম একাদশে কুলদীপকে ঢুকতে আমি তো আর কোনও রাস্তা দেখছি না।'

কোচ হওয়ার দৌড়ে স্টিফেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ জুলাই : ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে এই মুহূর্তে প্রায় সকলেই স্বদেশী কোচের পক্ষে। কিন্তু তারই মধ্যে হঠাৎ করে দৌড়ে ঢুকে পড়লেন প্রাক্তন কোচ স্টিফেন কনস্ট্যানটাইন।

সদ্যই কোচের হট সিট ছেড়ে বিদায় নিয়েছেন মানোলো মার্কুয়েজ রোকা। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন জানিয়ে দিয়েছে, দু'একদিনের মধ্যেই জাতীয় দলের কোচের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। তবে অন্দরের খবর, টেকনিকাল কমিটির সদস্যরাও এই মুহূর্তে ভারতীয় কোচকে দায়িত্ব দেওয়ার পক্ষে। যার মধ্যে সঞ্জয় সেন এবং খালিদ জামিল দৌড়ে সবথেকে এগিয়ে। এমনকি ইতিমধ্যেই জামশেদপুর এফসি ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে এক দফা কথাবার্তা হয়েছে এআইএফএফ কর্তাদের মধ্যে। কিন্তু মানোলোর বিদায়ে কিছু প্রশ্নও উঠছে। খালিদ নিজে জামশেদপুর এফসি পুরোপুরি ছাড়তে রাজি নন। তাঁকে দায়িত্ব দিলে ফের সেই পার্টটাইম কোচ হিসাবেই রাখতে হবে। তাই তাঁর থেকে সঞ্জয়ই খানিকটা এগিয়ে। তিনি মুম্বই থেকে এলিট কোর্সও করে এলেন দিনকয়েক আগে। সবথেকে বড় কথা আই লিগ ও সন্তোষ জয়ী কোচ নিজেও জাতীয় দলের দায়িত্ব পেতে আগ্রহী। ফলে তিনি নিজে আবেদন করলে তাঁর দিকেই ঝুঁকে ফেডারেশনের টেকনিকাল কমিটি থেকে উচ্চপদস্থ কর্তা, সকলেই। এমনকি কল্যাণ চৌবে নিজেও চাইছেন সঞ্জয়কে কোচ করতে। তাই বিরাট কোনও অঘটন না ঘটলে তাঁর হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ছিল এদিন পর্যন্ত।

কিন্তু হঠাৎই এই দৌড়ে ঢুকে পড়েছে কনস্ট্যানটাইন। তিনি এই মুহূর্তে পাকিস্তানের হেড কোচ। কিন্তু তিনি নিজে আর পাকিস্তানের কোচ থাকতে ইচ্ছুক নন। আর স্টিফেনের সময়েই যে ভারতের সবথেকে বেশি উন্নতি হয়, সেটাও এই কিছুদিন আগে হঠাৎই ফেডারেশনের দেওয়া তথ্যে উঠে আসে। তাই তাঁকে দায়িত্ব দেওয়ার একটা ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে বলে খবর। তবে শেষপর্যন্ত স্টিফেনের আর্থিক চাহিদা এবং বাকি সব দাবিদাওয়া ফেডারেশন মেনে নিলেই হয়তো ফের তাঁকে দেখা যেতে পারে। নাহলে ভারতীয় কোচই আপাতত ভাবনায় টেকনিকাল কমিটির।

গাড়ি দুর্ঘটনা প্রাণ কাড়ল জোটার

জামোরা, ৩ জুলাই : সুখ সইল না। ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা প্রাণ কাড়ল দিয়োগো জোটার।

লিভারপুলের জার্সিতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শিরোপার স্বাদ। কয়েকদিনের ব্যবধানে পর্তুগালের হয়ে নেশনস লিগ জয়। মাত্র ১০ দিন আগে দীর্ঘদিনের বান্ধবী রুতে কার্ডোসোর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন পর্তুগিজ ফুটবলার। স্বপ্নের সময় কাটাচ্ছিলেন। সপরিবারে স্পেনের জামোরায় ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন জোটা। সেটাই কাল হল। স্থানীয় সময় বুধবার রাতে গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন লিভারপুল তারকা।

স্থানীয় প্রশাসন ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, স্পেনের সানাব্রিয়ায়, জামোরার কাছে জাতীয় সড়কে অন্য একটি গাড়িকে পিছনে ফেলতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারায় জোটার বিলাসবহুল ল্যাম্বরঘিনি। চাকা ফেটে আগুন ধরে যায়। নিমেষে তা গাড়ির ভিতরেও ছড়িয়ে পড়ে। ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন গাড়িতে থাকা দিয়েগো জোটা ও তাঁর ভাই আন্দ্রে সিলভা। আন্দ্রেও (২৬) পর্তুগালের দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগের একটি ক্লাবে খেলতেন।

জোটার জন্ম ১৯৯৬ সালের ৪ ডিসেম্বর পর্তুগালের পোর্তোয়। ২০১৪ সালে পর্তুগিজ ক্লাব পাকোস দে ফেরেরার হয়ে পেশাদার ফুটবলে পা রাখেন। দুই বছর পর সই করেন অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদে। তবে কোনও ম্যাচ খেলেননি। এরপর পোর্তো, উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স হয়ে ২০২০ সালে লিভারপুলে সই করেন। ততদিনে পর্তুগাল জাতীয় দলে অভিষেক হয়ে গিয়েছে। এদিকে, লিভারপুলের হয়ে প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ জোড়া লিগ কাপ জিতেছেন জোটা। ৬৫টি গোল রয়েছে নামের পাশে। দেশের জার্সিতেও সমান উজ্জ্বল ছিলেন। ২০১৯ সালে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পরিবর্ত হিসাবে ইউরো কাপের একটি ম্যাচে অভিষেক। সেই থেকে ৪৯ ম্যাচে ১৪টি গোল করেছেন। সদ্য উয়েফা নেশনস লিগ জয়ী পর্তুগাল দলেও ছিলেন তিনি। ফুটবল থেকে এখনও তাঁর যেমন অনেক কিছু পাওয়ার ছিল, তেমন দেওয়ারও ছিল। তবে মাত্র ২৮-এই ঝরে গেলেন, অনেক স্বপ্ন অধরা রেখে।

দুমড়ে যাওয়া এই গাড়িতেই ছিলেন জোটা ও তাঁর ভাই।

ইপিএলের চ্যাম্পিয়ন ট্রফি হাতে দিয়োগো জোটা।

বিশ্বাস হচ্ছে না রোনাল্ডোর

চোখের জলে ভিজল অ্যানফিল্ড

লিভারপুল, ৩ জুলাই : অ্যানফিল্ড আজ স্তব্ধ। শোকস্তব্ধ ফুটবল বিশ্ব।

প্রয়াত দিয়েগো জোটা। খবরটা শোনামাত্র কেউই বিশ্বাস করতে পারেননি। একবার হলেও মনে হয়েছে, কোথাও ভুল হচ্ছে না তো! এমন কত কিছু তো রটে। কিন্তু না, এটাই সত্যি। বৃহস্পতিবার সকালে লিভারপুল তারকার মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসতেই অ্যানফিল্ডের ভিড় জমতে থাকে। ফুল, জার্সি সহ নানান উপহারে প্রয়াত ফুটবলারকে শ্রদ্ধা জানান সমর্থকরা।

দিয়েগো জোটার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পর্তুগিজ মহাতারকা লিখেছেন, 'এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। আমরা তো সবে জাতীয় দলে খেলা শুরু করেছিলাম। তুমি সদ্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে। তোমার পরিবার, স্ত্রী ও সন্তানদের সমবেদনা। এই ধাক্কা সামলানোর শক্তি যেন ওঁরা পান। আমি জানি তুমি সবসময় ওঁদের পাশে আছ। শান্তিতে ঘুমোও দিয়োগো ও আন্দ্রে। তোমাদের মিস করব।' লিভারপুলে অনেকটা সময় কোচ হিসাবে জুরগেন ক্লপকে পেয়েছেন জোটা। প্রিয় শিষ্যর মৃত্যুতে ক্লপ লিখেছেন, 'আমি নিজেই ভেঙে পড়েছি! এই সবকিছুর নেপথ্যে নিশ্চয়ই কোনও বড় উদ্দেশ্য আছে। হয়তো আজ তা দেখতে পাচ্ছি না। দিয়োগো ও ওঁর ভাই আন্দ্রের মৃত্যুর খবর শুনে আমার হৃদয় ভেঙে গেছে।'

লিভারপুলে জোটার সতীর্থ, উরুগুয়ের ডারউইন নুনেজ লেখেন, 'এই যন্ত্রণার কোনও সান্ত্বনার ভাষা নেই। তোমার হাসিমুখ, মাঠে ও মাঠের বাইরে এক অসাধারণ সঙ্গী হিসেবে তোমাকে আজীবন মনে রাখব।' প্রাক্তন সতীর্থ রুবেন নেভেস সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'মানুষ বলে, আমরা নাকি কাউকে তখনই হারাই, যখন তাকে ভুলে যাই। আমি তোমাকে কোনও দিন ভুলব না।' লিভারপুলের শোকবার্তায় লেখা হয়েছে, 'দিয়োগো জোটার মর্মান্তিক মৃত্যুর খবরে বিধ্বস্ত ক্লাব।' শোকবার্তা জ্ঞাপন করা হয়েছে উয়েফার তরফেও । তাঁরা লিখেছে, 'এই অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হওয়া জোটার পরিবার, পরিজন এবং সতীর্থদের প্রতি রইল সমবেদনা।' পর্তুগালের ফুটবল সংস্থার প্রধান পেদ্রো প্রোয়েনসাও এক বিবৃতিতে লিখেছেন, 'পর্তুগালের ফুটবল সংস্থা এবং পর্তুগাল ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত সকলে বিধ্বস্ত। মানুষ হিসাবে অসাধারণ ছিল জোটা। সতীর্থ, বিপক্ষ সকলেই ওকে সমীহ করত।' এছাড়া ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, চেলসি, পূর্বতন ক্লাব এফসি পোর্তোর তরফেও শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

জোটার মৃত্যুতে অ্যানফিল্ডে শ্রদ্ধার্ঘ্য ভক্তদের।

কার্লসেনকে হারালেন গুকেশ

জাগ্রেব, ৩ জুলাই : সুপারইউনাইটেড র‍্যাপিড অ্যান্ড ব্লিৎজ ক্রোয়েশিয়া দাবায় নামার আগে ম্যাগনাস কার্লসেন দুর্বল প্রতিপক্ষ বলে খোঁচা দিয়েছিলেন বিশ্বসেরা দাবাড়ু ডোম্মারাজু গুকেশকে। জবাবটা মুখে নয়, দাবার বোর্ডে দিলেন ভারতীয় দাবাড়ু। প্রতিযোগিতার ষষ্ঠ রাউন্ডে বৃহস্পতিবার কার্লসেনকে হারিয়ে গুকেশ এককভাবে শীর্ষস্থান দখল করেছেন। ছয় রাউন্ডের শেষে তাঁর সংগ্রহে ১০ পয়েন্ট।

প্রতিযোগিতা শুরুর আগে কার্লসেন বলেছিলেন, 'গতবার এই প্রতিযোগিতায় গুকেশ ভালো করেছিল। তবে এই ফরম্যাটে সেরাদের মধ্যে জায়গা করতে ওর অনেক কিছু প্রমাণ করা বাকি। আশা করছি ও ভালো করবে। আমি ওকে দুর্বল প্রতিপক্ষ হিসেবেই গণ্য করব।' পঞ্চম রাউন্ডে গুকেশের শিকার হন ফাবিয়ানো কারুয়ানা। প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে তাঁর জয় এসেছিল আলিরেজা ফিরৌজা ও রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দর বিরুদ্ধে।

মনোতোষের চোটে চিন্তায় ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ জুলাই : ইস্টবেঙ্গল শিবিরে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গী দুশ্চিন্তাও। চাইলেও তা অস্বীকার করতে পারছেন না লাল-হলুদ রিজার্ভ দলের কোচ বিনো জর্জ।

শুক্রবার কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ারে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ সুরুচি সংঘ। খাতায়-কলমে কমজোরি হলেও লিগের প্রথম ম্যাচে ৪ গোলে জিতে চমক দিয়েছে সুরুচি।

ফের ধাক্কা মহমেডানে

এর থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট, রঞ্জন ভট্টাচার্যর দলে গোল করার লোকের অভাব নেই। লাল-হলুদের ক্ষেত্রেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। প্রথম ম্যাচে মেসারার্সকে ৭ গোল দিয়ে সেই প্রমাণ দিয়েছেন মনোতোষ মাঝি, জেসিন টিকেরা। তবে শুক্রবার সেই মনোতোষ ও জেসিনের খেলা নিয়েই সংশয়ের মেঘ দানা বেঁধেছে। দুজনের কেউই একশো শতাংশ ফিট নন। গুরুতর না হলেও মনোতোষের হালকা চোট রয়েছে। যে কারণে এদিন সুরুচি ম্যাচের চূড়ান্ত মহড়ায় বেশিরভাগ সময়টা সাইডলাইনেই কাটান তিনি। পাশাপাশি জেসিনকে এই ম্যাচেও পরিবর্ত হিসাবেই হয়তো ব্যবহার করবেন বিনো। অনুশীলনে তেমনই ইঙ্গিত মিলল।

এখন প্রশ্ন, মনোতোষের জায়গায় কে শুরু করবেন! এদিন অনুশীলন দেখে যেটুকু বোঝা গেল, তাতে ছকে হয়তো একটু বদল আনতে পারেন বিনো। সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমন সিকের সঙ্গে মহম্মদ রোশালকে জুড়ে দেওয়া হতে পারে। বাকি দল অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনাই বেশি। তবে গত ম্যাচের মতো প্রথম একাদশে ৭ ভূমিপুত্র খেলানোর পরিকল্পনা থাকলে রক্ষণে বিক্রম প্রধান অথবা কৌস্তভ দত্ত শুরু করতে পারেন। তবে দলের চোট-আঘাতের খবর সরাসরি স্বীকার করছেন না বিনো। আবার উড়িয়েও দিচ্ছেন না। কিন্তু এটা স্পষ্ট, দুশ্চিন্তা রয়েছে। একই সঙ্গে প্রতিপক্ষের কড়া চ্যালেঞ্জ সামলাতে হবে ধরে নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'প্রতিটা ম্যাচে বিপক্ষের শক্তি অনুযায়ী পরিকল্পনা তৈরি করি। এই ম্যাচেও তাই করব। গতবারে চ্যাম্পিয়নের মতোই খেলেছি আমরা। এবারেও লক্ষ্য দলকে চ্যাম্পিয়ন করা।'

আজ কলকাতা লিগে

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বনাম ক্যালকাটা পুলিশ

সময় : দুপুর ৩টা

ইস্টবেঙ্গল বনাম সুরুচি সংঘ

সময় : বিকেল ৫টা

এদিকে, শুক্রবার কলকাতা লিগে অভিযান শুরু করছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর দলের সামনে ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাব। দলে হিরা মণ্ডল, ইসরাফিল দেওয়ান, সজল বাগ, ফারদিন আলি মোল্লাদের মতো পরিচিত মুখ থাকলেও তাদের খেলানোর সুযোগ নেই। ফেডারেশনের নিষেধাজ্ঞা তো ছিলই। এদিন তার সঙ্গে জুড়ল ফিফার নির্বাসন। বিশ্ব ফুটবল নিয়ামক সংস্থার তরফে নির্বাসনের প্রথম চিঠিটা এল মিরজালোল কাশিমভের বেতন বকেয়া থাকায়।

কালীঘাটকে হারিয়ে লিগে প্রথম জয় বাগানের

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-৪ (সন্দীপ, লেন আত্মঘাতী, পাসাং ও আদিল)
কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ জুলাই : অবশেষে প্রত্যাবর্তন।

কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনকে ৪-০ গোলে হারিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস বাগান শিবিরে।

কলকাতা লিগের প্রথম ম্যাচে পুলিশের কাছে হার। চাপে ছিলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ফুটবলাররা। চাপে ছিলেন কোচ ডেগি কার্ডোজো। ম্যাচ জিতে চাপমুক্ত মোহনবাগান। সেইসঙ্গে পেয়েছে বাড়তি অক্সিজেনও।

এদিন প্রথম গোলের জন্য মোহনবাগানকে অপেক্ষা করতে হয় ২১ মিনিট। মাঝমাঠ থেকে বল ধরে দুই-তিনজনকে কাটিয়ে বাগান অধিনায়ককে পাস বাড়িয়েছিলেন কালিম্পংয়ের মিগমা শেরপা। গোল করতে কোনও ভুল করেননি সন্দীপ। ২৯ মিনিটে লেনমিনলুন ডংগেলের আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান বাড়ায় মোহনবাগান।

পাসাং-সন্দীপে মুগ্ধ বাগান জনতা

৫১ মিনিটে আসে তৃতীয় গোল। টংসিংয়ের সেন্টার থেকে অনবদ্য সিজার কিকে ফিনিশ করেন পাসাং দোরজি তামাং। ৭৩ মিনিটে কালীঘাটের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন পরিবর্তে নামা আদিল আবদুল্লা।

প্রথম ম্যাচের পর সমর্থকদের চোখে খলনায়ক হয়ে গিয়েছিলেন শিলিগুড়ির পাসাং। এদিন বিশ্বমানের গোল করে তিনিই সমর্থকদের নয়নমণি। ম্যাচ শেষে সমর্থকদের সেলফির আবদার হাসিমুখে মেটালেন তিনি। পরে পাসাং বলেছেন, 'মোহনবাগানের হয়ে কলকাতা লিগে প্রথম গোল করতে পেরে খুব ভালো লাগছে। প্রথম ম্যাচে গোল করতে পারিনি। বেশ চাপে ছিলাম। আশা করছি, লিগে আরও গোল করব।' এদিন পাসাংয়ের গোলের প্রশংসা করেছেন ডেগি।

জয়ের আরেক নায়ক সন্দীপ মালিক। নিজে গোল করলেন। দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন। ম্যাচের পর বলে গেলেন, 'যখন শট নিয়েছিলাম, তখনই জানতাম গোল হবে।' কোচ ডেগি কার্ডোজো এই ফুটবলারের প্রশংসা করে বলেছেন, 'সন্দীপ খুব ভালো ফুটবলার। সারা মাঠ জুড়ে খেলতে পারে। এদিন দুর্দান্ত খেলেছে।'

আপাতত গুমোট ভাব কাটিয়ে ফুরফুরে মেজাজে বাগান শিবির।

মোহনবাগানের প্রথম গোলের পর সন্দীপ মালিক।

সৌম্যার জন্য থাইল্যান্ড ম্যাচ জিততে চায় ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ জুলাই : শনিবার থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে কার্যত ফাইনাল ম্যাচ খেলতে নামছে ভারতীয় মহিলা দল। গ্রুপ 'বি'-এর এই ম্যাচে যে দল জিতবে তারাই এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে।

মিমোর লেস্টের বিরুদ্ধে ম্যাচে চোট পেয়ে যোগ্যতা অর্জন পর্ব থেকে ছিটকে গিয়েছেন নির্ভরযোগ্য তারকা সৌম্যা গুগুলথ। তাই ভারতীয় দলের ফুটবলাররা শেষ ম্যাচটা জিতে সৌম্যাকে উৎসর্গ করতে চায়। দলের নির্ভরযোগ্য তারকা সংগীতা বাসফোর বলেছেন, 'আমরা শেষ ম্যাচটা সৌম্যার জন্য জিততে চাই। ও আমাদের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। আমরা মনে করি, সৌম্যা সবসময় প্রথম একাদশে রয়েছে। থাইল্যান্ডকে হারিয়ে জয়টা ওকে উৎসর্গ করব আমরা।'

এদিকে চোট সারিয়ে ছন্দে ফিরেছেন অঞ্জু তামাং। তিনি বলেছেন, 'চোট-আঘাত খেলার অংশ। তবে এখন আমি পুরোপুরি সুস্থ রয়েছি। থাইল্যান্ড ম্যাচে আমাদের সেরাটা দিতে হবে।'

বার্মিংহামে রাজত্ব প্রিন্স শুভমানের

অধিনায়কের সমর্থনে ব্যাট ধরলেন যশস্বী

ভারত-৫৮৭
ইংল্যান্ড-৭৭/৩ (দ্বিতীয় দিনের শেষে)

বার্মিংহাম, ৩ জুলাই : ব্যাটে লেখা প্রিন্স।

অধিনায়ক হওয়ার পর যে ছবি পোস্ট করে কটাক্ষের মুখেও পড়েছিলেন। 'নিজের ঢাক নিজে পেটানো'-র অভিযোগ। নিন্দুকদের তোপ, টেস্ট ক্রিকেটে পরিসংখ্যান তো পাতে দেওয়ার মতো নয়। আগে কিছু করে দেখাও, তারপর না হয়...।

অর্ধশতরানের পর তলোয়ারবাজি রবীন্দ্র জাদেজার।

চলতি বিলেত সফরে প্রতি মুহূর্তে যার জবাব দিচ্ছেন ভারতীয় ক্রিকেটের নয়া যুবরাজ। অধিনায়কের গুরুভারে ঝুঁকে পড়া নয়, কাঁধ আরও চওড়া। হেডিংলেতে ১৪৭ রানের ঝলমলে ইনিংস ছিল ট্রেলার।

বার্মিংহামে পুরো পিকচার। প্রিন্সের যে দাপটে নতিস্বীকার বোলারদের। প্রথম দিনে ১১৪ রানে অপরাজিত থেকে গতকাল দলকে তিনশো পার করে দেন। ধৈর্য আর নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিংয়ে বোঝান কাজ এখনও বাকি। আজ সেই দায়িত্বটা পালন করলেন ধ্রুপদি ব্যাটিংয়ে ক্লাসিক ইনিংসে।

বাড়তি সতর্কতা। ঘর পোড়া গোরু। হেডিংলেতে প্রথম ইনিংসে ৪৭১ রান তুলেও হার। তার ওপর বার্মিংহামে জসপ্রীত বুমরাহহীন বোলিং। শতরানের পরও তাই আত্মতুষ্টিকে আশপাশে ঘেঁষতে দেননি। শুভমানের যে মানসিকতার সামনে দ্বিতীয় দিনে কার্যত একবল্কা ভারতীয় দাপট।

ব্যাটে শিল্পের ছোঁয়া। মাথায় 'উইকেট দেব না' পণ। যোগফল, দৃষ্টিনন্দন ব্যাটিংয়ে রাজত্ব চালালেন ভারতীয় যুবরাজ, প্রিন্স শুভমান। অনায়াস ব্যাটিংয়ে দেড়শো, দুশোর গণ্ডি পেরিয়ে বিলেতের মাটিতে ভারতীয়দের সবাধিক ২৬৯ রানের ইতিহাস। পিছনে সুনীল গাভাসকার (২২১, ওভাল, ১৯৭৯), রাহুল দ্রাবিড়রা (২১৯, ওভাল, ২০০২)। যার সাক্ষী কমেন্ট্রি বক্সে থাকা গাভাসকারও। খুশি, এক 'এস জি'-র (সুনীল গাভাসকার) হাত থেকে আরেক 'এস জি'-র (শুভমান গিল) হাতে রেকর্ড যাওয়ায়।

প্রথম দিন লাঞ্চের আগে শুভমান যখন নেমেছিলেন দলের স্কোর ৯৫/২। আজ অন্তিম সেশনে ফিরলেন দলকে ৫৭৪ নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়ে। অধিনায়ক শুভমানের নামের পাশে ৩৮৭ বলে মহাকাব্যিক ২৬৯! ৩৩টি চার ও ৩টি ছক্কায় সাজানো স্বপ্নের ইনিংস। রূপকথার ব্যাটিং। যার সুবাদে প্রথম ইনিংসে ভারত ৫৮৭ স্কোরের পাহাড়ে।

দোসর রবীন্দ্র জাদেজা (৮৯)। অভিজ্ঞতার পুঁজি সম্বল করে কেরিয়ারের ২৩তম টেস্ট হাফ সেঞ্চুরি পূরণ, তলোয়ারবাজি সেলিব্রেশনে খানখান করলেন প্রতিপক্ষের যাবতীয় স্ট্র্যাটেজি। ষষ্ঠ উইকেটে দুইজনের ২০২ রানের ম্যারাথন যুগলবন্দি ভারতকে চালকের আসনে বসিয়ে দেয়।

ওয়াশিংটন সুন্দরকে নিয়ে সপ্তম উইকেটে আরও ১৪৪ যোগ করে রাশ আরও শক্ত করে নেন শুভমান। যে ধ্রুপদি টেস্ট ইনিংসে ইতি পড়ে ১৪৪তম ওভারে। দিনের প্রথম ভুল। শুভমানের পুল চলে যায় ওলি পোপের হাতে। বোলার জোশ টাঙ্গ হলেও আউট আদপে ক্লান্তির কাছে।

এদিন, ৩১০/৫ থেকে খেলা শুরু করে ভারত। শুভমানের নিখুঁত ব্যাটিংয়ের পাশে জাদেজার লড়াই। ৫ ওভার পুরোনো দ্বিতীয় নতুন বলের পালিশ তুলে স্টোকসদের প্রত্যাঘাতের রাস্তা বন্ধ করে দেন দুজনে। শেষপর্যন্ত লাঞ্চের ঠিক আগে টাঙ্গের শর্টপিচ ডেলিভারিতে ভুল করে বসেন জাদেজা। বাড়তি বাউন্স। ব্যাট সরাতে পারেননি বলের লাইন থেকে। সেঞ্চুরি থেকে ১১ রান আগে থমকে যান জাদেজা। ফেরার আগে নিজের দায়িত্বটা নিপুণ দক্ষতায় অবশ্য পালন করে যান। গতকাল চায়ের পর নেমেছিলেন পরপর দুই উইকেট খুইয়ে ভারত যখন অস্বস্তিতে। ২১১/৫ থেকে শুভমানের সঙ্গে জাদেজার ২০৩ রানের দুরন্ত জুটিতে আশঙ্কার মেঘ সরিয়ে স্বস্তির অক্সিজেন।

শুভমানকে আটকানো যাচ্ছিল না। বারবার বোলিং বদল। ফিল্ডিং স্ট্র্যাটেজি পরিবর্তন করেও মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেননি বেন স্টোকসরা। রোলস রয়েসের গতিতে ছুটলেন। দৌড় করালেন ক্রিস ওকস, ব্রাইডন কার্স, শোয়েব বশিরদের। মুগ্ধ গাভাসকার বলেন, 'ফিল্ডিং নিয়ে খেলা করল। কখনও মনে হয়নি আউট হতে পারে। একেবারে সামনে থেকে নেতৃত্ব। নিজেকে অধিনায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদ ব্যাটিংয়ের পরতে পরতে।'

এদিন প্রথম সেশনে ১০৯ রান যোগ করে ভারত। মাঝের সেশনে ১৪৫। ১৫১ ওভার বল করা ইংল্যান্ড বোলারদের কাঁধ ঝুঁকিয়ে দেওয়ার জন্য যা যথেষ্ট। সুন্দরের সঙ্গে শুভমানের জুটি থ্রি লায়ন্সের হতাশা আরও বাড়িয়ে দেয়।

কুলদীপ যাদবের বদলে সুন্দর দলে থাকায় গতকাল থেকেই তুমুল বিতর্ক। আজ কিছুটা হলেও সেই বিতর্কে সুন্দর জল ঢাললেন ৪২ রানের ইনিংসে। ১৪৪ রানের জুটি ভাঙেন রুট! বাড়তি বাউন্সের সঙ্গে স্পিন, যা খুশি করবে ভারতীয় স্পিন ব্রিগেডকেও। ব্যাটারদের কাজ সম্পন্ন। এবার পালা বুমরাহহীন ভারতীয় বোলিংয়ের। যেখানে ইংল্যান্ডকে জোড়া ধাক্কা দিয়ে শুরুটা ভালোই করেছেন আকাশ দীপ। নিজের দ্বিতীয় ওভারে পরপর দুই বলে তিনি তুলে নেন বেন ডাকেট (০) ও ওলি পোপকে (০)। মহম্মদ সিরাজের বলে ১৯ রান করে জ্যাক ক্রলি আউট হন। দ্বিতীয় দিনের শেষে ইংল্যান্ডের স্কোর ২০ ওভারে ৭৭/৩। ক্রিজে রুট (১৮) ও হ্যারি ব্রুক (৩০)।

দ্বিশতরানের আনন্দে শুভমান গিল। বৃহস্পতিবার বার্মিংহামে।

বার্মিংহাম, ৩ জুলাই : স্বপ্নের উড়ানে ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। হেডিংলে টেস্টে অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক ম্যাচেই শতরান। ভারত অধিনায়ক হিসেবে কেরিয়ারের দ্বিতীয় টেস্টে দ্বিশতরান। গিলকে নিয়ে আবেগে ভাসছে ক্রিকেটমহল। সেই আবেগের মধ্যে রয়েছে বিতর্কের কাঁটাও। সৌজন্যে চলতি এজবাস্টন টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশ নির্বাচন। যেখানে জসপ্রীত বুমরাহকে যেমন ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে রাখা হয়নি। দেওয়া হয়েছে বিশ্রাম। ঠিক তেমনই কুলদীপ যাদবকেও প্রথম একাদশে রাখা হয়নি। আপাতত ব্রাত্য অর্শদীপ সিংও। কেন এমন অদ্ভুতুড়ে দল নির্বাচন? প্রশ্নের সঠিক জবাব নেই কোথাও। দল নির্বাচন নিয়ে সমালোচনায় বিদ্ধ শুভমান পাশে পেয়েছেন তাঁর সতীর্থ যশস্বী জয়সওয়ালকে।

এজবাস্টন টেস্টের প্রথম দিনে ৮৭ রানে আউট হয়েছেন যশস্বী। মুহূর্তের ধৈর্যচ্যুতির পরিণামে শতরান হাতছাড়া হয়েছে যশস্বীর। ফলে মনের মধ্যে খারাপ লাগা রয়েছেই তাঁর। সেই খারাপ লাগা নিয়ে গতরাতে প্রথম দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে তাঁর দলের অধিনায়ক শুভমানকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন যশস্বী। শুভমানের হয়ে ব্যাট ধরে যশস্বী বলেছেন, 'স্বপ্নের ব্যাটিং করছে শুভমান। ওর ব্যাটিং দেখলে মনে হয় কাজটা খুব সহজ। শুধু ব্যাটার হিসেবেই নয়, অধিনায়ক হিসেবেও শুভমান অসাধারণ। দলের স্বার্থের কথা সবসময় ভাবে, গুরুত্ব দেয়। শুভমান সতীর্থ ও অধিনায়ক হিসেবে এমন একজন, যার জন্য মাঠে সর্বস্ব দিতে দুইবার ভাবতে হবে না।'

> স্বপ্নের ব্যাটিং করছে শুভমান। ওর ব্যাটিং দেখলে মনে হয় কাজটা খুব সহজ। অধিনায়ক হিসেবেও শুভমান অসাধারণ। দলের স্বার্থের কথা সবসময় ভাবে, গুরুত্ব দেয়। শুভমান সতীর্থ ও অধিনায়ক হিসেবে এমন একজন, যার জন্য মাঠে সর্বস্ব দিতে ভাবতে হবে না।
>
> **যশস্বী জয়সওয়াল**

এমন অধিনায়কের সমর্থনে ব্যাট ধরে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশ নির্বাচন নিয়েও মুখ খুলেছেন যশস্বী। বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়া, কুলদীপকে না খেলানোর মতো বিতর্কিত ও স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে তিনি বলেছেন, 'কীভাবে দলের ভালো হবে, শুভমান সেটা ভালোভাবে জানে। দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কৌশলও জানা রয়েছে ওর। এমন অধিনায়কের সমর্থনে সবসময় রয়েছি আমরা।' শুভমানের মতোই দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন যশস্বীও। হেডিংলে টেস্টে শতরান করেছিলেন। এজবাস্টনে অল্পের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া হয়েছে। কেন এমন হল? প্রশ্নের সামনে রীতিমতো স্টেপআউট করেছেন ভারতীয় ওপেনার। যশস্বীর কথায়, 'শতরান হাতছাড়া হওয়ার আক্ষেপ তো রয়েইছে। আসলে সেই সময় ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। এমন ভুল যেন আগামীদিনে ফের না হয়, তা নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে।'

টেস্টে ভারতীয়দের সর্বাধিক রান

নাম	রান	বিপক্ষ	স্থান	সাল
বীরেন্দ্র শেহবাগ	৩১৯	দক্ষিণ আফ্রিকা	চেন্নাই	২০০৮
বীরেন্দ্র শেহবাগ	৩০৯	পাকিস্তান	মুলতান	২০০৪
করুণ নায়ার	৩০৩*	ইংল্যান্ড	চেন্নাই	২০১৬
বীরেন্দ্র শেহবাগ	২৯৩	শ্রীলঙ্কা	মুম্বই	২০০৯
ভিভিএস লক্ষ্মণ	২৮১	অস্ট্রেলিয়া	কলকাতা	২০০১
রাহুল দ্রাবিড়	২৭০	পাকিস্তান	রাওয়ালপিন্ডি	২০০৪
শুভমান গিল	২৬৯	ইংল্যান্ড	বার্মিংহাম	২০২৫

ঘরের মাঠে প্রয়াত বাবার স্মৃতিতে ডুবে ওকস

বার্মিংহাম, ৩ জুলাই : চেষ্টা করেছেন। প্রবলভাবে চেষ্টা করেছেন। সেই চেষ্টার সঙ্গে একটু ভাগ্যের সাহায্য পেলে হয়তো ছবিটা ভিন্ন হতে পারত। বাস্তবে সেটা হয়নি।

তাই ঘরের মাঠ এজবাস্টনে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে হতাশায় ডুবে গিয়েছেন ইংরেজ পেসার ক্রিস ওকস। আম্পায়ারদের সিদ্ধান্তের সমালোচনাও করেছেন তিনি। ওকসের কথায়, 'খুবই হতাশ আমি। ভালো খেলতে চেয়ে সফল না হতে পারলে খারাপ লাগা থাকবেই। আবেগের বহিঃপ্রকাশ হবেই। আমার ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে। প্রথম দিন কিছু সিদ্ধান্ত আমাদের বিরুদ্ধে গিয়েছে। আম্পায়ারদের সৌজন্যে সিদ্ধান্ত আমাদের পক্ষে এলে খেলার ফল অন্যরকম হতেই পারত।' এমন হতাশা থেকেই ক্রিকেটের নিয়ম বদলের দাবিও তুলেছেন ওকস। তাঁর কথায়, 'রিভিউ চালু হওয়ার পর বোলারদের সুবিধা হয়েছে। কিন্তু রিভিউয়ে একটি নিয়ম বদলের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয়। যদি ব্যাটার কোনও শট না খেলে, রিভিউতে দেখা যায় বল স্টাম্পে লাগছে, তাহলে আউট দেওয়া উচিত।'

মে মাসে প্রয়াত হন ওকসের বাবা রজার। প্রয়াত বাবার স্মৃতিতে ট্রাইসেপে একটু ট্যাটু করিয়েছেন ওকস। আর ঘরের মাঠে খেলতে নেমে বারবার প্রয়াত বাবার কথা মনে পড়ে গিয়েছে ওকসের। বাবার স্মৃতিতে ডুব দিয়ে ওকস বলেছেন, 'বাবা আমার অনুপ্রেরণা ছিলেন। এজবাস্টনের মাঠে যখন ওয়ারউইকশায়ারের হয়ে খেলতাম, মাঠের ধারে পায়চারি করতেন বাবা। পরামর্শ দিতেন আমায়। সেইসব দিন আজ খুব মনে পড়ছে।' প্রথম দিনের খেলায় দুটি উইকেট পেয়েছিলেন। বাড়তে পারত সংখ্যাটা। হয়নি। কিন্তু তারপরও ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল ও ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালের ব্যাটিংয়ের প্রশংসা করেছেন ওকস। ইংরেজ পেসারের কথায়, 'শুরুতে যশস্বী দারুণ খেলছিল। আর শুভমানকে নিয়ে নতুন করে কিই বা বলব। দারুণ ছন্দে রয়েছে ও। নিখুঁত ব্যাটিং করে চলেছে।'

> বাবা আমার অনুপ্রেরণা ছিলেন। এজবাস্টনের মাঠে যখন ওয়ারউইকশায়ারের হয়ে খেলতাম, মাঠের ধারে পায়চারি করতেন বাবা। পরামর্শ দিতেন আমায়। সেইসব দিন আজ খুব মনে পড়ছে।
>
> **ক্রিস ওকস**

দুই বলে দুই উইকেট নিয়ে উল্লাস আকাশ দীপের।

সহজ জয় জকোভিচের

লন্ডন, ৩ জুলাই : উইম্বলডনের দ্বিতীয় রাউন্ডে সহজ জয় পেলেন সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচ। তিনি ড্যান ইভান্সকে স্ট্রেট সেটে ৬-৩, ৬-২, ৬-০ গেমে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। তৃতীয় রাউন্ডে নোভাক মুখোমুখি হবেন স্বদেশীয় মিওমির কেচমানোভিচ।

এদিকে, প্রথম রাউন্ডে অলিভার টারভেটকে হারিয়েছেন স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। ম্যাচ জিতেও প্রতিপক্ষের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আলকারাজ। বলেছেন, 'অলিভারের খেলা আমি পছন্দ করি। ও সেন্টার কোর্টে দুর্দান্ত টেনিস খেলেছে। আমি জানতাম, ম্যাচ জিততে গেলে নিজের মনঃসংযোগ ধরে রাখতে হবে। এই ম্যাচে নিজের পারফরমেন্সে খুশি। তার জন্য অলিভারকে কৃতিত্ব দিতে হবে।'

মহিলাদের সিঙ্গলসে সপ্তম বাছাই মিরা আন্দ্রেভা ৬-১, ৭-৬ (৭/৪) গেমে লুসিয়া ব্রোঞ্জেত্তিকে হারিয়েছেন। পুরুষদের ডাবলসে লয়েড গ্লাসপোল-জুলিয়ান ক্লাস প্রথম রাউন্ডে বার্ট স্টিভেন-ভাসিল কিরকোভকে ৭-৬ (৮/৬), ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন। চতুর্থ বাছাই হোরাসিও জেবালোস-মার্সেল গ্রানোলাস ৭-৬ (৭/৫), ৬-৩ গেমে ইয়ুংচাওকেতে বু-রে হোকে হারিয়েছেন। মহিলাদের ডাবলসে জেসমিন পাওলিনি-সারা এরিনি ৬-৩, ৬-৩ গেমে প্রথম রাউন্ডে ক্রিস্টিনা বুকসা-মিয়ু কাতোকে হারিয়েছেন। চতুর্থ বাছাই জেলেনা অস্টাপেঙ্কো-সু ওয়েই ৬-২,৬-৩ গেমে হারিয়েছেন প্রিডানকিনা-কালাসনিকোভাকে।

জাতীয় ট্রায়ালে প্রীতিকা

রায়গঞ্জ, ৩ জুলাই : অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় মহিলা ফুটবল দলের ট্রায়ালে সুযোগ পেল হাতিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের প্রীতিকা বর্মন। ৮ থেকে ১৫ জুলাই বেঙ্গালুরুর কনকপুরা স্পোর্টস স্কুলে এই ট্রায়াল নেওয়া হবে। প্রীতিকা সুযোগ পাওয়ায় খুশি হাতিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনিরুদ্ধ সিনহা।

উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নামবে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ জুলাই : ডুরান্ড কাপের উদ্বোধনী ম্যাচ খেলবে ইস্টবেঙ্গল। ২৩ জুলাই প্রথম ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরুর সাউথ ইউনাইটেড এফসি। পূর্ণাঙ্গ সূচি শুক্রবার প্রকাশ করা হবে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত দিয়েই সূচি প্রকাশিত হওয়ার কথা। এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে গ্রুপ পর্যায়ে আলাদা হয়ে যাওয়ায় সেমিফাইনাল অবধি আর ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ কে তা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। শোনা যাচ্ছে কলকাতারই আর এক ক্লাব ডায়মন্ড হারবার হলেও হতে পারে।

একই গ্রুপে থাকার কথা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবেরও। আর তা যদি হয় তাহলে অত্যন্ত কঠিন গ্রুপ হতে চলেছে কলকাতার বাকি দুই প্রধানের। তবে শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি বদলে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কারণ, প্রতি মুহূর্তে ক্লাবগুলির দাবিদাওয়া বাড়ছে। না খেলার হুমকি দিয়ে আয়োজকদের নিজেদের পছন্দের সূচি তৈরি করতেও বাধ্য করছে তারা। এর পিছনে রয়েছে এএফসি-র নতুন নিয়ম। এশিয়ান ফুটবল কাউন্সিলের টুর্নামেন্ট খেলতে হলে আগের ২৭ ম্যাচের নিয়ম কমে ২৪ করে দেওয়াতেই আর ডুরান্ড খেলার দরকার পড়ছে না ক্লাবগুলির। আইএসএলে খেলেই কোটা পূর্ণ হয় তাদের। ফলে যতক্ষণ না মাঠে বল গড়াচ্ছে ততক্ষণ একেবারেই স্বস্তিতে নেই ডুরান্ড কমিটি।

হার মেখলিগঞ্জের

মালদা, ৩ জুলাই : সুব্রত কাপ ফুটবলে ক্লাস্টার পর্যায়ে অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের বিভাগে সেমিফাইনালে উঠল মালদার হাতিমারি হাইস্কুল, জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ এমএন হাইস্কুল, দার্জিলিংয়ের আরকেএসপি হাইস্কুল ও নকশালবাড়ির নন্দপ্রসাদ হাইস্কুল। বৃহস্পতিবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে নন্দপ্রসাদ ১-০ গোলে মেখলিগঞ্জ হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে হাতিমারি ৩-০ গোলে উত্তর দিনাজপুর সেন্ট ইগনাশিয়াস হাইস্কুলকে হারিয়েছে।

এর আগে হাতিমারি ৩-০ গোলে আলিপুরদুয়ার ডিমডিমা ফাতেমা হাইস্কুলকে হারিয়েছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে গোল করে মাঝি মুর্মু, রোহিত টুডু ও সুদীপ্ত দাস। আরকেএসপি ৩-০ গোলে দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডি হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। এমএন ১-০ গোলে কালিম্পংয়ের কুমুদিনী হোমস হাইস্কুলকে হারিয়েছে।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা কার্তিক বাউরি - কে 20.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 62A 24307 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "লটারির টিকিটে স্বল্প পরিমাণ অর্থ খরচ করে এক কোটি টাকার মতো বিশাল পরিমাণ অর্থ কীভাবে তৈরি হয়, তা খুবই আশ্চর্যজনক। আমাকে এই সুবর্ণ সুযোগটি দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এই জয়ের অর্থ দিয়ে আমার পরিবার কোনও ভয় ছাড়া, ঋণ ছাড়া এবং মর্যাদার সাথে বাঁচতে পারবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বিজ্ঞাপন

জিতল রায়গঞ্জ

রায়গঞ্জ, ৩ জুলাই : উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার দেবকুমার দত্ত ট্রফি আন্তঃ ক্লাব ফুটবলে বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব ৪-১ গোলে রামপুর সূর্য স্মৃতি সংঘকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে ম্যাচের সেরা স্পোর্টস ক্লাবের মহেশ টুডু জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি দুই গোলস্কোরার প্রবীর সরকার ও চঞ্চল জমাদার। রামপুরের একমাত্র গোল অনিল হেমব্রমের। শুক্রবার খেলবে রায়গঞ্জ অ্যাকাডেমি অফ ফুটবল এবং ইটাহারের শিবাজি সংঘ।

ম্যাচের সেরা মহেশ টুডু। ছবি : রাহুল দেব

জয়ের পর গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প। ছবি : জয়ন্ত সরকার

৪ উইকেট প্রিয়মের

গঙ্গারামপুর, ৩ জুলাই : গঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে আয়োজিত প্রীতি ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ২৭ রানে বুনিয়াদপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। প্রথমে গঙ্গারামপুর ৩৫ ওভারে ২১৬ রানে অল আউট হয়। তীর্থ দাস ৪৫ রান করে। প্রিয়ম সরকার ৩৭ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। জবাবে বুনিয়াদপুর ৩৯.২ ওভারে ১৮৯ রানে সব উইকেট হারায়। ৫৩ রান করে প্রদীপ সরকার। ম্যাচের সেরা অমৃত মিত্র ২৫ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বল করে শীর্ষেন্দু তালুকদারও (৪০/৩)।

ডুয়ার্সের ক্রিকেট কোচিং শুরু

আলিপুরদুয়ার, ৩ জুলাই : ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে ৪ দিনের ক্রিকেট প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হল। অনূর্ধ্ব-১৩, ১৫ ও ১৮ ক্রিকেটারদের জন্য এই শিবির হচ্ছে। কলকাতার ক্রিকেট প্রশিক্ষক পুষ্কর দে শিবিরে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

বিক্রমের জোড়া গোল

তুফানগঞ্জ, ৩ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার কামাতফুলবাড়ি যুব সংঘ ৪-২ গোলে বাঁশরাজা জুনিয়ার একাদশকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন বিক্রম বর্মন। তাদের বাকি গোল করেন বিষ্ণু মণ্ডল ও বিশ্বজিৎ শীল। বাঁশরাজার গোলস্কোরার সুজন শীল ও মৃত্যুঞ্জয় বর্মন। শুক্রবার মুখোমুখি হবে বিবেকানন্দ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ও ধলপল স্বামীজি স্পোর্টিং ক্লাব।